উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ১৩ আশ্বিন ১৪৩১ সোমবার ৪.০০ টাকা 30 September 2024 Monday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 134

স্বরূপকে নিয়ে নয়া বিতর্কে অপর্ণা

পাঁচের পাতায়

নয়া অবতারে ফের সিপিএমে কারাতরাজ

সাতের পাতায়

দুর্যোগে কড়া নজর

পুজোয় মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ

সানি সরকার ও ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : দুর্যোগে ফের কেন্দ্রবিরোধী বার্তা মুখ্যমন্ত্রীর মুখে। গত কয়েকদিনের বৃষ্টিতে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় ক্ষতির খবর পেয়ে তড়িঘড়ি শিলিগুড়িতে এসেছেন তিনি। পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে আট জেলার প্রশাসনের সঙ্গে বৈঠক করেছেন। বৈঠক শেষে সমস্ত রাগ, ক্ষোভ উগরে দিলেন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে। তাঁর কথায়, 'বন্যা নিয়ন্ত্রণে গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া এক পয়সা দেয় না। ফরাক্কায় ড্রেজিং করেনি। করলে জলধারণ করতে পারত। এত জল ছাড়তে হত না।'

মাত্র একদিনের উত্তরবঙ্গ সফরের ব্যাখ্যাও ছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখে। তিনি বলেন, 'একদিকে পুজো, অন্যদিকে বন্যার থাবা, প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশ থেকে সরে গেলে হবে না।' প্রশাসনিক বৈঠকে তিনি বেশকিছু পদক্ষেপও করেছেন। তার মধ্যে রয়েছে, বৃষ্টিতে আবাদের ক্ষতির পরিপ্রেক্ষিতে শস্যবিমার মেয়াদ ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত বৃদ্ধি। উত্তরবঙ্গে পুজোর আগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মালদা জেলা। ওই জেলার ভূতনি পুরোপুরি বিপর্যস্ত ৫০ দিনেরও বেশিদিন ধরে।

কিন্তু মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভূতনিতে না গিয়ে শিলিগুড়ি আসায় তাঁর উদ্দেশ্য নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে বিরোধীরা। বিধানসভায় বিজেপির মুখ্যসচেতক শংকর ঘোষ বলেন, 'ভূতনি বিধ্বস্ত। অথচ ত্রাণ নিয়ে ব্যাপক দলবাজি হচ্ছে। এমন পরিস্থিতিতে সেখানকার মানুষের পাশে না দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী শুধু রাজনীতি করছেন।' এই ধরনের অভিযোগের মোকাবিলায় মমতার অস্ত্র সেই কেন্দ্র বিরোধিতা।

টাকিমারিতে সম্প্রতি বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিজনকে সান্ত্বনা দিচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রবিবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায়। ছবি : সূত্রধর

ডিভিসি'র জল ছাড়া নিয়ে কয়েকদিন আগে প্রধানমন্ত্রীকে কড়া চিঠি দিয়েছিলেন তিনি। শিলিগুড়িতে সোমবার প্রশাসনিক বৈঠকের পর তিনি নেপালের কোশি নদী থেকে ৬ লক্ষ কিউসেক জল ছাড়ার উল্লেখ করে বলেন, 'ওই জলে বিহারের পাশাপাশি উত্তরবঙ্গ ক্ষতির মুখে দাঁড়িয়ে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওই জল উত্তরবঙ্গে ঢুকে পড়বে। ফরাক্কা হয়ে জল ঢুকে পড়বে উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদা সহ বিস্তীর্ণ এলাকায়।'

তাঁর কথায়, 'উত্তরবঙ্গ উপেক্ষিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। কেন্দ্র কোনও টাকা দেয় না। দুর্ভাগ্য, অন্য রাজ্যের জল আমাদের ক্ষতি করে দেয়।' প্রধানমন্ত্রী তাঁর চিঠির উত্তর দেননি বলেও তিনি জানান। তাঁর মন্তব্যের আবার পালটা দিয়েছেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, 'উনি আগে বলুন, রাজ্যের নদীগুলির কোথায় কত পলি তুলেছেন, কোথায় কোন বাঁধ মেরামত করেছেন। উনি নিজে কিছু করবেন না। শুধু অন্যের কাঁধে দায় চাপাবেন। উনি কখনও ঝাড়খণ্ড, কখনও বিহারকে দায়ী করে অজুহাত খাড়া করছেন।'

সুকান্তর অভিযোগ, 'নিজের দোষ ঢাকতে মুখ্যমন্ত্রী ফরাক্কার দিকে আঙুল তুলছেন।' মমতা অবশ্য বলেন, ভূতনির জন্য সমস্ত ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ডিপিআর তৈরি করা হচ্ছে। এরপর দশের পাতায়

> একদিকে পুজো, অন্যদিকে বন্যার থাবা, প্রয়োজনের সময় মানুষের পাশ থেকে সরে গেলে হবে না। উত্তরবঙ্গ উপেক্ষিত, উত্তরবঙ্গ বঞ্চিত। কেন্দ্র কোনও টাকা দেয় না। দুর্ভাগ্য, অন্য রাজ্যের জল আমাদের ক্ষতি করে দেয়।
>
> -মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ক্ষতিপূরণে মন জয়ের চেষ্টা মমতার

ভাস্কর বাগচী ও শমিদীপ দত্ত

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীদের ক্ষোভে প্রলেপ দিলেন মুখ্যমন্ত্রী। শনিবার অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের জন্য ক্ষতিপূরণের ঘোষণা করে তিনি যেন বোঝাতে চাইলেন, 'আমি তো তোমাদেরই লোক।' উত্তরকন্যায় দাঁড়িয়ে রবিবার মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা, অগ্নিকাণ্ডে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত ৬টি দোকানের মালিককে ১ লক্ষ টাকা করে ও আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত দোকান মালিকদের ৫০ হাজার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। পাশাপাশি ক্ষতিগ্রস্ত দোকানগুলি তৈরি করে দেবে রাজ্য সরকার, যার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবকে।

শুধু বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ীরাই নন, ক্ষতিপূরণ পেয়েছে গজলডোবার টাকিমারিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃতদের পরিবারও। এদিন রাজ্য সরকারের তরফে ওই পরিবারের দুজনকে ডেকে মোট ৮ লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দেওয়া হয়। গায়ে গামছা জড়িয়ে আসা পিতৃহারা অনিমেষের যাতে ঠান্ডা না লাগে, তার জন্য নিজের শাল তাঁকে পরিয়ে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

গত শুক্রবার সন্ধ্যায় টাকিমারি ধূপগুড়ি বস্তিতে বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় একই পরিবারের চারজনের। মৃত পরেশ দাসের ছেলে অনিমেষ দাস ও মেয়ে সুফলা দাস (অধিকারী)-কে এদিন উত্তরকন্যায় ডেকে পাঠান মুখ্যমন্ত্রী। এরপর দশের পাতায়

জমজমাট পুজোর বাজার। শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে। -শান্তনু ভট্টাচার্য

উৎসব শুরু বাঙালির

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : থানা মোড় থেকে মহাবীরস্থানে ঢোকার মুখটায় টোটোর লম্বা লাইন। সারি সারি হেঁটে চলেছেন একদল মানুষ। কারও হাতে লাল, কারও হাতে নীল ব্যাগ। প্রত্যেকের মুখের হাসিতেই স্পষ্ট ব্যাগভর্তি নতুন জামার 'আনন্দ'।

টানা কয়েকদিনের বৃষ্টি থামতেই রবিবার কিরণ ছড়িয়েছে সূর্য। আর তাতেই মুখে হাসি ফুটেছে বিক্রেতাদের। বৃষ্টির ঠেলায় যাঁদের শপিংয়ে বেরোনো হয়নি, তাঁরা এদিন রোদ পড়তেই বাজারমুখী হয়েছেন। সেবক রোডের একটি শপিং মলের সামনে তো বিকেলেই ভিড়ে ভিড়াক্কার অবস্থা। নানা রংয়ের এলইডি আলো আর পুজোর সাজ মিলেমিশে একাকার। শপিং সেরে মুখে ফুচকা পুরতে ব্যস্ত ছিলেন কলেজ পড়ুয়া অনামিকা দাস। কথায় কথায় বললেন, 'অনলাইনে কিছু জিনিস কিনে রেখেছিলাম আগেই। আর কিছু কেনাকাটা বাকি ছিল, সেগুলে সেরে নিলাম। আবার যদি বৃষ্টি নামে!'

একদিকে, আরজি কর ইস্যুতে 'উৎসবে না', অন্যদিকে, কয়েকদিনের টানা বৃষ্টি- দুইয়ের জাঁতাকলে খানিক হলেও পণ্ড হয়েছে পুজোর বাজার। মহালয়ার আগে শেষ রবিবারের বাজারের ছবি দেখে অবশ্য বোঝার উপায় ছিল না, বাঙালি আদৌ উৎসবে নেই। এরপর দশের পাতায়

ভিড় বাজারে

- আরজি কর ইস্যু এবং বৃষ্টির জেরে প্রভাব পড়েছিল পুজোর বাজারে
- রবিবার রবির কিরণ ছড়িয়ে পড়তেই ভিড় বাজারে
- শপিং মল থেকে বাজার, সর্বত্রই ভিড় ঠেলে কেনাকাটা করতে হয়েছে
- মাস পড়লে বেতন ঢুকলে বাজার আরও জমবে বলে দাবি ব্যবসায়ীদের

যোজনা

বিশৃঙ্খল তৃণমূলে বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

রন্তিদেব সেনগুপ্ত

সম্প্রতি দেখলাম, তৃণমূল কংগ্রেস তাদের দুই যুব-ছাত্র নেতা-নেত্রীকে ছাত্র পরিষদ থেকে সাসপেন্ড করেছে। কেন? কারণ, তাঁরা ডাক্তারি ছাত্রীর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে একটি চলচ্চিত্র নির্মাণ করেছেন এবং সেই চলচ্চিত্রটি মুক্তির অপেক্ষায়। তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্ব মনে করছে, বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর এবং তা নিয়ে চলচ্চিত্র নির্মাণ দল কখনও মেনে নিতে পারে না। এই চলচ্চিত্র নির্মাণের সঙ্গে দলের কোনও সম্পর্ক নেই এমনটিও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

যে দুজন ছাত্র-যুব নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে, তাঁরা হলেন রাজন্যা হালদার এবং প্রান্তিক চক্রবর্তী। এই দুই নেতা-নেত্রী যে অতীতে দলবিরোধী কোনও কাজ করেছেন এমন অভিযোগ কিন্তু নেই। এমনকি দলের ঘোষিত নীতির বাইরে গিয়ে কোনও কথা বলেছেন, এরকমও কোনও নজির নেই। যে চলচ্চিত্রটিকে কেন্দ্র করে এই সিদ্ধান্ত, সেই চলচ্চিত্রে তাঁরা দলবিরোধী কিছু দেখিয়েছেন তা-ও কিন্তু তৃণমূল নেতৃত্ব বলতে পারছে না। এটা ঠিক, বিষয়টি স্পর্শকাতর। কিন্তু ব্যাস, ওই পর্যন্তই।

এই রকম স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে তৃণমূল সুপ্রিমোর নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও তৃণমূলের বেশ কয়েকজন নেতা-মন্ত্রী, এমএলএ, এমপি বিতর্কিত মন্তব্য করেছেন। এরপর দশের পাতায়

কাশ্মীরে গিয়ে ১ মাস নিখোঁজ বাঙ্গীটোলার শ্রমিক

তনয়কুমার মিশ্র

মোথাবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : কাশ্মীরে কাজ করতে গিয়ে নিখোঁজ কালিয়াচক-২ ব্লকের বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের সকুল্লাপুরের এক শ্রমিক। ওই শ্রমিকের নাম অমর চৌধুরী। পেশায় মৎস্যজীবী। কিন্তু গঙ্গায় জল বেড়ে যাওয়ায় মাছের উৎপাদন কমে গিয়েছে বলে দাবি। ফলে আরও কয়েকজনের সঙ্গে ২১ অগাস্ট তিনি কাশ্মীরে কাজের সন্ধানে পাড়ি দেন। ২৩ অগাস্ট সকলে কাশ্মীরে পৌঁছান। বাকিরা পৌঁছে গেলেও সেখানে নাকি অমর চৌধুরীর কোনও হদিস পাওয়া যাচ্ছিল না। এরপর মুন্সি বাপের চৌধুরী বিষয়টি ফোন করে ওইদিনই অমরবাবুর স্ত্রীকে জানান। এক মাস ধরে তাঁর কোনও সন্ধান না পেয়ে স্বভাবতই উদ্বেগে রয়েছেন পরিবার ও আত্মীয়স্বজনরা।

টেলিফোনের মাধ্যমে গ্রামের বাসিন্দা অজয় চৌধুরী জানান, 'আমরা সকলেই পেশায় মৎস্যজীবী। এসময় গঙ্গায় জল বেড়ে গেলে মাছ চাষ কমে যায়। তাই আমরা ভিনরাজ্যে কাজে যাই। ২৫ অগাস্ট আমরা জম্মু-কাশ্মীরে পৌঁছাই। পৌঁছানোর পর থেকেই অমরকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। জম্মু-কাশ্মীরের স্থানীয় থানায় ও তাঁর পরিবারকে বিষয়টি জানানো হয়েছে।' পরিবারের স্ত্রী শান্তি চৌধুরী ছাড়াও রয়েছে দুই মেয়ে, এক ছেলে। অমরের নিরুদ্দেশে সবচেয়ে বিপদে পড়েছেন তাঁর স্ত্রী শান্তি চৌধুরী।'

নিখোঁজ শ্রমিকের স্ত্রী শান্তি চৌধুরীর বক্তব্য, 'এক মাস ধরে স্বামীর কোনও খোঁজ নেই। আমার স্বামী গঙ্গায় মাছ ধরত। তাতেই সংসার চলত। বর্তমানে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে সেও সেখানে চলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও ফোন করেনি। এক মাস ধরে আমরা চরম সংকটে রয়েছি। দু'বেলা ভালো করে খেতে পাচ্ছি না।'

> বর্তমানে মাছের উৎপাদন কমে যাওয়ায় গ্রামের কয়েকজনের সঙ্গে সেও সেখানে চলে যায়। কিন্তু তারপর থেকে আর কোনও ফোন করেনি।
>
> **-শান্তি চৌধুরী**
> **নিখোঁজ শ্রমিকের স্ত্রী**

সম্প্রতি মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকারই এক শ্রমিক হায়দরাবাদে কাজ করতে গিয়ে খুন হয়েছে বলে অভিযোগ ওঠে। তারপর আরেক শ্রমিকের নিরুদ্দেশ হওয়ার ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোটা মোথাবাড়ি বিধানসভা এলাকায়।

তবে সবথেকে আশ্চর্যের বিষয়, এসম্পর্কে নাকি কিছুই জানেন না বাঙ্গীটোলা অঞ্চলের প্রধান মহিদুর ইসলাম। তাঁর দাবি, 'বিষয়টি আমার জানা নেই। ওদের পরিবার থেকে আমাদের কিছুই জানায়নি। তবে আমি খোঁজ নিয়ে দেখছি। সম্ভব হলে পঞ্চায়েত থেকে ওই পরিবারকে বিশেষ সাহায্যের চেষ্টা করব।'

ক্ষতচিহ্ন নেই, মৃত্যুর কারণ নিয়ে ধন্দে বন দপ্তর

দলগাঁওয়ে হস্তীশাবকের দেহ

শান্ত বর্মন

জটেশ্বর, ২৯ সেপ্টেম্বর : দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনে ডিমডিমা নদীর পাড়ে একটি হস্তীশাবকের দেহ মিলল। রবিবার নদীর পাড়ে হস্তীশাবকের দেহ মেলায় দলমণি ডিভিশনে আতঙ্ক ছড়িয়েছে। খবর পেয়ে বন দপ্তর ঘটনাস্থলে পৌঁছে হস্তীশাবকের দেহ উদ্ধার করে। প্রায় সাতদিন বয়সি ওই শাবকের দেহে কোনও গভীর ক্ষতচিহ্ন নেই। গোটা শরীর জল কাদামাখা অবস্থায় ছিল। বন দপ্তরের দলগাঁও বিটের রেঞ্জ অফিসার ধনঞ্জয় রায় বলেন, 'হাতির পাল জঙ্গল ছেড়ে নদীর অপর পাড়ে চলে যায়। ফিরে আসার সময় একটি বাঁধে হস্তীশাবকটি আটকে যায়। বাকি হাতিগুলি তখন শাবকটিকে টেনে তোলার চেষ্টা করে। শাবকটির গায়ে মাটি ও আঁচড়ের দাগ রয়েছে। হয়তো উঁচু বাঁধে উঠতে গিয়ে শাবকটিকে নিয়ে টানা হ্যাঁচড়ায় সেটির মৃত্যু হয়েছে। তবে মৃত্যুর প্রকৃত কারণ ময়নাতদন্তের পর জানা যাবে।'

দলগাঁও চা বাগানের দলমণি ডিভিশনে মৃত হস্তীশাবক। রবিবার।

স্থানীয় সূত্রে খবর, দলগাঁও জঙ্গলে বেশ কয়েকদিন ধরে একটি হাতির পাল আশ্রয় নিয়েছে। সেই হাতির পাল থেকে একটি মা হাতি কয়েক সপ্তাহ আগে সন্তান প্রসব করে। সেই হস্তীশাবকটি সহ পালটি জঙ্গল লাগোয়া এলাকায় এদিক সেদিক ঘোরাফেরা করলেও কোনও বিপদ ঘটেনি। শনিবার রাতে চা মহল্লার বাসিন্দারা দলমণি ডিভিশনের বিভিন্ন লাইনে হাতির পাল ঘোরাফেরা করার শব্দ পান। স্থানীয় বাসিন্দা সাধন পালের কথায়, 'দলগাঁও চা বাগানে একপাল হাতি রয়েছে। হাতির পালটি নদী পেরিয়ে আসার পর শাবকটি উঁচু বাঁধে উঠতে সমস্যায় পড়ে। অনেকে সেই দৃশ্য দেখেছিলেন। কিন্তু কেউ কাছে যাওয়ার সাহস পাননি।'

রবিবার সকালে ডিমডিমা নদীর পাড়ে হস্তীশাবকটিকে স্থানীয়রা মৃত অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন। স্থানীয় রাজবীর ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'হাতির পাল দলগাঁও জঙ্গলে ঢুকে আছে। জঙ্গলের চারদিকে গ্রাম হানা দিয়ে আবার জঙ্গলে ঢুকে যায়। এরকম ঘটনা ঘটবে কল্পনা করতে পারছি না।' খবর দেওয়া হয় দলগাঁও রেঞ্জে। খবর পেয়ে বনকর্মীরা এসে মৃত হস্তীশাবকটিকে ময়নাতদন্তের জন্য নিয়ে যান। আরেক বাসিন্দা কৃষ্ণা কুজুর জানান, এদিন সকালে বাড়ির পশ্চিমদিকে হাতির পালটিকে চিৎকার করতে শোনা যায়। জঙ্গলে যেতেই হস্তীশাবকটিকে পড়ে থাকতে দেখা যায়। অনেক উঁচু বাঁধ পাড় হয়ে জঙ্গলে আসতে না পারায় এমন ঘটনা হতে পারে।

হস্তীশাবকটির মৃত্যুকে ঘিরে নানা জল্পনা তৈরি হয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, শনিবার ডিমডিমা নদীতে পলি ডিঙিয়ে জঙ্গলে ফেরার সময় হস্তীশাবকটির অনেক কষ্ট হয়। জঙ্গলে ফেরার পর ডিমডিমার উঁচু বাঁধে উঠতে না পেরে হাতির পাল শাবকটিকে টেনেহিঁচড়ে তোলার চেষ্টা করে। যা শাবকটি সহ্য করতে পারেনি। বন দপ্তরও সেই সন্দেহের উপর সিলমোহর দিয়েছে। বন দপ্তরের অনারারি ওয়ার্ডেন সীমা চৌধুরীর মন্তব্য, 'হস্তীশাবকটি দুর্বল। সে উঠতে না পেরে মৃত্যু মুখে পড়ে যায়। অন্য কোনও কারণে শাবকটির মৃত্যু হলে হাতির পাল সেখানে দাঁড়িয়ে থাকত।'

১১ বছর পর মুক্তি বাংলাদেশ থেকে

শতাব্দী সাহা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৯ সেপ্টেম্বর : নিখোঁজ হয়েছিলেন ১১ বছর আগে। পুনরায় নিজের প্রিয়জনকে জীবিত অবস্থায় দেখার আশা ছেড়েই দিয়েছিলেন পরিবারের সদস্যরা। অবশেষে কারামুক্ত হয়ে বাংলাদেশ থেকে ভারতে ফিরলেন বিহারের নালন্দার হরনৌথের বাসিন্দা সেই সিতাবলাল প্রসাদ।

রবিবার চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন চেকপোস্টের মাধ্যমে বাংলাদেশের বিজিবি ও পুলিশ তাঁকে ভারতীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দেয়। উপস্থিত ছিলেন চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশন দপ্তরের ওসি সুরজিৎ বিশ্বাস ও বিএসএফের আধিকারিকরা। সিতাবকে বাড়ি ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এদিন চ্যাংরাবান্ধায় এসেছিলেন তাঁর ভাই পিন্টু প্রসাদ, শ্যালক পিন্টু কুমার সহ অন্য আত্মীয়রা। পিন্টু কান্নাভেজা গলায় বলেন, 'ভাইকে জীবিত দেখতে পাব কোনওদিন ভাবতে পারিনি। বাড়িতে ওর বৌ, দুই ছেলে আছে। আমরা খুব গরিব।' পিন্টু জানান, তাঁর ভাই মানসিক ভারসাম্যহীন। কুণ্ডবাপোখরে সিতাবের শ্বশুরবাড়ি। সেখান থেকে এগারো বছর আগে আচমকাই উধাও হয়ে যান তিনি। তারপর কীভাবে বাংলাদেশে চলে গিয়েছিলেন সেই ব্যাপারে পরিবারের কেউই কিছু জানেন না। শেষ ১১ বছরে পরিবারের তরফে তাঁর সন্ধানে সবরকম চেষ্টা করা হয়েছিল। তারপর সব আশা যখন ছেড়ে দিয়েছিলেন পিন্টুরা, ঠিক তখনই পুলিশের কাছ থেকে সিতাবের সন্ধান আসে।

বাড়ির পথে

বিহার থেকে ট্রেনে এনজেপি হয়ে সম্ভবত হলদিবাড়ি হয়ে মানিকগঞ্জ খোলা সীমান্ত দিয়ে বাংলাদেশের পঞ্চগড় চলে যান তিনি। তারপর স্থানীয় থানার পুলিশ সিতাবকে আটক করেন। পরবর্তীতে তাঁকে লালমণিরহাটের সংশোধনাগারে স্থানান্তরিত করা হয়। ওখানে সিতাব নিজের জেলা, পোস্ট অফিসের নাম বলতে পারায় লালমণিরহাট সংশোধনাগারের থেকে তাঁর একটি ভিডিও চ্যাংরাবান্ধা ইমিগ্রেশনে পাঠানো হয়। তারপর বিহারের পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে বাড়ির লোককে খবর দেওয়া হয়।

বাঙালি শুনেই মার, টাকাপয়সা ছিনতাই

মালদার শ্রমিক নিগৃহীত ওড়িশায়

সৌরভকুমার মিশ্র

হরিশ্চন্দ্রপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ওড়িশায় বাঙালি নিগ্রহ অব্যাহত। এবার হরিশ্চন্দ্রপুরের এক পরিযায়ী শ্রমিককে নিগ্রহের অভিযোগ উঠেছে সেই রাজ্যে। নিগৃহীত শ্রমিকের নাম তারিকুল ইসলাম (৩০)। বাড়ি হরিশ্চন্দ্রপুর-২ ব্লকের তালগাছি এলাকায়। তিনি দীর্ঘদিন ধরেই সেই রাজ্যের কিশানগর থানা এলাকায় ফেরিওয়ালার কাজ করেন। এলাকার আরও কয়েকজন শ্রমিকের সঙ্গে ঘর ভাড়া নিয়ে থাকতেন। তারিকুলের পরিবারের সদস্যরা জানিয়েছেন, রবিবার সারাদিন মনিহারি সামগ্রী ফেরি করে রাতে মোটরবাইক চালিয়ে সেখানকার বুধনালি এলাকা থেকে কিশাননগর ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় জাতীয় সড়কে কয়েকজন মদ্যপ দুষ্কৃতী তাঁর পথ আটকায়। তারা তারিকুলের পরিচয় জিজ্ঞেস করে। যখন জানতে পারে তাঁর বাড়ি পশ্চিম বাংলায়, তখনই তাঁকে বেধড়ক মারধর করা হয়। এমনকি বলা হয়, তিনি বাংলাদেশি মুসলিম। পরিচয় লুকিয়ে সেখানে ব্যবসা করছেন। ওই দুষ্কৃতীরা তারিকুলের সঙ্গে থাকা সমস্ত টাকা-পয়সা ছিনিয়ে নেয়। তাদের হাত থেকে কোনওরকমে ছাড়া পেয়ে দৌড়ে জাতীয় সড়কের পাশে থাকা জঙ্গলে লুকিয়ে পড়েন তারিকুল। তাঁর সঙ্গে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাও পালিয়ে যান। সতীর্থ শ্রমিকরা গতকাল রাতেই এই ঘটনা জানিয়ে কিশাননগর থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ তল্লাশি চালিয়ে রবিবার সকালে একটি জঙ্গল থেকে তারিকুলকে উদ্ধার করে। বর্তমানে তিনি সেখানকার একটি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। দুষ্কৃতীদের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে কিশাননগর থানার পুলিশ।

তারিকুলের বৃদ্ধ বাবা আতিকুর ইসলাম জানান, 'সংসার টানতে ছেলে বাইরে ফেরিওয়ালার কাজ করতে গিয়েছে। কিন্তু সেখানে যে এভাবে তাকে হামলার মুখে পড়তে হবে, তা কখনও ভাবতে পারিনি। ছেলেকে ওখান থেকে বাড়ি চলে আসতে বলেছি। আগে ও প্রাণে বাঁচুক। তারপর ব্যবসা দেখা যাবে।'

ফোনে তারিকুলের এক সতীর্থ শ্রমিক জানিয়েছেন, 'আমরা এখানে আজেবাজে জিনিসপত্র ফেরি করি। ঘরভাড়া করে একসঙ্গেই থাকি। গতকাল রাতে তারিকুলকে বেধড়ক মারধর করেছে এলাকারই কিছু দুষ্কৃতী। ওর মোটরবাইকটিও দুষ্কৃতীরা ভেঙে দিয়েছে। বাইকটি এখন স্থানীয় থানায় রয়েছে। আমরা পেটের দায়ে এখানে ব্যবসা করি। কিন্তু বাইরে কাজ করতে এসে বারবার হামলার মুখে পড়ছি।'

হঠাৎ মৃত্যু রুখতে কার্যকরী সিপিআর

ডাঃ অভিজিৎ বাগচী (এমডি, ডিএম কার্ডিওলজি)

দুনিয়াজুড়ে 'সাডেন ডেথ' বা 'হঠাৎ মৃত্যুর' প্রকোপ বাড়ছে। আমাদের দেশে যত মানুষ মারা যায় তার ১০ শতাংশই এর শিকার।

কী এই হঠাৎ মৃত্যু? অসুস্থ হওয়ার এক ঘণ্টার মধ্যে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লে তাকে সাডেন ডেথ বলা হয়ে থাকে। পূর্বব্যস্ক মানুষের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ঠ মৃত্যু হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যার কারণে এই হঠাৎ মৃত্যুর শিকার হন। আর হৃদযন্ত্রজনিত সমস্যা বলতে হার্ট অ্যাটাক বা পুরোনো কোনও হার্ট অ্যাটাকের জেরে হৃদযন্ত্রের স্বাভাবিক ছন্দ ব্যাহত হয়ে অঙ্গটির কাজে বাধা। হৃদযন্ত্রের সমস্যা ছাড়া পূর্ণবয়স্ক মানুষের মধ্যে সেভাবে অন্য কোনও কারণে হঠাৎ মৃত্যুর তেমন নজির নেই। হৃদযন্ত্রজনিত এই হঠাৎ মৃত্যু ঠেকাতে সিপিআর (কার্ডিও-পালমোনারি রিসাসিটেশন) ইতিমধ্যেই কার্যকরী বলে প্রমাণিত হয়েছে। আজকাল দুনিয়াজুড়ে যেভাবে হার্টের সমস্যা বাড়ছে তাতে সবার জন্যই সিপিআর বিষয়টি জেনে রাখা প্রয়োজন।

রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়া ব্যাহত হলে শরীরের গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গগুলি প্রভাবিত হয়ে চিরতরে নষ্ট হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা থাকে। তা যাতে না হয় সেজন্য সিপিআরের মাধ্যমে জরুরি পরিস্থিতিতে বিকল্প ব্যবস্থায় শরীরের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গে রক্ত সঞ্চালন প্রক্রিয়াকে চালু রাখা হয়। এতে হাতে কিছুটা সময় পাওয়া যায়। অসুস্থ ব্যক্তির চিকিৎসা শুরুর জন্য হাতে বাড়তি এই সময় মেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়া কোনও ব্যক্তির ওপর কমপ্রেশন প্রক্রিয়া চালু করতে হলে তাঁকে শক্ত কোথাও শুইয়ে দিতে হবে। যিনি সিপিআর দেবেন তাঁকে হাঁটু গেড়ে অসুস্থ ব্যক্তির কাঁধের পাশে বসতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির বুকের ঠিক মাঝখানে হাতের তালুর নীচের অংশটি রাখতে হবে আর হাতের ওই অংশের ঠিক পিছনে আরেকটি হাত রাখতে হবে। অসুস্থ ব্যক্তির বুকের ওপর যাতে দুই ইঞ্চি চাপ পড়ে সেইমতো শরীরের ওজন দিয়ে দুটি হাতের সাহায্যে সমানে চাপ দিয়ে যেতে হবে। মিনিটে ছন্দবদ্ধভাবে ১০০-১২০ বার চাপ দিতে হবে। হার্ট যাতে তাড়াতাড়ি নিজের কাজ শুরু করতে পারে সেজন্য প্রতিটি চাপের মধ্যে সামান্য সময়ের নির্দিষ্ট ব্যবধান রাখা প্রয়োজন। যাঁরা চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত তাঁদের ক্ষেত্রে কাউকে সিপিআর দেওয়ার সময় এয়ারওয়ে আর ব্রিথিং প্রক্রিয়াটি সহজ হয়। কিন্তু যাঁরা চিকিৎসা পরিষেবার সঙ্গে যুক্ত নন তাঁদের ক্ষেত্রে এই কমপ্রেশন পদ্ধতিটি বেশ কার্যকরী প্রমাণিত হয়েছে। জীবন দানের থেকে বড় কাজ জীবনে আর কিছুই হতে পারে না। তাই আমরা এই সিপিআরের বিষয়ে যত বেশি অবগত হব ততই সবার জন্য ভালো। আজকাল বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন ও হাসপাতালের তরফে সিপিআর কর্মশালার আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে শামিল হয়ে এই প্রক্রিয়াটি হাতে-কলমে শিখে নিলে কাজের কাজ হবে। সবাইকে ভালো রাখাটা অনেকটাই সহজ হবে।

(লেখক- নেওটিয়া গেটওয়েল মাল্টিস্পেশালিটি হসপিটালের ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজি কনসালট্যান্ট)

পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ২৪ কোটি বরাদ্দ উত্তরে

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় প্রতিনিধিদল উত্তরবঙ্গ পরিদর্শনে রয়েছে। সেইসময় কেন্দ্রীয় সরকারের তরফে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতে পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের বরাদ্দ টাকা পাঠানো হল। রাজ্য পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের মাধ্যমে প্রতিটি গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি এবং জেলা পরিষদগুলির নিজ নিজ অ্যাকাউন্টে টাকা পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ক প্রশিক্ষণ। জলপাইগুড়ির রানিনগরে।

২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের জন্য প্রথম কিস্তির এই টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে। উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলা পরিষদ এবং একটি মহকুমা পরিষদকে মোট ২৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পাঠানো হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে দেওয়া হয়েছে মোট ২২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি সীমা চৌধুরী বললেন, 'এই টাকা আনটায়েড ফান্ড হিসেবে দেওয়া হয়েছে। রাস্তা, পথবাতি, কালভার্ট, স্যানিটেশন, পানীয় জলের মতো পরিকাঠামো উন্নয়নের পাশাপাশি এই টাকা দিয়ে অফিস রক্ষণাবেক্ষণের কাজও করা যাবে।' পঞ্চায়েত সমিতিগুলির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পেয়েছে মালদার ১৫টি পঞ্চায়েত সমিতি, মোট সাড়ে ৫ কোটি টাকা। সবচেয়ে কম পেয়েছে কালিম্পংয়ের ৪টি পঞ্চায়েত সমিতি, মোট ৪২ লক্ষ টাকা। আলিপুরদুয়ারের ছয়টি পঞ্চায়েত সমিতিকে মোট ২ কোটি ১২ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে। কোচবিহারের ১২টি পঞ্চায়েত সমিতির খাতে পড়েছে মোট সাড়ে চার কোটি টাকা। উত্তর দিনাজপুরের নয়টি পঞ্চায়েত সমিতি এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের আটটি পঞ্চায়েত সমিতিকে যথাক্রমে ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা এবং ২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে। দার্জিলিং এবং জলপাইগুড়ির নয়টি করে পঞ্চায়েত সমিতি রয়েছে। দার্জিলিং পেয়েছে ১ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা এবং জলপাইগুড়ি ৩ কোটি টাকা। উত্তর দিনাজপুর এবং দক্ষিণ দিনাজপুরের জেলা পরিষদ যথাক্রমে ৪ কোটি ২০ লক্ষ টাকা এবং ২ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা করে পেয়েছে। জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ ৩ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা পেয়েছে। মালদা জেলা পরিষদকে সবচেয়ে বেশি টাকা দেওয়া হয়েছে ৫ কোটি ৬২ লক্ষ টাকা। শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদকে ২ কোটি ১৫ লক্ষ টাকা দেওয়া হয়েছে।

> **হিসেব**
>
> ■ উত্তরবঙ্গের সাতটি জেলা পরিষদ এবং একটি মহকুমা পরিষদ পেয়েছে মোট ২৪ কোটি ৩১ লক্ষ টাকা
>
> ■ উত্তরবঙ্গের আট জেলার পঞ্চায়েত সমিতিগুলিকে দেওয়া হয়েছে মোট ২২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকা
>
> ■ এই টাকা আনটায়েড খাতে রাস্তা, স্যানিটেশন, পথবাতি, কালভার্টের মতো পরিষেবার ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হবে

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গজুড়ে ত্রিস্তরীয় পঞ্চায়েতগুলিকে কী করে ২০২৪-'২৫ অর্থবর্ষের উন্নয়ন পরিকল্পনা করা যায়, সেই বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। এবার নয়টি বিষয়কে মাথায় রেখে উন্নয়ন পরিকল্পনা নেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

বোনাস জট ক্ষুদ্র বাগানে

জলপাইগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের ক্ষুদ্র ও প্রোজেক্ট চা বাগানের পুজো বোনাসের হার নিয়ে জটিলতা বাড়ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের বোনাসের হার নির্ধারণের জন্য সোমবার জলপাইগুড়িতে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ডাকা হয়েছে। বৈঠকের আগেই বোনাসের হার নিয়ে মালিকপক্ষ এবং শ্রমিকপক্ষের মধ্যে দড়ি টানাটানি শুরু হয়েছে। সোমবার আইটিপিএ ভবনে প্রোজেক্ট চা বাগানের বোনাসের হার নির্ণয়ের জন্য দ্বিতীয় দফায় বৈঠক আহ্বান করা হয়েছে।

ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সাধারণ সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী জানিয়েছেন, তাঁরা বোনাস দিতে অক্ষম। আলোচনার ভিত্তিতে অনুদান দিতে পারেন মাত্র। তৃণমূল চা শ্রমিক ইউনিয়নের নেতা হারাধন দাস বলেন, 'মালিকপক্ষের প্রস্তাব কোনওভাবেই গ্রহণ করবেন না।'

কর্মখালি

বেতন 12,500/-+, PF, ESI বিভিন্ন কোম্পানিতে লোক নেওয়া হচ্ছে সিকিউরিটি গার্ডে। থাকা ফ্রি, খাওয়া সেম, মাসে ছুটি আছে। M : 8653710700. (C/112482)

বিক্রয়

অতি সত্বর উত্তর সাটিমারী গ্রামে মোট 42 কাঠা জমি বিক্রয় হবে। যোগাযোগ - M : 8906979588. (B/S)

অ্যাফিডেভিট

আমি Tarique Anwar, মাদ্রাসা বোর্ডের মাধ্যমিক শংসাপত্রে আমার পিতার নাম ভুল আছে। গত 23.09.24 তারিখে ইসলামপুর E.M. কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Golam Mostafa এবং Golam Mustafa এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হল। (C/112797)

আমি অনামিকা বণিক, স্বামী উত্তম বণিক, নিউ ক্রান্তি, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি, গত 26.7.24 তারিখে মালবাজার এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে অনামিকা বণিক, অনামিকা দাস এবং অনামিকা বণিক (দাস) একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইলাম। (S/C)

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সর্বসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, গত ০২.০৯.২০২৪ থেকে ১০.০৯.২০২৪ পর্যন্ত বালুরঘাট পৌরসভার প্রতিটি ওয়ার্ডে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার ও ইনস্যানিটারী ল্যাট্রিন বিষয়ক সার্ভের কাজ হয়েছে। উক্ত সমীক্ষায় কোনো ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জার এবং কোনো ইনস্যানিটারী ল্যাট্রিন পাওয়া যায়নি। এই ব্যাপারে ১২/০৯/২০২৪ থেকে ২৬/০৯/২০২৪ তারিখের মধ্যে পৌরসভাতে কোনো দাবি ও আপত্তি লিখিতভাবে জমা পরেনি। এমতাবস্থায় বালুরঘাট পৌরসভাকে ম্যানুয়েল স্ক্যাভেঞ্জারবিহীন এবং ইনস্যানিটারী ল্যাট্রিনবিহীন পৌরসভা ঘোষণা করা হল।

স্বাঃ/-
কার্যনির্বাহী আধিকারিক
বালুরঘাট পৌরসভা

আজ টিভিতে

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রান্নাঘর, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ আনন্দী, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৩০ মিঠিঝোরা, ১০.১৫ মালা বদল

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ দুই শালিক, সন্ধ্যা ৬.০০ তেঁতুলপাতা, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ রাঙামতি তীরন্দাজ, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.০০ ইন্দ্রাণী, সন্ধ্যা ৬.০০ রাম কৃষ্ণা, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ ফেরারি মন, ৮.০০ শিবশক্তি, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ মধুর হাওয়া, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-বউচুরি, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৭.০০ বসু পরিবার, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে, ৮.৩০ দেবীবরণ, রাত ৯.০০ অনামিকা

হারিয়ে যাওয়া যমজ বোনের গল্প - শুরু হচ্ছে **দুই শালিক**- সোম থেকে রবি বিকেল ৫.৩০ মিনিটে

অদম্য তার প্রতিভা, অব্যর্থ তার নিশানা। শুরু হচ্ছে **রাঙামতি তীরন্দাজ**- সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিটে ধারাবাহিক দু'টি **স্টার জলসায়**

শুরু হচ্ছে **কোন সে আলোর স্বপ্ন নিয়ে** সোম থেকে রবি রাত ৮টায়

মায়ের হাতের রান্না যেমন, রান্নাঘরের কদর তেমন। শুরু হচ্ছে **রান্নাঘর** সোম থেকে শনি বিকেল ৪.৩০ মিনিটে **জি বাংলায়**

শুরু হচ্ছে **দেবীবরণ** সোম থেকে রবি রাত ৮.৩০ মিনিটে। ধারাবাহিক দু'টি **সান বাংলায়**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ মহাপীঠ তারাপীঠ, দুপুর ১.০০ বিদ্যাস, বিকেল ৪.২০ হাঙ্গামা, সন্ধ্যা ৭.৩০ দেবা, রাত ১০.৫৫ রাখী পূর্ণিমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অন্নদাতা, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ কর্তব্য, সন্ধ্যা ৭.০০ শ্বশুরবাড়ি জিন্দাবাদ, রাত ১০.০০ সূর্য

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.০০ প্রভারক ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চলচিত্র

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অধিকার

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসার জন্যে আজ সারাদিন প্রবল ব্যস্ততায় থাকতে হবে। বাবার শারীরিক সমস্যা কাটবে। **বৃষ :** আজ যানবাহন খুব সতর্কভাবে চালাবেন। নতুন বন্ধুকে বেশি বিশ্বাস করতে যাবেন না। **মিথুন :** পেটের অসুখে ভোগান্তি। পুরোনো কোনও বন্ধুকে কাছে পেয়ে আনন্দ। প্রেমে শুভ। **কর্কট :** হঠাৎ নতুন কোনও চাকরিতে যাওয়ার সিদ্ধান্ত। সন্তানের জন্যে প্রচুর অর্থব্যয়। **সিংহ :** অন্যায়ের বিরোধিতা করে সমস্যায়। প্রেমের সঙ্গীকে নিজের থেকে সব কথা খুলে বলতে পারেন। **কন্যা :** পড়াশোনার জন্যে বিদেশ যাওয়ার স্বপ্ন সার্থক হবে। ব্যবসার জন্যে বেশ কিছু ঋণ হতে পারে। **তুলা :** অভিনয় ও সংগীতশিল্পীরা নতুন কোনও সুযোগ পেতে পারেন। বেশি কথা বলে বিপদে। **বৃশ্চিক :** চাকরির জন্যে দূরে যাওয়ার প্রস্তাব পেতে পারেন। ভাইয়ের সঙ্গে সম্পত্তি নিয়ে মতপার্থক্য। **ধনু :** বারবার যে কাজ শুরু করেও শেষ করতে পারেননি, সেই কাজ আজ শুরু করুন। **মকর :** দূরের কোনও বন্ধু উপহার পাঠাতে পারে। আজ বেশি কোনও কথা বলে সমস্যায় পড়বেন। **কুম্ভ :** ব্যবসায় কর্মচারী নিয়ে সমস্যা মিটবে। বস্ত্র ও রত্ন ব্যবসায়ীরা বেশ লাভবান হবেন। **মীন :** সর্দিকাশিতে ভুগতে হবে। পুজোআচ্চার আয়োজনে বাড়িতে অতিথি সমাগম।

দিনপঞ্জিকা

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১৩ আশ্বিন, ১৪৩১, ভাঃ ৮ আশ্বিন, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৪, ১৩ আহিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন বদি, ২৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।৩১, অঃ ৫।২৪। সোমবার, ত্রয়োদশী রাত্রি ৭।১৯। মঘানক্ষত্র দিবা ৮।৪। শুভযোগ রাত্রি ৩।৩০। গরকরণ দিবা ৬।৩৭ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।১৯ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে-সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা, দিবা ৮।৪ গতে নরগণ বিংশোত্তরী শুক্রের দশা। মৃতে-দোষ নাই। যোগিনী-দক্ষিণে, রাত্রি ৭।১৯ গতে পশ্চিমে। কালবেলাদি ৭।০ গতে ৮।২৯ মধ্যে ও ২।২৬ গতে ৩।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ৯।৫৭ গতে ১১।২৮ মধ্যে। যাত্রা-নাই, দিবা ৮।২৯ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, দিবা ৩।৫৫ গতে দক্ষিণেও নিষেধ, রাত্রি ৭।১৯ গতে মাত্র পূর্বে নিষেধ। শুভকর্ম-দীক্ষা, দিবা ৭।০ মধ্যে (অতিরিক্ত গাত্রহরিদ্রা) নবশষ্যান্নপ্রাশনদুপণ্যোগ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ, দিবা ৮।২৯ গতে বিক্রয়বাণিজ্য বৃক্ষাদিরোপণ কুমারীনাসিকাবেধ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ৭।১৯ গতে প্রায়শ্চিত্ত নিষেধ। অদ্য হইতে অমাবস্যা পর্যন্ত শ্রীশ্রীদেবীর ধুনন যাত্রা। দিবা ৮।৪ মধ্যে গজচ্ছায়াযোগ তন্মধ্যে মঘাত্রয়োদশী শ্রাদ্ধ (পুত্রবান ব্যক্তির পিণ্ডদান নিষেধ)। পূর্বাহ্ণ ৯।২৯ মধ্যে (কিন্তু কালবেলানুরোধে দিবা ৭।০ মধ্যে) পুনঃ দিবা ৮।২৯ গতে পূর্বাহ্ণ মধ্যে) শ্রীশ্রীশারদীয়া দুর্গাদেবীর কৃষ্ণাত্রয়োদশীবিহিত পূজা প্রশস্ত। ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা শিবনাথ শাস্ত্রীর প্রয়াণ দিবস ও যোগীরাজ শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের আবির্ভাব দিবস। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৯ মধ্যে ও ৮।৪১ গতে ১০।৫৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৩৭ গতে ১০।৫৭ মধ্যে ও ২।১৭ গতে ৩।৭ মধ্যে।

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

জমি দখল প্রমাণিত, তবু চুপ প্রশাসন

পানিট্যাঙ্কির লিজ কেলেঙ্কারি

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : পানিট্যাঙ্কিতে প্রায় সাড়ে ১১ বিঘা সরকারি জমি দখল করেছে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। জেলা প্রশাসনের জমি জরিপে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। কিছুদিন ধরেই ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কিতে অতিরিক্ত জমি দখল করে বাজার তৈরির জন্য কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করে দেওয়ার অভিযোগ উঠছিল। তার ভিত্তিতেই শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি সহ অন্য আধিকারিকদের উপস্থিতিতে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর জমি জরিপ করে। সেই জমি জরিপের রিপোর্টেই জমি দখলের তথ্য মিলেছে বলে সভাধিপতি অরুণ ঘোষ জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন, 'আমরা বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখছি। আইন মেনে পদক্ষেপ করা হবে।'

পানিট্যাঙ্কিতে বারবার চা বাগানের লিজে থাকা সরকারি জমি দখল করে বাজার তৈরি হয়েছে। সেই বাজারে লক্ষ লক্ষ টাকার বিনিময়ে এক একটি প্লট বিক্রি করেছে জমি সিন্ডিকেট। এভাবে কয়েকশো কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে এই এলাকায়। বিশেষ করে সুদর্শন চা বাগানের লিজে থাকা জমিতেই বারবার দখলদারি চালিয়েছে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন। উত্তরবঙ্গ সংবাদে ধারাবাহিকভাবে এই জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হওয়ার পর ২০২০ সালে ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তর চা বাগানের কাছ থেকে নিয়ে মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনকে ৭.৯২ একর জমি লিজ দেয়। কিন্তু পরবর্তীতে দেখা যায়, লিজ বহির্ভূত আরও প্রচুর জমি দখল করে ওই ব্যবসায়ী সিন্ডিকেট প্লট করে বিক্রি করে দিয়েছে। সেখানে দোকানঘরও উঠে গিয়েছে। বারবার এই অভিযোগ ওঠার পর গত বছর সেপ্টেম্বর মাসে মহকুমা পরিষদ ওই জমি জরিপ করায়। একটি বেসরকারি সংস্থার সহযোগিতায় অত্যাধুনিক মেশিন দিয়ে জমি মাপা হয়। সেই রিপোর্টে প্রায় ১৩ বিঘা অতিরিক্ত জমি দখলের প্রমাণ মেলে। কিন্তু তারপরও কোনও এক অজ্ঞাত কারণে দখলদারদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করেনি প্রশাসন।

গত জুন মাসে মুখ্যমন্ত্রী সরকারি জমি দখলের বিরুদ্ধে প্রশাসনকে কঠোর হওয়ার নির্দেশ দেন। এরপরই ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির তৃণমূলের ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক এবং যুব সভাপতি গৌতম গোস্বামী গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। গ্রেপ্তার হয়েছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ আসরাফ আনসারি এবং সুশীল ঘোষও। অথচ পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারিতে অভিযুক্ত কারও বিরুদ্ধে এখনও পদক্ষেপের সাহস দেখায়নি প্রশাসন।

পানিট্যাঙ্কিতে সরকারি জমি দখল করে মার্কেট কমপ্লেক্স।

প্রশ্ন যেখানে

- সুদর্শন চা বাগানের জমি দখল করে মার্কেট বানিয়েছিল সিন্ডিকেট
- পরবর্তীতে সেই জমি মার্কেট কমিটিকে লিজে দেয় প্রশাসন
- লিজের বাইরেও বহু জমি দখল করে সিন্ডিকেটটি
- প্রশাসন জরিপ করে দেখেছে, প্রায় সাড়ে ১১ বিঘা জমি দখল হয়েছে
- এত জমি দখল হলেও প্রশাসন ব্যবস্থা নিচ্ছে না কেন, প্রশ্ন উঠছে

গত মাসে পুনরায় এই জমি জরিপ করায় মহকুমা পরিষদ। মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, ভূমি কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ সহ প্রশাসনিক আধিকারিকদের উপস্থিতিতে জমি মাপা হয়েছিল। সেই জমি জরিপের রিপোর্টও জেলা প্রশাসন এবং মহকুমা পরিষদে জমা পড়েছে। সেখানে লিজ বহির্ভূত সাড়ে ১১ বিঘা জমি দখলের কথা লেখা হয়েছে। কিন্তু সেই রিপোর্ট পাওয়ার পরও প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসে রয়েছে।

স্থানীয় ব্যবসায়ী ও বাসিন্দাদের বক্তব্য, 'বহুদিন ধরে পানিট্যাঙ্কির জমি কেলেঙ্কারি নিয়ে অভিযোগ উঠছে। মেচি মার্কেট ব্যবসায়ী সিন্ডিকেটে তৃণমূল, সিপিএম সহ অন্য রাজনৈতিক দলের নেতারাও যুক্ত। অথচ সরকারি জমি দখল করে কোটি কোটি টাকা লুটের প্রমাণ মিললেও একজনের বিরুদ্ধেও থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়নি।'

এব্যাপারে প্রশাসনের প্রতিক্রিয়া জানতে জেলা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক রামকুমার তামাংকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি। ফলে প্রশাসন কী ভাবছে, সেই প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে জনমানসে।

২০টি মোষ উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : মোষ উদ্ধার করতে গিয়ে রীতিমতো বেগ পেতে হল ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশকে। রবিবার রাতে ঘোষপুকুর সংলগ্ন ৩৭ নম্বর জাতীয় সড়কে পশ্চিম মাদাতি টোল প্লাজায় একটি লরি আটক করার চেষ্টা করে পুলিশ। ঠিক সেই সময় চালক টোল প্লাজার গেট ভেঙে লরি ছুটিয়ে পালিয়ে যায়।

পুলিশের দাবি, এরপর পিছু ধাওয়া করে প্রায় ১০ কিমি দূরে গোয়ালটুলি মোড়ে সড়কের ধারে ওই লরিটি দাঁড় করানো অবস্থায় দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু চালককে সেখানে পাওয়া যায়নি। শেষমেশ লরিতে তল্লাশি চালাতেই উদ্ধার হয় ২০টি মোষ।

পুলিশের অনুমান, চালকের কাছে লাইভস্টক নিয়ে যাওয়ার বৈধ নথি ছিল না। সে কারণে মোষবোঝাই লরি রাস্তার ধারে রেখে পালিয়ে যায়। মোষবোঝাই লরিটি পুলিশ আটক করে থানায় নিয়ে আসে। উদ্ধার হওয়া মোষগুলি খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে। চালকের খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে।

মদ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : চকোলেটের বয়ামের আড়ালে বিহারে মদ পাচারের চেষ্টা ব্যর্থ করল প্রধাননগর থানার পুলিশ। ঘটনায় একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতের নাম অজয়কুমার শা। সে বিহারের ছাপড়ার বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর, রবিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে, বিহারে মদ পাচার করা হচ্ছে। এরপর শিলিগুড়ি জংশন এলাকায় অভিযান চালিয়ে মদ সহ ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

আংটি ফেরত

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি থানার অ্যান্টি ক্রাইম উইংয়ের সহযোগিতায় আড়াই মাস পর রবিবার হারানো সোনার আংটি ফিরে পেলেন এক প্রবীণ। আড়াই মাস আগে এসএফ রোড সংলগ্ন এলাকা থেকে আংটিটি হারিয়ে ফেলেন ওই ব্যক্তি। এরপর শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানালে শনিবার ৪ নম্বর ওয়ার্ডের গোয়ালাপট্টি এলাকায় এক তরুণের কাছ থেকে ওই আংটিটি উদ্ধার করে পুলিশ।

অবশেষে কাটল মেঘ। থামল বৃষ্টি। রবিবার দার্জিলিং থেকে দেখা গেল রোদে ঝলমল কাঞ্চনজঙ্ঘা। –মৃণাল রানা

নাবালিকাকে গণধর্ষণে ধৃত পাঁচ

কার্তিক দাস

খড়িবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি কর কাণ্ড নিয়ে রাজ্য রাজনীতি এখনও তোলপাড়। এরই মাঝে খড়িবাড়িতে এক নাবালিকাকে গণধর্ষণের অভিযোগ উঠল। ঘটনাটি ঘটেছে খড়িবাড়ি ব্লকের একটি গ্রামে।

নাবালিকার পরিবারের দাবি, ঘটনাটি ঘটে গত বুধবার। এরপর শনিবার খড়িবাড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করে পরিবার। অভিযোগের ভিত্তিতে রবিবার পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে একজন অভিযুক্তকে দু'দিনের পুলিশ হেপাজত এবং বাকিদের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঠিক কী ঘটেছিল? নাবালিকার পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, বুধবার রাত আটটা নাগাদ বাড়ির কাছে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে গিয়েছিল ওই নাবালিকা। তার সঙ্গে ছিল দুই ভাইবোন। সেই সময় অভিযুক্তরা নাবালিকার মুখ চেপে ধরে পাশের একটি পাম্পহাউসে নিয়ে যায়। সেখানে গিয়ে ওই নাবালিকাকে ধর্ষণ করা হয় বলে পরিবারের দাবি।

এদিকে দুই ভাইবোন বাড়ি ফিরে পরিবারের সদস্যদের বিষয়টি জানালে তাঁরা তৎক্ষণাৎ ওই পাম্পহাউসে যান। সেখানে পৌঁছাতেই অভিযুক্তরা তাঁদের ধাক্কা দেয়। এরপর পরিবারের লোকজন চিৎকার করলে অভিযুক্তরা সেখান থেকে পালিয়ে যায় বলে জানিয়েছেন নাবালিকার দিদিমা।

ধামাচাপার চেষ্টা

- খড়িবাড়ি ব্লকের একটি গ্রামে এক ১৩ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠল
- বুধবার একটি পাম্পহাউসে নিয়ে গিয়ে নাবালিকাকে ধর্ষণ করে পাঁচজন
- সালিশির মাধ্যমে ঘটনাটি 'মিটিয়ে' নেওয়ার কথা বলে কিছু মাতব্বর
- শনিবার থানায় অভিযোগ দায়েরের পর রবিবার ধৃতদের গ্রেপ্তার করে পুলিশ

বুধবার ঘটনাটি ঘটলেও শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের হল কেন? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়ে উঠে আসছে আরও চাঞ্চল্যকর তথ্য। ঘটনাটি ধামাচাপা দেওয়ার উদ্দেশ্যে গ্রামে সালিশি করে সব 'মিটিয়ে' নেওয়ার নিদান দেয় কিছু মাতব্বর। এমনকি নাবালিকার চিকিৎসার খরচ জোগানো হবে বলে প্রচ্ছন্নভাবে 'থানা-পুলিশ' না করতে বলা হয় পরিবারকে। কিন্তু নাবালিকার দিদিমা বিষয়টিতে 'আপস' করতে চাননি। শেষমেশ শনিবার থানায় অভিযোগ দায়ের করে পরিবার।

এরপর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। দার্জিলিং পুলিশের নকশালবাড়ি চক্রের এসডিপিও বিনোদকুমার মিনা জানিয়েছেন, ধৃতদের নাম রাজেশ পাসোয়ান, রাহুল রাম, জগদীশ পাসোয়ান, উদয় রাম এবং ফণী সাউ। ধৃতদের মধ্যে রাজেশকে পুলিশ হেপাজতে এবং বাকি চারজনকে জেল হেপাজতে পাঠিয়েছে আদালত।

ওই নাবালিকাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পুলিশ পকসো আইনে মামলা রুজু করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। অভিযুক্তদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করেছে নাবালিকার পরিবার।

নীতিপুলিশিতে সাফাই পঞ্চায়েত সদস্যের

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : তরুণ-তরুণীর আইনি বিবাহের মাঝে নীতিপুলিশ হয়ে ঢুকেছিলেন বিজেপির এক পঞ্চায়েত সদস্য। এরপরেই বিরোধীরা তাঁকে কটাক্ষ করা শুরু করে। এমনকি দলের অন্দরেও সমালোচনার মুখে পড়েন তিনি। মুখ বাঁচাতে এখন না বুঝে ভুল করে ফেলার সাফাই গাইতে শোনা যাচ্ছে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের শান্তিনগরের বিজেপি নেত্রী মিনা বিশ্বাসকে। অপরদিকে, ওই ঘটনাকে কেন্দ্র করে হামলার মুখে পড়ার আশঙ্কা করছেন দলের আরেক পঞ্চায়েত সদস্য সঞ্জিত দাস। সঞ্জিত বলেন, 'ওইদিনের ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক গণ্ডগোল হয়। আমি আইনের পক্ষে দাঁড়িয়েছিলাম বলে কিছু লোকের অসুবিধা হয়েছিল। জানতে পারছি আমার ওপর হামলা হতে পারে।' সঞ্জিত বিষয়টি দলের ওপরমহলে জানিয়েছেন।

এদিকে, নীতিপুলিশির ঘটনায় দলের তরফে মিনাকে ভর্ৎসনা করা হয়েছে বলে জানা যাচ্ছে। 'ঢোঁক গিলে' সেকথা স্বীকারও করেছেন মিনা। সাফাই দিয়ে বলেছেন, 'আমি জানতাম না ওই তরুণ-তরুণী আইনত বিবাহিত। সেই রাতে (২২ সেপ্টেম্বর) কয়েকজন মিলে রাস্তায় দাঁড়িয়ে গণ্ডগোল করছিল, সেই কারণে আমার অফিসে এসে বসতে বলি। সেটাই আমার অপরাধ হয়েছে। আমার উচিত ছিল পুলিশকে বলা। অথবা চুপচাপ নিজের ঘরে ঢুকে যাওয়া।' শান্তিনগরের ওই তরুণ-তরুণী বাড়িতে না জানিয়ে বিয়ে করেছিলেন।

বিষয়টি জানতে পেরে আপত্তি তোলে তরুণীর পরিবার। এরপর ওই তরুণ এবং তাঁর পরিবারের ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে তরুণীর পরিবারের বিরুদ্ধে। পাশের এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য মিনার দ্বারস্থ হয় তরুণীর পরিবার। মিনার অফিসে তুলে নিয়ে গিয়ে ওই তরুণের দাদা ও মাকে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। ঘটনায় মিনার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি তরুণীর পরিবারকে মদত দিয়েছেন। ঘটনাটি জানতে পেরে গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকার মিনাকে সাবধান করেন।

|| দুর্গা পুজোর অগ্রিম বুকিং অফার ||

শুভ সময় শুরু হতে চলেছে

বুকিং শুরু @ ₹1100* থেকে | অতিরিক্ত ক্যাশ ডিসকাউন্ট ₹1000* | সুদের হার 0%^ | ক্যাশব্যাক পান ₹5000~ পর্যন্ত

ডেলিভারির সময় পান আকর্ষণীয় ক্যাশ ডিসকাউন্ট ও এক্সচেঞ্জ বোনাস#

Hero GIFT

Grand Indian Festival of Trust

এখনই বুক করুন এবং দুর্গা পুজোয় ডেলিভারি সুনিশ্চিত করুন

স্ক্যান করে আনলক করুন শুভ মুহূর্তের অফার

Toll Free Number: 1800 266 0018

INDIA'S FIRST 5 YEAR WARRANTY* *Conditions apply

$ অতিরিক্ত ক্যাশ ডিসকাউন্ট Flipkart

Hero MotoCorp Ltd. Regd. Office: The Grand Plaza, Plot No.2, Nelson Mandela Road, Vasant Kunj Phase - II, New Delhi - 110070, India. | CIN: L35911DL1984PLC017354 | For further information, contact your nearest Hero MotoCorp authorised outlet or CALL TOLL-FREE 1800 266 0018 or visit us on www.heromotocorp.com. Amount may vary for model/variant and states and it is applicable on select models only. Accessories and features shown may not be a part of standard fitment. Always wear a helmet while riding a two-wheeler. *Offers will be communicated at the time of invoicing and may vary for model/variant and states, valid on invoicing between 3rd Oct'24 to 12th Oct'24 or till stock last, For more details, please visit your nearest authorised Hero outlet. ~The 5% cashback upto ₹5000/- is applicable on minimum transaction of ₹40,000, subject to the credit card company's, T&Cs. ^Finance offer is at the sole discretion of the Financier, subject to its respective T&Cs. Available at select dealerships. *Offer is valid only on paid bookings with a minimum amount of ₹1100 before 2nd Oct' 24,T&C apply. $Flipkart offer is subject to the sole discretion & T&Cs of Flipkart.

Authorized Dealers: Kolkata: Islampur: Bharat Hero, Ph: 9289923202, Cooch Behar: Sandeep Hero, Ph: 9289922698, Malda: Durga Hero, Ph: 9289922188, Prince Hero, Ph: 9289923123, Jalpaiguri: Anand Hero, Ph: 9289923031, Raiganj: Shankar Hero, Ph: 9289922594, , Siliguri: Beekay Hero, Ph: 9289923102, Darjeeling Hero, Ph: 9289922427, Balurghat: Mahesh Hero, Ph: 9289922904, Alipurduar: Dutta Hero. Associate Dealers: Jalpaiguri: Pratik Automobiles-7063520686, Dinhata: Jogomaya Auto Works-9851244490, Dhupguri: Bharat Automobiles-7029599132, Gangarampur:Gupta Auto Centre-9733726677, Gazole: Mira Auto Centre-9593159789, Mathabhanga: Jogomaya Auto Works-6297782171, , Kaliachak: A K Wheels-9733079141, Itahar:Deep Auto Centre-9800630306, , Dalkhola: A S Motors-7908477285, Goagaon: Mabudh Automobiles-9896216422

FCP:INTERFACE/6878/SEP2024/BEN

আজ পাহাড়ে ১২ ঘণ্টার বনধ

বোনাস আন্দোলনে একজোট সব ইউনিয়ন

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : দফায় দফায় বৈঠকের পরেও পাহাড়ের চা শ্রমিকদের পুজোর বোনাস নিয়ে কোনও সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এর জেরে সোমবার ১২ ঘণ্টার পাহাড় বনধের ডাক দিল শ্রমিক সংগঠনগুলি। সকাল ৬টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) এলাকায় এই ধর্মঘট ডাকা হয়েছে। পাশাপাশি আগামী মঙ্গলবার থেকে প্রতিটি বাংলোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন শ্রমিকরা। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় থাকছে শ্রমিক সংগঠনগুলি।

সামনেই পুজো। তাই আর বৈঠকের সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছে শ্রম দপ্তর। দপ্তর সূত্রে খবর, পুরো বিষয়টি রাজ্য প্রশাসনকে জানানো হবে। সেখান থেকে যে নির্দেশ আসবে, সেই মতোই কাজ হবে। এদিকে, দার্জিলিংয়ের সাংসদ রাজু বিস্ট একটি বিবৃতিতে বলেছেন, 'শ্রমিকদের ধর্মঘটে আমার পূর্ণ সমর্থন রয়েছে।' পাশাপাশি তিনি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার আর্জি জানিয়েছেন।

অন্যদিকে, রবিবার শ্রমিক ভবনের ভিতরে যখন বৈঠক চলছে, তখন বাইরে পাহাড়ের কয়েকজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব 'মিডিয়া গো ব্যাক' দিতে থাকেন। এর ফলে উত্তেজনা ছড়ায়। এই ঘটনার প্রতিবাদ জানান সাংবাদিকরা।

গত ২ সেপ্টেম্বর প্রথম দার্জিলিংয়ে শ্রমিক এবং মালিকপক্ষের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক হয়। সেখানে সমাধানসূত্র বেরোয়নি। এরপর ২০ সেপ্টেম্বর শ্রম দপ্তর ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে। বৈঠকে উপস্থিত আটটি শ্রমিক সংগঠন ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে অনড় থাকে। কিন্তু মালিকপক্ষ তাতে রাজি হয়নি। একইভাবে গত ২৪ ও ২৭ সেপ্টেম্বরও বৈঠক হয়। কিন্তু বারবার ভেস্তে যায়।

এদিন ফের ত্রিপাক্ষিক বৈঠক ডাকে শ্রম দপ্তর। দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে দুপুর ২টোয় শুরু হয় বৈঠক। পাহাড় থেকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা শ্রমিক ভবনের সামনে ভিড় জমান। দিনভর ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে স্লোগান দিতে থাকেন তাঁরা। ২০ শতাংশ বোনাসের দাবিতে অনড় থাকে সবক'টি শ্রমিক সংগঠন। কিন্তু মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের ওপরে বোনাস দিতে পারবে না বলে স্পষ্ট জানিয়ে দেয়। ফলে এদিনও প্রায় ছ'ঘণ্টার বৈঠকে কোনও সমাধানসূত্র বের হয়নি।

রাতে বৈঠক থেকে বেরিয়ে আটটি শ্রমিক সংগঠন একজোট হয়ে সোমবার ১২ ঘণ্টা পাহাড় বনধের ডাক দেয়। যানবাহন, স্কুল-কলেজ, দোকান-বাজার সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। জেবি তামাং, সমন পাঠক, সুরজ সুব্বা, অজয় এডওয়ার্ড সহ বহু নেতা একজোট হয়েছিলেন এদিন। হিল-তরাই-ডুয়ার্স প্ল্যান্টেশন ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের জেবি তামাং বলেছেন, 'সমতলে বোনাস হয়ে গেল। অথচ পাহাড়ের বোনাস নিয়ে এত জলঘোলা হচ্ছে। এটা কিছুতেই মেনে নেব না।'

সোমবার ১২ ঘণ্টার বনধের পর মঙ্গলবার থেকে কাজ বন্ধ রেখে প্রতিটি চা বাগানে মালিকের বাংলোর সামনে অবস্থান বিক্ষোভ চলবে বলে জানানো হয়েছে। জিটিএ'র চিফ এগজিকিউটিভ অনীত থাপা শ্রমিকদের উদ্দেশে বলেছেন, 'আমি এবং আমার দল বিজিপিএম আপনাদের অধিকার পাইয়ে দিতে সবসময় পাশে ছিলাম, আছি এবং থাকব।' গোর্খা একতা চালক সংগঠনের সভাপতি সাগর রাইয়ের বক্তব্য, 'ধর্মঘটকে আমরা পূর্ণ সমর্থন দিচ্ছি।'

রাজ্য সরকারকে এ বিষয়ে দ্রুত হস্তক্ষেপ করতে হবে বলে দাবি করেছে শ্রমিক সংগঠনগুলি। প্রতিক্রিয়া জানতে মালিকদের সংগঠন দার্জিলিং টি অ্যাসোসিয়েশনের মুখ্য উপদেষ্টা সন্দীপ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি।

তরাই-ডুয়ার্সের চা বাগানে বেশ কয়েকদিন আগে বোনাস নিষ্পত্তি হয়ে গিয়েছে। ইতিমধ্যেই শ্রমিকরা বোনাস পেতে শুরু করেছেন। যদিও অনেকেই ১৬ শতাংশে বোনাসে অখুশি। এদিকে, পাহাড়ের ৮৭টি চা বাগানের প্রায় ৫৫ হাজার শ্রমিক পুজো বোনাস নিয়ে আশঙ্কায় দিন গুনছেন। দফায় দফায় বৈঠক হলেও এখনও সমাধানসূত্র অধরা।

চা বোনাস নিয়ে দাগাপুরের শ্রমিক ভবনে বৈঠক। রবিবার। -সংবাদচিত্র

২০ শতাংশে অনড়

- শ্রমিক ভবনে রবিবারের বোনাস-বৈঠক ফের ভেস্তে গিয়েছে
- মালিকপক্ষ ১৩ শতাংশের বেশি বোনাস দিতে রাজি নয়
- শ্রমিক সংগঠনগুলি ২০ শতাংশের দাবিতে অনড়
- যানবাহন, স্কুল-কলেজ, দোকান-বাজার সমস্ত কিছু বন্ধ থাকবে
- বনধ সমর্থন করেছে বিজিপিএম সহ পাহাড়ের সমস্ত দল

ক্ষতবিক্ষত দেহ উদ্ধার

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : ফুলবাড়ি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের পশ্চিম ধর্মতলায় ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি শিশুর দেহ উদ্ধার হয়। স্থানীয় কয়েকজন দেখেন মহানন্দা নদীর পাশে একটি কবরস্থান সংলগ্ন রাস্তায় দেহটি একটি কুকুর খুবলে খাচ্ছে। ঘটনায় মুহূর্তেই এলাকায় শোরগোল পড়ে যায়। ধীরে ধীরে ভিড় জমতে থাকে ঘটনাস্থলে। খবর পেয়ে পৌঁছায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ।

প্রত্যক্ষদর্শীদের মতে, শিশুটির বয়স পাঁচ-সাত মাস হতে পারে। ক্ষতবিক্ষত দেহটির শরীরে পায়ের অংশ ছিল না। ঘটনাস্থলে উপস্থিত ফুলমালা কাপাসিয়া বলেন, 'দেহটি এতটাই ক্ষতবিক্ষত ছিল যে, সেটি ছেলে না মেয়ের দেহ শনাক্ত করা যায়নি।'

স্থানীয় বাসিন্দা সুপেন রায়ের মতে, 'দেহটি মহানন্দার জলে ভেসে আসতে পারে। কোনওভাবে নদীর পাড়ে চলে এলে সেটিকে হয়তো কুকুরে টেনে নিয়ে লোকালয়ে চলে আসে।' কিন্তু কী করে দেহটি এভাবে লোকালয়ে এল সেটাই বুঝতে পারছেন না স্থানীয় বাসিন্দারা। পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠায়। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

জোটবদ্ধ হতে বার্তা বনসলের

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আগামী বিধানসভা ভোটের আগে সমস্ত স্তরের নেতা-কর্মীদের একসঙ্গে জোটবদ্ধ হয়ে কাজ করার নির্দেশ দিলেন বিজেপির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক ও পশ্চিমবঙ্গের পর্যবেক্ষক সুনীল বনসল। রবিবার বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে আয়োজিত এক বৈঠকে বনসল বলেছেন, 'পুজোর সময় যাতে জনসংযোগে ভাটা না পড়ে সেদিকে নজর রাখতে হবে।'

ঠিক হয়েছে, পুজোর সময় শিবির করে মানুষের পাশে থাকবেন বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সদস্যরা। বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা সাধারণ সম্পাদক রাজু সাহা বলেন, 'পুজোর সময় জনসংযোগ রক্ষার্থে বেশ কিছু কর্মসূচির কথা বলে গিয়েছেন।'

ধসের মাটি সরিয়ে রাস্তা মেরামতি চলছে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে। রবিবার। পামবু সংলগ্ন এলাকায় (বাঁদিকে)। তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শনে রাজ্যের মুখ্যসচিব।

বৃষ্টি কমতেই স্বস্তি, স্বাভাবিকের পথে উত্তর

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : টানা পাঁচদিনের বৃষ্টি কমতেই যেন প্রাণ ফিরে পেল উত্তরের জেলাগুলি। সমতলের পাশাপাশি ছন্দে ফিরছে পাহাড়ও। আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে বদল ঘটেছে তিস্তার জলস্তরেরও। শনিবার যে তিস্তা ক্রমশই ত্রাস হয়ে বিপর্যস্ত করে তুলেছিল জনজীবন, বৃষ্টি কমতেই ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পাহাড়ি নদীটির জল ফের স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে। ফলে তিস্তাবাজার, মেল্লিবস্তি থেকে জল নামতে বেশি সময় নেয়নি। গতি পেয়েছে ধসের বালি-পাথর সরানোর কাজও। যার জন্য অধিকাংশ রাস্তা দিয়েই এদিন যান চলাচল করেছে। তবে বৃষ্টি কমলেও, নতুন বর্ষণের ভ্রূকুটি রয়েছে উত্তরের আকাশে। আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস, আগামী দু'তিনদিন আকাশ পরিষ্কার থাকলেও তারপরে ফের বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে স্বস্তির সঙ্গে উদ্বেগও রয়ে গিয়েছে।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, 'বর্ষা এখনও রয়েছে। ফলে বৃষ্টি না হওয়ার কোনও কারণ নেই। উত্তরবঙ্গে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা কিছুটা হলেও কম থাকবে।'

এদিকে, বৃষ্টি কমলেও সম্পূর্ণভাবে চালু হয়নি ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক। ফলে এখনই ভোগান্তির শেষ হচ্ছে না।

> বর্ষা এখনও রয়েছে। ফলে বৃষ্টি না হওয়ার কোনও কারণ নেই। উত্তরবঙ্গে নতুন করে বৃষ্টি শুরু হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তবে ব্যাপ্তি এবং তীব্রতা কিছুটা হলেও কম থাকবে।
>
> **গোপীনাথ রাহা** অধিকর্তা সিকিম আবহাওয়া দপ্তর

শ্বেতিঝোরা, বিরিকদাড়ায় ধসের জেরে মেল্লি এবং রংপোর মধ্যে ওয়ান ওয়েতে গাড়ি চলাচলের অনুমতি দিয়েছে প্রশাসন। ১০ নম্বর জাতীয় সড়কে দু'তিনদিনের মধ্যে ধসের মাটি সরিয়ে রাস্তাটি সম্পূর্ণভাবে মেরামত হয়ে যাবে বলে পূর্ত দপ্তরের ন্যাশনাল হাইওয়ে ডিভিশন সূত্রে খবর। যদিও এই বেহাল দশার জন্য এবছর পাহাড়ি পুজো-পর্যটন কিছুটা বিপর্যস্ত হয়েছে। এমন পরিস্থিতিতে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তরকন্যায় জানিয়েছেন, রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ সেনাবাহিনীর সঙ্গে কথা বলবেন। রাজ্যের প্রশাসনিক প্রধানের এই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছে পর্যটন মহল।

অন্যদিকে, টানা পাঁচদিনের প্রবল বর্ষণের জেরে ৫৫ নম্বর জাতীয় সড়ক সহ দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের একাধিক রাস্তায় গত কয়েকদিন ধরেই ধস নামে। আর এদিকে টানা বৃষ্টি চলতে থাকায় ধসের মাটি-পাথর সরানোর কাজেও ব্যাঘাত ঘটে। রবিবার রোদ ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দ্রুততার সঙ্গে সেই কাজ শুরু করা হয়। ফলে এদিন থেকে যান চলাচলে তেমন সমস্যা হয়নি। তাছাড়া তিস্তার জল কমায় রবিবার চালু হয়েছে পেশক রোড। ফলে তিস্তাবাজার হয়ে যেমন সিকিমে যাওয়া যাচ্ছে, তেমনই দার্জিলিং-কালিম্পংয়ের মধ্যে যান চলাচল শুরু হয়েছে।

বৃষ্টি না হওয়ায় পর্যটকদের একটা বড় অংশকে দার্জিলিংয়ের রাস্তায় এবং ম্যালেও ভিড় জমাতে দেখা গিয়েছে। পুজো যত এগিয়ে আসবে, ততই এমন ভিড়ের বহর বাড়বে বলে আশায় রয়েছেন পর্যটনের ওপর নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। যদিও মহালয়ার পর যে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে, তা নিয়েও কিছুটা আতঙ্কিত রয়েছেন তাঁরা।

তিস্তা ব্যারেজ দেখে অবাক মুখ্যসচিব

পূর্ণেন্দু সরকার ও অনুপ সাহা

গজলডোবা, ২৯ সেপ্টেম্বর : গতবছরের সিকিমের বিপর্যয়ের পর তিস্তা ব্যারেজের পরিস্থিতি দেখতে রবিবার গজলডোবায় গেলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ। গজলডোবা ব্যারেজের ক্যানাল সহ তিস্তা নদী অববাহিকায় ড্রেজিংয়ের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁকে জানান ব্যারেজ কর্তৃপক্ষ এবং গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। এদিনের পরিদর্শনের বিস্তারিত রিপোর্ট কলকাতায় ফিরে মুখ্যমন্ত্রীকে দেবেন বলে জানিয়েছেন মুখ্যসচিব।

এদিন মুখ্যসচিব বেলা সাড়ে ১১টা নাগাদ গজলডোবায় পৌঁছান। দুপুর দেড়টা পর্যন্ত পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। সিকিমের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের পরও বিপুল জলরাশির ধাক্কা সামলে এখনও ব্যারেজ এবং সেতুটি দাঁড়িয়ে রয়েছে, সেটা দেখে অবাকই হলেন তিনি। তবে সেতুর দ্রুত মেরামতি প্রয়োজন বলে তাঁর মত।

সিকিমের লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তা নদীতে বালির পুরু আস্তরণ জমে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে উঠেছে।

নেপথ্যে

- সিকিমের বিপর্যয়ের পর তিস্তায় বালির পুরু আস্তরণে নদীগর্ভ ভরাট হয়ে গিয়েছে
- তিস্তা ব্যারেজ থেকে অল্প পরিমাণ জল ছাড়লেও নদীর অসংরক্ষিত এলাকা প্লাবিত হচ্ছে
- মুখ্যসচিব রিপোর্ট জমা দেবেন মুখ্যমন্ত্রীকে

ফলে ব্যারেজ থেকে ছাড়া অল্প পরিমাণ জলেই নদীর অসংরক্ষিত এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। পাহাড় এবং সমতলে একইসঙ্গে অবিরাম বৃষ্টি হলে ব্যারেজের আটকে রাখা জল কম পরিমাণে ছাড়লেও নীচু এলাকাগুলিতে ডুবে যায়। এদিন এই আশঙ্কার বিষয়টি মুখ্যসচিবের সামনে তুলে ধরেন তিস্তা ব্যারেজের ইঞ্জিনিয়াররা।

এদিন জেলা শাসক শামা পারভিন এবং বিধায়ক খগেশ্বর রায়, ব্যারেজের ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে ব্যারেজের ওপর সেতুটির পুরোটা হেঁটে ঘুরে দেখেন। গত অক্টোবরে সিকিমের লেক বিপর্যয়ের সময় যেভাবে ব্যারেজে অনেক উচ্চতায় জল উঠে গিয়েছিল। যা গত ৩০ বছরের ইতিহাসেও দেখা যায়নি বলে জানালেন উপস্থিত অফিসাররা।

সেইসময় হাওয়া মহলের পেছনদিকে বাঁধের মুখে যে ক্ষতি হয়েছিল, তার মেরামতি করা হয়েছে। ব্যাটারিচালিত গাড়িতে করে মুখ্যসচিব এদিন সেই জায়গাগুলিও ঘুরে দেখেন।

খগেশ্বর বললেন, 'তিস্তার যা অবস্থা, তাতে দ্রুত ড্রেজিং করা প্রয়োজন। সেটা মুখ্যসচিবকে প্রস্তাব আকারে জানিয়েছি।' জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মহুয়া গোপ জানান, তিস্তা নদীতে অল্প জল হলে এখন নীচু এলাকা প্লাবিত হচ্ছে। ক্রান্তি ব্লকেরও কয়েকটি এলাকায় বন্যা পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল।

এদিন মুখ্যসচিব হাওয়া মহলের কনফারেন্স রুমে জেলা শাসক ও ব্যারেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে একপ্রস্থ আলোচনা সেরে নেন। মুখ্যসচিব সেখানে জানান, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশে তিনি এই পরিদর্শন করেন। এরপর রিপোর্ট মুখ্যমন্ত্রীকে দেবেন।

এদিকে শুক্রবারই সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগ থেকে তিস্তা নদীখাতে ৩২ কিমি এলাকাজুড়ে ড্রেজিং করতে হবে বলে ৫৬৭ কোটি টাকার ডিপিআর রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে। তারপরই মুখ্যসচিবের তিস্তা ব্যারেজ পরিদর্শন।

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com
বন্ধু, কী খবর বল!.. কমলাপুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের সৌজন্য রায়চৌধুরী।

মুখ্যমন্ত্রীকে দেখতে ভিড়

বাগডোগরা, ২৯ সেপ্টেম্বর : রবিবার বেলা ৩.৫৫ মিনিটে বাগডোগরা বিমানবন্দরে নামেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিমানবন্দরে মুখ্যমন্ত্রীকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ, শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা সভানেত্রী পাপিয়া ঘোষ সহ অন্য নেতারা। মুখ্যমন্ত্রী দলীয় নেতৃত্বের কাছ থেকে শনিবার শিলিগুড়ি বিধান মার্কেটে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনার খোঁজখবর নেন বলে জানা গিয়েছে। সেখান থেকে উত্তরকন্যার উদ্দেশে বেরিয়ে যান মমতা। মুখ্যমন্ত্রীকে দেখার জন্য এশিয়ান হাইওয়ে টু-এর পাশে বিভিন্ন জায়গায় উৎসাহী মানুষ ভিড় জমিয়েছিলেন।

রেল ট্র্যাক সাফাই

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : শিলিগুড়ি জংশনে আয়োজিত হল 'স্বচ্ছতা হি সেবা' কর্মসূচি। রবিবার এই কর্মসূচিতে পর্যটনমন্ত্রকের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে টয়ট্রেনের স্টেশন এবং রেল ট্র্যাক সাফাই করে পর্যটন ব্যবসায়ীদের সংগঠন হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)। এতে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেয় দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে (ডিএইচআর)। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পর্যটনমন্ত্রকের অ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর জ্যোতির্ময় বিশ্বাস। শিলিগুড়ি জংশনের স্টেশন ম্যানেজার অলোক চক্রবর্তীর হাতে এদিন এইচএইচটিডিএনের তরফে ১০টি ইকো ডাস্টবিন তুলে দেওয়া হয়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সম্রাট সান্যাল বলেন, 'পরিবেশ রক্ষার তাগিদেই এই কর্মসূচি।'

বিদ্যুৎস্পৃষ্ট গবাদিপশু

চাকুলিয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিদ্যুৎস্পৃষ্ট হয়ে একটি গোরুর মৃত্যু হল চাকুলিয়া থানার ভেলাগাছি এলাকায়। রবিবার গবাদিপশুটির মালিক মহম্মদ আজিমুদ্দিন বলেন, 'বাড়ির পাশে একটি বৈদ্যুতিক খুঁটিতে গোরুটি বেঁধে রাখা ছিল। সে সময় বৃষ্টি হচ্ছিল। আচমকা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে মৃত্যু হয় গোরুটির।' গোরুটিকে সেখান থেকে সরাতে গিয়ে আজিমুদ্দিনের ছেলেরও শক লাগে বলে জানা গিয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দা সামেদ আলির বক্তব্য, 'আগেও এধরনের ঘটনা একবার ঘটেছিল।'

শান্তি বৈঠক

চোপড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : চোপড়া থানার দাসপাড়া পুলিশ ফাঁড়িতে রবিবার বিকেলে শান্তি বৈঠক অনুষ্ঠিত হল। এদিন পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে দাসপাড়া ও ঘিরনিগাঁও গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন পুজো কমিটির প্রতিনিধিদের নিয়ে বৈঠকটি হয়েছে।

টুকরো খবর

বিচারের দাবিতে

গোয়ালপোখর, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি করের তরুণী চিকিৎসক ধর্ষণ-খুনে দোষীদের শাস্তির দাবিতে প্রতিবাদ জানালেন গোয়ালপোখরের গোয়ালা এলাকার বাসিন্দারা। রবিবার তাঁরা গোয়ালপোখর থানার বনবাড়ি প্রাথমিক স্কুল থেকে গোয়াগাঁও বাজার পর্যন্ত একটি মিছিল করেন। মিছিল শেষে গোয়াগাঁও চকে বেশ কিছুক্ষণ বিক্ষোভ দেখান তাঁরা। গ্রামবাসীর পক্ষে ফনেশ সিংহ বলেন, 'আরজি করে তরুণী চিকিৎসকের ধর্ষণ-খুনের প্রতিবাদে দেশজুড়ে প্রতিবাদ চলছে। সুবিচারের দাবিতে গোয়াগাঁও এলাকার সাধারণ মানুষও পথে নেমেছেন।'

অভীক্ষা

খড়িবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞান মঞ্চের দার্জিলিং জেলা কমিটির উদ্যোগে রবিবার 'আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় বিজ্ঞান অভীক্ষা-২০২৪' অনুষ্ঠিত হয়। খড়িবাড়ি ব্লকের পাঁচটি স্কুলের পঞ্চম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ৩৫৯ জন পড়ুয়া পরীক্ষা দিয়েছে। ব্লকের পরীক্ষাকেন্দ্র ছিল তারকনাথ সিন্দুরবালা বালিকা বিদ্যালয়। পরীক্ষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্থানাধিকারীদের পুরস্কৃত করা হবে বলে জানিয়েছেন সংগঠনের সদস্য প্রদীপ অধিকারী।

রক্তদান

খড়িবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক কমিটির তরফে রবিবার রক্তদান শিবির করা হল। দলীয় কার্যালয়ে কর্মী-সমর্থকরা রক্তদান করেন। শিবির থেকে মোট ৪০ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয়। সংগৃহীত রক্ত উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের ব্লাড ব্যাংকে পাঠানো হয়েছে। শিবিরে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের খড়িবাড়ি ব্লক সভাপতি কিশোরীমোহন সিংহ।

নিকাশি ব্যবস্থার মাস্টার প্ল্যান নেই

তৃণমূলকে কটাক্ষ আনন্দময়ের

নকশালবাড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : জলমগ্ন এলাকা পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করলেন মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মন। রবিবার নকশালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের জলমগ্ন এলাকা রায়পাড়া এবং সাতভাইয়া ঘুরে দেখেন বিধায়ক। এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। সেখানেই সরকারি জায়গা দখল করে বিক্রির ঘটনার প্রসঙ্গ তুলে তৃণমূল নেতাদের কটাক্ষ করেন তিনি।

এদিন আনন্দময় বলেন, 'রায়পাড়া ও সাতভাইয়া এলাকায় জল জমার সমস্যা দীর্ঘদিনের। রায়পাড়ার মূল নিকাশিনালার জায়গাটা বিক্রি করে দিয়েছেন তৃণমূলের এক স্থানীয় নেতা। ফলে নিকাশিনালার আউটলেট বন্ধ হয়ে গিয়ে গোটা এলাকা জলমগ্ন হয়ে পড়েছে।'

তিনি আরও বলেন, 'গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদ সবই তৃণমূলের হাতে। অথচ এলাকার নিকাশিনালা দীর্ঘদিন ধরে সাফাই হয় না। জল আটকে রয়েছে অনেক নালায়। কোনও মাস্টার প্ল্যান তৈরি করেনি তৃণমূল।'

আনন্দময়ের অভিযোগ, 'আমরা কাজ করতে চাইলেও বিডিও, জেলা শাসক আমাদের কথা শোনেন না। ওই দুই এলাকায় অনেক সরকারি জমি ফাঁকা পড়েছিল। তৃণমূল নেতারা নিজেদের আখের গোছাতে জমিগুলি কোটি কোটি টাকায় বিক্রি করে দিয়েছেন।'

শনিবার জলমগ্ন এলাকায় গিয়ে বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ। সেখানেই বিধায়ক এবং সাংসদকে এলাকায় দেখা যায় না বলে কটাক্ষ করেছিলেন তিনি। এদিন বিধায়ক জলমগ্ন এলাকায় এসে সভাধিপতির ভূমিকা নিয়ে পালটা প্রশ্ন তুলেছেন। তিনি বলেন, 'নালা তৈরির জন্য সভাধিপতি জায়গা খুঁজে পাচ্ছেন না। অথচ তৃণমূল নেতারাই জমি বিক্রি করে দিচ্ছেন।' এ প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়া জানতে সভাধিপতির সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। তিনি 'মিটিংয়ে ব্যস্ত রয়েছি' বলে জানিয়ে দেন।

ভাঙা রাস্তায় ভয়

চোপড়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি)-এর অফিসের গেটের সামনের রাস্তা ভাঙা। এর ফলে অফিসে ঢুকতে ভয় পাচ্ছেন কর্মী এবং শিক্ষকরা। ভারী বৃষ্টিতে নালার নোংরা জল ঢুকে পড়ছে অফিসে। ঘিরনিগাঁওয়ের লালবাজার এলাকায় ওই অফিসের সামনে গেলে শোচনীয় ছবি ধরা পড়বে। এদিকে অভিযোগ উঠছে, সমস্যার কথা স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রশাসনকে জানানো হলেও কোনও সুরাহা হয়নি।

চোপড়া সার্কেলের স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি) বরুণ শিকদারের কথায়, 'ব্লক প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে এর আগে একবার মাটি ফেলা হয়েছিল। তবে তা টেকেনি। শীঘ্রই রাস্তার ভেঙে যাওয়া অংশটি মেরামতের উদ্যোগ নেওয়া হবে।'

অফিসের সামনে সীমানা প্রাচীর ঘেঁষে রয়েছে একটি পুকুর। মাঝে পাকা রাস্তা। তার এক পাশে অফিস। অন্যপাশে বাজার। বর্ষায় পুকুরপাড় ভেঙেছে। এর ফলে গোটা লালবাজার এলাকার জল ওইদিক দিয়ে বেরোচ্ছে। ফলে অফিসের সামনের ওই অংশ ভেঙে গিয়েছে বলে ধারণা অনেকের। স্থানীয় মাছ ব্যবসায়ী হবিবুর রহমান বলেন, 'একটু বৃষ্টি হলেই গোটা বাজার এলাকায় জল জমে যাচ্ছে। নিকাশি ব্যবস্থার কোনও বালাই নেই। এ ব্যাপারে পঞ্চায়েতের কোনও ভ্রূক্ষেপ নেই।'

যদিও এ প্রসঙ্গে চোপড়া পঞ্চায়েত সমিতির সহ সভাপতি ফজলুল হক বলেছেন, 'স্কুল পরিদর্শক (প্রাইমারি)-এর অফিসের সামনের রাস্তার ভাঙা অংশটি সংস্কারের উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

জাতীয় সড়কের কঙ্কালসার অবস্থা

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে ইসলামপুরের ওলিগঞ্জ থেকে পূর্ণিয়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬০ কিলোমিটার রাস্তার বেহাল অবস্থা। হঠাৎ করে দেখলে বোঝার উপায় নেই রাস্তা না ডোবা! খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ থেকে যানবাহনচালকদের। পুজোর আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। এর মধ্যে, রাস্তার এরকম অবস্থায় চিন্তায় সকলেই।

দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বাস ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি দিয়েছে ইসলামপুর প্রাইভেট মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশন। মোটর ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি জয়ন্ত শেঠ বলেন, 'এই রাস্তায় বাস চালাতে সমস্যা হচ্ছে। পুজোর আগে অন্তত সড়কের হাল ফিরবে বলে আশা করেছিলাম। কিন্তু কর্তৃপক্ষের কোনও হুঁশ নেই। শুধু মোটা টাকা ট্যাক্স নিয়েই সরকার নীরব। দ্রুত সড়কের হাল না ফিরলে আমরা পুজোর আগেই বাস ধর্মঘটের ডাক দেব।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ একাধিকবার প্রতিশ্রুতি দিলেও, রাস্তার হাল একই রয়ে গিয়েছে। তাঁদের কথায়, সাধারণ মানুষের আইওয়াশ করতে কয়েকদিন আগে জাতীয় সড়কে তাপ্পি মেরেছিল কর্তৃপক্ষ। কিন্তু কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই তাপ্পি উঠে সড়ক আরও বিপজ্জনক হয়ে পড়েছে। বিষয়টি নিয়ে জানতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের শিলিগুড়ির প্রোজেক্ট ডিরেক্টর প্রদ্যুৎ দাশগুপ্তকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

রাস্তার এমন অবস্থায় বাইক, টোটো, সাইকেল আরোহীরা প্রাণ হাতে করে যাতায়াত করতে বাধ্য হচ্ছেন। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় পালের অভিযোগ, 'সাধারণ মানুষের জীবন নিয়ে ছেলেখেলা চলছে। আর কতদিন? পুজোর মধ্যে দর্শনার্থীরা দুর্ঘটনার কবলে পড়লে তার দায় কে নেবে?'

এক বছর ধরে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক বেহাল হয়ে থাকলেও, সড়ক কর্তৃপক্ষ বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়েই দায় সেরেছে। বর্তমানে সড়কের বেহাল অবস্থা চরম আকার নিয়েছে। অথচ ঘোষপুকুর টোল প্লাজা এবং পূর্ণিয়া মোড়ের আগে থাকা টোল প্লাজা থেকে মোটা টাকা আদায় করছে কর্তৃপক্ষ। রাস্তার হাল ফেরাতে চার মাস আগে ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ হলেও, কোনও এক অজানা রহস্যে আজও সেই কাজ শুরু হয়নি।

ইসলামপুরের ধনতলা এলাকায় বিপজ্জনক অবস্থায় জাতীয় সড়ক। -সংবাদচিত্র

রাস্তা যেমন

- ওলিগঞ্জ থেকে পূর্ণিয়া মোড় পর্যন্ত প্রায় ৬০ কিলোমিটার রাস্তা বেহাল
- খানাখন্দে ভরা রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হিমসিম খেতে হচ্ছে সাধারণ মানুষকে
- দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বাস ধর্মঘটের হুঁশিয়ারি
- জাতীয় সড়কে তাপ্পি মারা হলেও, কয়েকদিনের বৃষ্টিতে সেই তাপ্পি উঠে গিয়েছে

সমাজ বদলাবেই

আপনি হবেন

মশাল-বাহক?

চলে আসুন

উত্তরবঙ্গ সংবাদে

উত্তরবঙ্গের সর্বত্র রিপোর্টার নিচ্ছি আমরা।

সিনিয়ার থেকে অনভিজ্ঞ, আবেদন করতে পারেন সবাই।

এলাকার রাজনৈতিক, প্রশাসনিক, শিক্ষা, ক্রীড়া, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকতে হবে। বাংলায় সাবলীলভাবে লেখার দক্ষতা এবং মানসিকতায় হতে হবে ইতিবাচক।

আপনাকেই কেন বেছে নেব আমরা, তার সমর্থনে কয়েক লাইন লিখুন। সঙ্গে জুড়ে দিন আপনার জীবনপঞ্জি।

সাবজেক্ট লাইনে লিখুন : Reporter for ...

যে ব্লক বা যে শহরের জন্য আবেদন করছেন।

আবেদনপত্র ই-মেল করুন

৫ অক্টোবর ২০২৪-এর মধ্যে

ubs.torchbearer@gmail.com

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

মহালয়ার দিন পুজোর ভার্চুয়াল উদ্বোধনে মমতা

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : গত বছর মহালয়ার আগেই জেলার পুজোগুলির ভার্চুয়াল উদ্বোধন শুরু করে দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এনিয়ে কম বিতর্ক হয়নি। এবার আর মুখ্যমন্ত্রী সেই বিতর্কে যেতে নারাজ। তাই, এবার জেলার বেশকিছু পুজো মহালয়ার দিন বিকালে নবান্ন থেকেই তিনি ভার্চুয়াল উদ্বোধন করবেন। এরই মধ্যে এবার কলকাতায় গত বছরের থেকে ২১৯টি পুজো বেড়েছে। কলকাতা পুলিশের কাছে এখন অবধি ২৯৭৬টি পুজোর আবেদন জমা পড়েছে। আরজি কর কাণ্ডে যে শারদোৎসবে ভাটা পড়েনি এই আবেদন তারই প্রামাণ। পুজোকে ঘিরে গত বছরের তুলনায় এবার ব্যাবসা কিছুটা হলেও যে বাড়বে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ইতিমধ্যে কলকাতার বড় বড় মার্কেট ও মলগুলির দখল নিয়েছেন ক্রেতারা। রাস্তায় আক্ষরিক অর্থে রীতিমতো জনসুনামী শুরু হয়ে গিয়েছে।

ইতিমধ্যে পুজো উদ্বোধনের জন্য নবান্নে প্রায় ৮৫০টি আবেদন জমা পড়েছে। কিন্তু এতগুলি পুজোর উদ্বোধন সম্ভব নয়। তাই, সেখান থেকে বাছাই করা পুজোর উদ্বোধনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সেই তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে অত্যন্ত সতর্ক নবান্ন। তালিকা তৈরির আগে জেলা শাসক, পুলিশ সুপার, পুলিশ কমিশনার ছাড়াও সিনিয়ার জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গেও কথা বলছেন মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়ের অফিসাররা। মঙ্গলবারের মধ্যেই সেই তালিকা চূড়ান্ত করে সংশ্লিষ্ট পুজোগুলিকে জানিয়ে দেওয়া হবে বলে নাবান্ন সূত্র খবর।

আরজি কর কাণ্ডের জেরে শারদোৎসবে কতটা উন্মাদনা থাকবে, তা নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছিল। এই পরিস্থিতে কলকাতায় এবার রেকর্ড সংখ্যক পুজোর আবেদন জমা পড়েছে বলে কলকাতা পুলিশ সূত্রে খবর। এবছর কলকাতা পুলিশের কাছে ২৯৭৬টি পুজোর আবেদন জমা পড়েছে। গত বছরের থেকে ২১৯টি বেশি। ফলে, শারদোৎসবে যে ভাটা পড়ছে না তা এক প্রকার নিশ্চিত নবান্নের কর্তারা। গত বছর পুজোয় প্রায় ৭০ হাজার কোটি টাকার ব্যবসা হয়েছিল। রাজ্যের অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই ব্যবসা যথেষ্ট ইতিবাচক। মনে করা হচ্ছে, এবার ব্যবসার পরিমাণ গত বছরের তুলনায় কিছুটা হলেও বাড়বে। ইতিমধ্যেই কলকাতার নিউ মার্কেট, হাতিবাগান, গড়িয়াহাট বাজারে শনি ও রবিবার তিলধারণের স্থান ছিল না। হাওড়া ও শিয়ালদা স্টেশন থেকে গড়িয়াহাটগামী বাসে ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। পিছিয়ে ছিল না মোট্রো স্টেশনগুলিও। দুপুর থেকেই যাত্রীদের ভিড় দেখা গিয়েছে। আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে আন্দোলনের পাশাপাশি সাধারণ মানুষ উৎসবেও যে শামিল হচ্ছেন, তা এই ভিড়েই স্পষ্ট।

আরজি করে ফের নগরপাল, তৎপর সিবিআই

রহস্য লুকিয়ে মোবাইলে

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি করে ধর্ষণ ও খুনের মামলার তদন্তে নির্যাতিতার মোবাইল ফোন এখন সিবিআই আধিকারিকদের নজরে। ওই মোবাইলেই লুকিয়ে থাকতে পারে গোটা ঘটনার রহস্য। এমনটাই মনে করছেন সিবিআইয়ের তদন্তকারীরা। ঘটনার আগে কার কার সঙ্গে তাঁর কথা হয়েছিল, কেউ কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন কি না, কারও সঙ্গে বাকবিতণ্ডা হয়েছিল কি না, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। তাই নির্যাতিতার মোবাইল ফোনটিতে বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে। সিবিআই আধিকারিকদের আশঙ্কা, মোবাইলে থাকা কোনও ছবি, ভিডিও ও তথ্য ডিলিট করা হয়ে থাকতে পারে। তাই, সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছেন তাঁরা। ডিজিটাল নথি লোপাটের আশঙ্কা উড়িয়ে দেওয়া হচ্ছে না। সূত্রের খবর, ঘটনার দিন এনআরএস হাসপাতাল থেকে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ এক ব্যক্তি আরজি করে এসেছিলেন। দীর্ঘক্ষণ তিনি সন্দীপের ঘরে ছিলেন। তাঁকে সেমিনার হলেও দেখা গিয়েছে। এই বিষয়টিও নজরে রয়েছে তদন্তকারীদের।

তদন্তে নেমে এই ঘটনায় যত দিন গিয়েছে, ততই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে। ধর্ষণের পরে খুন না কি খুনের পরে ধর্ষণ, ময়নাতদন্তের সময় নমুনা সংগ্রহ, বিচারবিভাগীয় ম্যাজিস্ট্রেটের উপস্থিতি, বহিরাগতদের হাজির থাকা, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট, সুরতহাল রিপোর্ট নিয়েও বহু প্রশ্ন রয়েছে তদন্তকারীদের। তথ্যপ্রমাণ লোপাটের যে বিষয়টি সিবিআই নজরে রয়েছে, তাতে সন্দীপ-ঘনিষ্ঠ কয়েকজন জুনিয়ার চিকিৎসকের জড়িত থাকার ইঙ্গিত পেয়েছেন

তদন্তকারীরা। পুলিশ পৌঁছোনোর আগে জুনিয়ার ডাক্তাররা সেখানে ছিলেন। তাঁদের কয়েকজনের সঙ্গে সন্দীপের একাধিকবার কথা হয়। ওইদিন সকাল থেকেই তাঁদের গতিবিধি তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে। তাঁরা সুরতহাল রিপোর্টের সময় সেখানে ছিলেন বলে জানা গিয়েছে। সন্দীপের নির্দেশেই তাঁরা গিয়েছিলেন কি না, তা জানতে চাইছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই ১০ থেকে ১২ জুনিয়ার চিকিৎসকের বয়ান রেকর্ড করেছে সিবিআই। ঘটনাস্থল সেমিনার হল কি না তা নিয়েও সংশয়ে তদন্তকারীরা। তাঁদের ধারণা, সেমিনার হলের বিল্ডিংয়েই এই ঘটনা ঘটেছে। তারপর সেমিনার হলের তথ্যপ্রমাণ লোপাটের জন্য পরিপাটি করে সমস্ত কিছু গুছিয়ে রাখা হয়েছে।

আচমকা হানা

- রবিবার আচমকা তৃতীয়বারের জন্য আরজি করে গেলেন মনোজ ভার্মা
- আউটপোস্টের কর্মীদের সঙ্গে বেশ কিছুক্ষণ তিনি কথা বলেন
- তাঁকে সিআইএসএফ-এর সঙ্গেও কথা বলতে দেখা যায়

দায়িত্বে আসার পর এদিন তৃতীয়বার আরজি করে যান কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মা। আরজি করের পুলিশ আউটপোস্টে কর্মরত পুলিশকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেন তিনি। নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখেন। আরজি করের জরুরি বিভাগেও যান তিনি। বিশেষত রাতে হাসপাতালের নিরাপত্তা ও মহিলাদের নিরাপত্তার বিষয়টি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতেই তিনি আরজি করে যান। জানা গিয়েছে, প্রসূতি বিভাগেও গিয়েছেন মনোজ। সিআইএসএফ-এর জওয়ানদের সঙ্গে কথা বলেছেন। সরকারি হাসপাতালগুলিতে নিরাপত্তা নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ ও সম্প্রতি সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজের বিষয়টি নিয়ে আবারও প্রশ্নের মুখে পড়েছে রাজ্য। আর এই আবহেই আরজি করের নিরাপত্তার বিষয়টি খতিয়ে দেখে গেলেন মনোজ ভার্মা।

শ্রীরামপুরের তৃণমূল বিধায়ক তথা চিকিৎসক সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে শুধু আরজি করে দুর্নীতি নয়, কলকাতা মেডিকেল কলেজেও দুর্নীতির অভিযোগ উঠেছে। মেডিকেল কলেজ স্টুডেন্টস ইউনিয়ন হাসপাতালের অধ্যক্ষকে স্মারকলিপি দিয়ে সুদীপ্তর বিরুদ্ধে অভিযোগ জানিয়েছে। তাঁদের অভিযোগ, সুদীপ্তর নির্দেশেই টাকার বিনিময়ে হাসপাতালের শয্যা, ল্যাবরেটরির টেস্ট কিট বিক্রি হয়েছে। বিনামূল্যে যে শয্যা রোগীর পাওয়ার কথা তার বিনিময়েও টাকা নেওয়া হয়েছে। বিনা পয়সায় বিভিন্ন চিকিৎসা সরঞ্জাম নিজের নার্সিংহোমে পাঠাতেন সুদীপ্ত।

কলকাতার রাস্তায় ন্যায়বিচারের দাবিতে মশাল মিছিল। রবিবার। ছবি : আবির চৌধুরী

কর্মবিরতির জেরে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন

প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতিকে 'গো ব্যাক'

নির্মল ঘোষ

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : রোগীমৃত্যুর জেরে জুনিয়ার ডাক্তারদের মারধরের প্রতিবাদে শুক্রবার রাত থেকে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে কর্মবিরতি অব্যাহত। যথাযথ নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে আন্দোলন জারি থাকবে বলে জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। তাঁদের প্রতিবাদ ও কর্মবিরতিতে নড়েচড়ে বসল প্রশাসন। নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে। সিসিটিভি ক্যামেরার সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে। হাসপাতালের রেসিডেন্ট ডাক্তাররা আন্দোলনকারীদের পাশে থাকার কথা ঘোষণা করেছেন। এদিন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি শুভঙ্কর সরকার সাগর দত্ত হাসপাতালে গেলে তাঁকে 'গো ব্যাক' স্লোগান দেওয়া হয়। এদিকে, তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে রবিবার সন্ধ্যায় জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে রাজ্যজুড়ে মশাল মিছিল হয়। সোমবার সুপ্রিম কোর্টে আরজি কর মামলার শুনানি। সেই মামলায় রাজ্যের ভূমিকা দেখে প্রয়োজনে সোমবার থেকে রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতির ডাক দেওয়ার কথা জানিয়েছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। সোমবারই ৫০টি গণসংগঠনের ডাকে কলেজ স্কোয়ার থেকে রবীন্দ্র সদন পর্যন্ত প্রতিবাদ মিছিলের ডাক দেওয়া হয়েছে।

সাগর দত্ত হাসপাতালের রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান মদন মিত্র রবিবার জানান, আরজি করের ঘটনার পরই নিরাপত্তা ব্যবস্থায় জোর দেওয়া হয়েছে। ডাক্তারদের ওপর হামলার ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছেন তিনি। হাসপাতালের আউটপোস্টে বৃদ্ধি করা হয়েছে পুলিশকর্মীর সংখ্যা। আগে ওই ফাঁড়িতে ২৮ জন পুলিশকর্মী ছিলেন। রবিবার থেকে সেই সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৪০। হাসপাতাল চত্বরের বিভিন্ন জায়গায় নতুন সিসিটিভি ক্যামেরাও বসানো হয়েছে। আন্দোলনকারীরা অবশ্য এই উদ্যোগে অখুশি। তাই কর্মবিরতি আন্দোলন চলছে। তাঁদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন হাসপাতালের 'রেসিডেন্ট ডাক্তাররা'। হাসপাতালের নিরাপত্তার দাবিতে ও তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে জুনিয়ার ডাক্তারদের ডাকে এদিনই রাজ্যজুড়ে মশাল মিছিলের ডাক দেওয়া হয়। সাগর দত্ত, আরজি কর, কলকাতা মেডিকেল, এসএসকেএম সহ রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় মশাল মিছিলে শামিল হন সাধারণ মানুষও।

তবে জুনিয়ার ডাক্তাররা তাকিয়ে আছেন সোমবার সুপ্রিম কোর্টে শুনানির দিকে। ডাঃ দেবাশিস হালদার বলেন, 'রাজ্যের সরকারি হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজগুলিতে নিরাপত্তার প্রশ্নে আদালতে রাজ্যে কী রিপোর্ট পেশ করে আমরা সেদিকে নজর রাখব। নিরাপত্তা সুনিশ্চিত না হলে সোমবার বিকেল থেকেই রাজ্যজুড়ে পূর্ণ কর্মবিরতি শুরু হবে।'

জুনিয়ার ডাক্তারদের এই 'হুমকি' নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। নিজের ফেসবুক পেজে কুণাল লিখেছেন, 'আবার কর্মবিরতির হুঁশিয়ারি। তদন্তে সিবিআই, মামলা সুপ্রিম কোর্টে। পুজো সামনে। কর্মবিরতির হুমকি থ্রেট কালচার নয়?' তাঁর প্রশ্ন, 'হাসপাতালগুলিতে পরিকাঠামো উন্নত হয়েছে, আরও কাজের চেষ্টা চলছে। তবু, আবার কেন কর্মবিরতি?'

চক্ষুদান...

পিতৃপক্ষেই দেবীর চক্ষুদান। রবিবার রামপুরহাটে তথাগত চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।

পুজোয় আসছেন না শা, রাজ্যে নাড্ডা

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : পুজোর উদ্বোধনে আসবেন বলে কথা দিয়েছিলেন তিনি। কিন্তু আরজি কর কাণ্ডের জেরে এবার দুর্গাপুজোয় উৎসব না করার সিদ্ধান্তে মত বদলেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। তবে তিনি না এলেও আসতে পারেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি জগৎপ্রকাশ নাড্ডা, কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী গজেন্দ্র সিং শেখাওয়াত সহ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী।

রবিবার রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'পুজোয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের বঙ্গে আসার পরিকল্পনা রয়েছে। কেন্দ্রীয় সংস্কৃতিমন্ত্রী সহ বেশ কয়েকজন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরও আসার কথা আছে। আসতে পারেন জেপি নাড্ডাও। সফরসূচি এখনও চূড়ান্ত হয়নি।' তবে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা এলেও কোনও উদ্বোধন করবেন না। কেউ দেবেন অঞ্জলি, কেউ বা খাবেন প্রসাদ। রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত যেমন বলে রেখেছেন বঙ্গ বিজেপি এবার অভয়া অষ্টমী করবে।

তেমনই বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ঘোষণা করেছেন রাজ্যের বিজেপি প্রভাবিত ১ হাজার মণ্ডপে এবার অভয়া স্বাক্ষর সংগ্রহ কর্মসূচি করবে বিজেপি। মধ্য কলকাতার সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের এই পুজোরই উদ্বোধনে গতবার এসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অষ্টমীতে এসেছিলেন নাড্ডা। এই পুজোর উদ্যোক্তা বিজেপির দাপুটে নেতা ও কাউন্সিলার সজল ঘোষ বলেন, 'এবার পরিস্থিতি ভিন্ন। তাই অন্যরকমভাবে ভাবতে হচ্ছে আমাদের।' কিন্তু পুজোয় কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের রাজ্য সফর বা দলীয় কর্মসূচি, কোনও কিছুতেই যেন উৎসাহ নেই বঙ্গ বিজেপির নেতা-কর্মীদের। একান্ত সম্ভব না হলে পুজোর সময় নিজের বাড়ি ও জেলাতেই থাকতে চান সুকান্ত। আপাতত ত্রিপুরায় দলের সদস্য সংগ্রহের কাজে ব্যস্ত দিলীপ। পুজোর সময় নিজের বাড়িতে থাকতে চান বলে ঘনিষ্ঠ মহলে জানিয়েছেন তিনি।

রাজ্য বিজেপির অন্যতম সাধারণ সম্পাদক লকেট চট্টোপাধ্যায় বললেন, দলীয় কর্মসূচির কথা শুনেছি, এখনও ঠিক করিনি কোথায় থাকব? রাজ্যের সাধারণ সম্পাদক উত্তরবঙ্গের বিধায়ক দীপক বর্মন সহ বিজেপি বিধায়কদের মতে, বন্যা পরিস্থিতিতে মানুষের পাশে থাকাই প্রধান কাজ। যদিও দলের একাংশের মতে, আসন্ন সাংগঠনিক রদবদলের দিকেই তাকিয়ে দলের ওপর থেকে নীচুতলার নেতা-কর্মীরা। দলীয় কর্মসূচি বা পুজো কোনও কিছুতেই মন নেই বিজেপির।

স্বরূপকে নিয়ে নয়া বিতর্কে অপর্ণা

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : ফেডারেশনের মাথা মন্ত্রীর ভাই স্বরূপ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে মন্তব্য করে নয়া বিতর্ক তৈরি করলেন অপর্ণা। তিনি জানান, আমি নিজে কখনও ছবি প্রযোজনা করিনি। তাই ফেডারেশনের দিকটা নজর দেওয়া হয়নি। তাদের কথা মতো সহকারী পরিচালক নিতে হবে প্রোডাকশন থেকে নেওয়া হত। এসব ব্যাপারে আমি মাথা ঘামাতাম না। ইদানীং ডিরেক্টরস গিল্ডের সঙ্গে ফেডারেশনের কিছু বিরোধের বিষয় প্রকাশ্যে আসতেই ফেসবুকে দু-এক কথা লিখেছেন। অনীক দত্তের মতো পরিচালকরা অপর্ণার ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

তাঁর দাবি ছিল, এবছর ডিরেক্টর্স গিল্ডের নতুন কমিটি যেন নির্বাচনের মাধ্যমে ঠিক হয়। হেয়ার ড্রেসার্স গিল্ডের ওই বক্তব্য ডিরেক্টর্স গিল্ড প্রকাশ্যে আনে। সেখানেই একাধিক প্রশ্ন রেখেছেন অভিনেত্রী তথা পরিচালক অপর্ণা সেন। তিনি জানতে চেয়েছেন, 'অ্যাসোসিয়েশনের বড় পদে বসে থাকা স্বরূপ বিশ্বাস কি সিনেমা তথা টেলিভিশন ইন্ডাস্ট্রির কোনও টেকনিশিয়ান? যদি না হন, তাহলে শুধুমাত্র শাসকদলের সদস্য হওয়ার সুবাদে ইন্ডাস্ট্রির ফেডারেশনের সভাপতি পদে তিনি কি বহাল থাকতে পারেন? সভাপতির না কি সহকারী পরিচালকের কার্ড আছে। অথচ আমি যতদূর জানি, দুটি ছবিতে পর্যবেক্ষকের কাজ না করলে সহকারি পরিচালকের কার্ড পাওয়া যায় না।'

পরিচালক অভিনেত্রী অপর্ণা সেন।

স্বরূপ বিশ্বাস

তবে স্বরূপ অবশ্য চুপ থাকেননি। তিনি বলেন, 'আমি নিশ্চয়ই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দেব। অপর্ণা সেন সমাজমাধ্যমে প্রকাশ্যে উত্তর চেয়েছেন। আমি সমাজমাধ্যমে ওঁর সব প্রশ্নের উত্তর দেব।'

এই প্রসঙ্গেই অপর্ণা লিখেছেন, 'তিনি যদি দুটি ছবিতে পর্যবেক্ষক থাকেন, তাহলে সেই ছবি দুটির নাম কী? ওই কার্ড হাতে পাওয়ার পর তিনি কতগুলি ছবি করেছেন? কারণ, কার্ড হাতে পাওয়ার ১৩ মাসের মধ্যে কোনও ছবি না করলে তা খারিজ হয়ে যায়। তিনি যদি ছবি না করে থাকেন, তাহলে তাঁর কার্ড কি বাতিল হয়েছে?'

সিবিআইয়ের হাতে গ্রেপ্তার ২

মগমা ও ধানবাদ, ২৯ সেপ্টেম্বর : পোস্টিংয়ের জন্য কর্মীর কাছ থেকেই ২০ হাজার টাকা ঘুষ নেওয়ার অভিযোগ। সেই ঘুষ নিতে গিয়ে সিবিআইয়ের পাতা ফাঁদে ধরা পড়ল ইসিএলের এক কোলিয়ারির ম্যানেজার ও এক ক্লার্ক। শুক্রবার রাতে সিবিআই এই দুজনকে হাতেনাতে পাকড়াও করে। তারা ইসিএলের মুগমা এরিয়ার শ্যামপুর বি কোলিয়ারিতে কর্মরত ছিলেন। জেরার পর শনিবার বিকেলে তাদের গ্রেপ্তার করে সিবিআই। ধৃতরা হল কোলিয়ারি ম্যানেজার প্রবীণকুমার মিশ্র ও ক্লার্ক গৌর রাবানি। শনিবার বিকেলে তাদের ধানবাদে সিবিআই আদালতে তোলা হলে বিচারক চারদিনের সিবিআই হেপাজতের নির্দেশ দেন।

মণ্ডপের 'শিরদাঁড়া' এখন আবর্জনার স্তূপে

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনাপ্রবাহে জুনিয়ার চিকিৎসকদের প্রতিবাদে 'শিরদাঁড়া' প্রসঙ্গটি আলোচ্য হয়ে ওঠে। বেলেঘাটার গান্ধিমাঠ ফ্রেন্ডস সার্কেলের পুজোয় এবছরের থিম 'বাবারা এমনই নিঃশব্দ হয়'। এই থিম ফুটিয়ে তুলতে ১৫ ফুটের প্রতীকী শিরদাঁড়া তৈরি করা হয়। কিন্তু হঠাৎ করে সেই শিরদাঁড়ার ঠাঁই হয় মণ্ডপের পিছনে আবর্জনা ফেলার জায়গায়। আর এই নিয়েই শুরু হয় বিতর্ক। কী কারণে মেরুদণ্ডটি সরিয়ে ফেলা হল তা নিয়ে উঠছে প্রশ্ন। তার বদলে পুজোমণ্ডপে প্রবেশের সামনে রয়েছে কাটআউটে বড় করে তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ, স্থানীয় বিধায়ক পরেশ পালের ছবি। রাজনৈতিক শক্তির চাপেই কি মেরুদণ্ড নোয়াতে হল উদ্যোক্তাদের, তা নিয়েই উঠছে প্রশ্ন। তবে পুজো উদ্যোক্তাদের দাবি, বর্তমান পরিস্থিতিতে প্রতীকী শিরদাঁড়া থাকলে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। তাই তাঁরা শিরদাঁড়াটি সরিয়ে নিয়েছেন।

আরজি কর ঘটনার প্রতিবাদে জুনিয়ার ডাক্তাররা প্রতীকী শিরদাঁড়া তুলে দিয়েছিলেন প্রাক্তন কলকাতার পুলিশ কমিশনার বিনীত গোয়েলের হাতে। তাঁদের বার্তা ছিল, পুলিশ প্রশাসনকে মেরুদণ্ড সোজা রেখে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। আর এই আবহেই পুজো উদ্যোক্তাদের থিম ও আন্দোলনের মেরুদণ্ড কোথাও গিয়ে মিলে গিয়েছিল। উদ্যোক্তাদের বক্তব্য, তাঁরা জানুয়ারি মাস থেকে থিমের কাজ শুরু করেছিলেন। তখন

কুমোরটুলি থেকে মণ্ডপের পথে। রবিবার কলকাতায়। -আবির চৌধুরী

থেকেই এই নকশাটি তৈরি করা হয়েছিল এবং তা বসানো হয়েছিল। কিন্তু আরজি করের ঘটনায় চিকিৎসকদের প্রতিবাদস্বরূপ শিরদাঁড়ার বিষয়টি যেভাবে উঠে আসে তাতে পুজোয় প্রতীকী শিরদাঁড়া রাখলে বিতর্ক তৈরি হতে পারে। তাঁরা কোনও বিতর্ক চান না। জানা গিয়েছে, এই পুজোর সভাপতি রাজু নস্কর শাসকদল তৃণমূল ঘনিষ্ঠ। শাসকদলের চাপেই কি উদ্যোক্তারা মাথা নোয়ালেন, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। রাজু নস্কর জানান, তাঁরা সরকারের বিরুদ্ধে নন, পুজো একটা উৎসব, তাঁরা সেই উৎসব নিয়েই থাকতে চান।

আজ নবান্নে ফের প্রশাসনিক বৈঠক মুখ্যমন্ত্রীর

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : গত এক মাসের বেশি সময়ে চারটি প্রশাসনিক বৈঠক করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিকালে নবান্ন সভাঘরে ফের প্রশাসনিক বৈঠক ডেকেছেন তিনি। সেখানে ভার্চুয়ালি সব জেলার জেলা শাসক ও পুলিশ সুপারদের থাকতে বলা হয়েছে। এর আগের প্রশাসনিক বৈঠকগুলিতে যে কাজ দেওয়া হয়েছিল, সেগুলি কতটা এগিয়েছে, কোন কোন ক্ষেত্রে সমস্যা হয়েছে তা জানতে চান মুখ্যমন্ত্রী। ওই বৈঠকে বেশকিছু সিদ্ধান্তও ঘোষণা হতে পারে। মেডিকেল কলেজ ও সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো উন্নতির কাজ কতটা এগিয়েছে তা নিয়ে পূর্ত দপ্তর ও মেডিকেল কলেজগুলির অধ্যক্ষদের কাছে রিপোর্ট নেওয়া হবে। বৈঠকে টাস্ক ফোর্সের সদস্যদেরও থাকতে বলা হয়েছে। পুজো প্রায় চলে এলেও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের দাম এখনও সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আসেনি। এই পরিস্থিতিতে টাস্ক ফোর্সকে আরও সক্রিয় হতে বলতে পারেন মুখ্যমন্ত্রী।

যদিও টাস্ক ফোর্সের চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ কোলে বলেন, 'আমরা নিয়মিত বাজারগুলিতে অভিযান চালাচ্ছি। সোমবার সকাল ১০টায় মানিকতলা বাজারে আমরা অভিযানে যাব। জিনিসের দাম এখনও নিয়ন্ত্রণে আছে।' সোমবার বিকালেই রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠক রয়েছে। ওই বৈঠকের পরই নবান্নে প্রস্তাবিত প্রশাসনিক বৈঠক শুরু হবে।

সোমবার, ১৩ আশ্বিন ১৪৩১, ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ১৩৪ সংখ্যা

শ্রীলঙ্কা-কাঁটা

ব্যবধান বছর দুয়েকের, কিন্তু দৃশ্যটা একই। গত ৫ অগাস্ট গণ অভ্যুত্থানের জেরে ইস্তফা দিয়ে দেশ ছেড়েছিলেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। তারপর তাঁর বাসভবনে শুরু হয় আন্দোলনের নামে তাণ্ডব, লুঠতরাজ। টিভিতে সেই দৃশ্য দেখতে দেখতে ২০২২ সালের ১৪ জুলাই অনুরূপ একটি ঘটনা সকলের মনে পড়ে যাচ্ছিল। ওইদিন গণ আন্দোলনের চাপে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার তৎকালীন প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে। সেই সময় একইভাবে কলম্বোয় তাঁর প্রাসাদে উন্মত্ত জনতা ভাঙচুর, লুঠপাট করেছিল।

দুটি পৃথক দেশ, প্রেক্ষাপট কিন্তু একই। কোভিডকালে দেশবাসীকে ভ্যাকসিন দেওয়ায় অন্য অনেক দেশের তুলনায় শ্রীলঙ্কার অগ্রণী ভূমিকা ছিল। কিন্তু ক্রমাগত বাড়ছিল বৈদেশিক ঋণের বোঝা। তলানিতে ঠেকেছিল বিদেশি মুদ্রার ভাঁড়ারের সঞ্চয়। ফলে যা হওয়ার, তা-ই ঘটল। মাথাচাড়া দিল বিধ্বংসী আর্থিক সংকট, নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের আকাশছোঁয়া দাম। ফলশ্রুতি দেশজুড়ে জনরোষ, শেষমেশ গোতাবায়ার সিঙ্গাপুর পলায়ন।

তারপর থেকে দ্বীপরাষ্ট্রে শুরু হয়েছে ঘুরে দাঁড়ানোর লড়াই। সম্প্রতি সেদেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন অনুরাকুমার দিশানায়েকে। শ্রীলঙ্কায় বামপন্থী প্রেসিডেন্ট এই প্রথম। জনতা বিমুক্তি পেরামুনা (জেভিপি)-র এই নেতা বরাবরই চিনপন্থী। প্রধানমন্ত্রী হয়েছেন অধ্যাপক হরিণী অমরসূর্য। দিল্লির হিন্দু কলেজের প্রাক্তনী তিনি। শ্রীলঙ্কার তৃতীয় মহিলা প্রধানমন্ত্রী। আগের দুজন সিরিমাভো বন্দরনায়েকে ও চন্দ্রিকা কুমারতুঙ্গা।

২০২২ এপ্রিল থেকে জুলাই পর্যন্ত শ্রীলঙ্কার গণ আন্দোলনে দলীয় রাজনীতির ছোঁয়া ছিল না। দুর্নীতি বিরোধী সেই আন্দোলনে শামিল হয়েছিল সমাজের সর্বস্তরের মানুষ। ছাত্রসমাজ, শ্রমিক-কৃষক, সাংস্কৃতিক শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সকলে। কিন্তু আল জাজিরা টিভির দাবি, নেতৃত্ব দিয়েছিল জেভিপি ও তার শরিকরা। আগাগোড়া অগ্রণী ভূমিকা ছিল দিশানায়েকের। ৫৬ বছরের দিশানায়েকে বিজ্ঞানের স্নাতক।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের অন্যতম সেরা দেশ শ্রীলঙ্কা। ভেলুপিল্লাই প্রভাকরণ প্রতিষ্ঠিত লিবারেশন টাইগার্স অফ তামিল ইলম (এলটিটিই)-এর সঙ্গে সংঘর্ষে বিধ্বস্ত হয়েছিল এই দ্বীপরাষ্ট্রটি। স্বাধীন তামিল রাষ্ট্রের দাবিতে টাইগারদের ওই রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ একসময় বিশ্বের আলোচ্য ছিল। রাজীব গান্ধির প্রধানমন্ত্রিত্বের সময় ভারত থেকে শান্তিবাহিনী যায় শ্রীলঙ্কায়। তামিল জনগণ ভারতের সেই পদক্ষেপকে ভালোভাবে নেয়নি। ধর্ষণ সহ বহু অভিযোগ উঠেছিল ভারতীয় সেনাদের বিরুদ্ধে।

১৯৯১-এ তামিলনাড়ুর শ্রীপেরুমপুদুরে মানববোমা বিস্ফোরণে রাজীবকে হত্যা সেই ঘটনারই পরিণাম। শ্রীলঙ্কায় দীর্ঘ আড়াই দশকের হিংসার বলি হয়েছিল দেড় লক্ষ। সেই এলটিটিই আর নেই, সেই সন্ত্রাসও এখন অতীত। আজকের শ্রীলঙ্কার লড়াই ঘুরে দাঁড়ানোর, আর্থিক সংকট থেকে রেহাই পাওয়ার। তাঁর নীতি, দেশবাসীর ওপর করের বোঝা কমানোর প্রতিশ্রুতি, দুর্নীতি ও পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে জেহাদ রাষ্ট্রনায়ক করে তুলেছে দিশানায়েকে-কে।

শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ভারতের বন্ধুত্ব বহু দশকের। এতকাল শ্রীলঙ্কা শাসন করেছে দক্ষিণপন্থী দলগুলো। এই প্রথম একজন চিনপন্থী মার্কসবাদী নেতা সেদেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। দিশানায়েকে অবশ্য নিজেকে চিনঘেঁষা মনে করেন না। তাঁর সাফ কথা, চিন কিংবা ভারত, কোনও দিকে তিনি ঝুঁকে নেই। দুই দেশকেই তিনি পাশে চান। দিশানায়েকে 'নিরপেক্ষ' সাজার চেষ্টা করলে কী হবে, শ্রীলঙ্কার সাম্প্রতিক পালাবদলে দুশ্চিন্তার ভাঁজ পড়েছে ভারতের কপালে।

নয়া প্রেসিডেন্টের ভারত বিরোধিতা সর্বজনবিদিত। বিদেশমন্ত্রী এস জয়শংকর বলেছেন, 'শ্রীলঙ্কা হোক বা বাংলাদেশ, প্রতিবেশী সব দেশের সঙ্গে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে চায় ভারত। আর দিল্লির সঙ্গে বাণিজ্যিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক না রাখলে আখেরে ক্ষতি হবে অন্য দেশের।' প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক শেষপর্যন্ত কী দাঁড়ায়, তার ওপরেই নির্ভর করছে উপমহাদেশের আগামীদিনের পরিস্থিতি।

অমৃতধারা

ভগবানকে কেন্দ্র করে যদি আমরা ঘুরি তাহলে আমরা মিলিত হব। যদি রাম আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা মিলিত হব। যত বেশি আমি তাঁর ওপর আশ্রিত হয়েছি, যত বেশি আমার তাঁর ওপর নির্ভরতা বেড়েছে তত কাজ সুন্দর হয়েছে। যত আমি খালি তত আমি সুন্দর। যে যার চিন্তা করে সে তার মতো হয়। বেদ- বেদান্ত-উপনিষদের শ্লোক পড়ার দরকার নেই, তাঁর চিন্তা করুন। তাঁর চিন্তা করা মানেই তো তাঁর মতো হয়ে যাওয়া। এটা আমি বলি, তোমরা ভালোবাসার চাষ করো। মানুষকে ভালোবাসো। নিজের কাছে নিজে PERFECT থাকা। নিজের কাছে নিজে ঠিক থাকা-এটাই সাধনা। এটাই কিন্তু ধর্মের একটা প্রধান দিক। -**ভগবান**

গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে ঝান্ডা ধরলে বিপদ

রাজ্যজুড়ে আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পথ নিয়ে বাংলার জুনিয়ার ডাক্তাররা যে বেশ আতান্তরে, তা যত দিন যাচ্ছে, স্পষ্ট।

দেবদূত ঘোষঠাকুর

আরজি কর কাণ্ডের পরে টানা ৪২ দিন 'সফল' আন্দোলন করেছেন জুনিয়ার ডাক্তাররা। প্রথমে আরজি করের সামনে। পরে স্বাস্থ্য ভবনের চৌহদ্দির ঠিক বাইরে। এর পরেই তাঁদের আন্দোলনের নেতৃত্বের মধ্যে কিছুটা ছন্নছাড়া ভাব যে এসেছে তাতে কোনও সন্দেহ নেই। পরবর্তী আন্দোলনের গতিপ্রকৃতি নিয়ে তাই কেমন যেন দ্বিধাগ্রস্ত মনে হচ্ছে ওই তরুণ তুর্কিদের।

আর এসব দেখে তাঁদের আন্দোলনে শামিল হওয়া সাধারণ মানুষেরা, যাঁরা পিছনে না থাকলে কখনোই ওই আন্দোলন গণ আন্দোলনের চেহারা নিত না, কিছুটা হতোদ্যম। আর এই পরিস্থিতিতে নানা 'খবর' বাতাসে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কেউ বলছেন, রাজ্য সরকারের সঙ্গে 'সেটিং' হয়ে গিয়েছে আন্দোলনকারীদের। আবার কেউ বলছেন, জুনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যে রাজনৈতিক মতাদর্শের সংঘাত হওয়ায় সিদ্ধান্ত নিতে দেরি হচ্ছে। সর্বত্র দ্বিধা।

ডাক্তারির ছাত্রদের মধ্যে বিভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ যে রয়েছেন, আন্দোলনের সময়েই তা তাঁরা প্রকাশ্যে জানিয়েওছিলেন। জুনিয়ার ডাক্তারেরা এসব 'জল্পনা' ফুৎকারে উড়িয়ে দিলেও, তাঁদের আন্দোলনের ভবিষ্যৎ পথ নিয়ে তাঁরা কিছুটা যে আতান্তরে, তা যত দিন যাচ্ছে একটু একটু করে প্রতীয়মান।

তবে সাগর দত্ত মেডিকেল কলেজে পরপর দুই দিন বহিরাগতদের হামলার ঘটনায় সব দ্বিধাদ্বন্দ্ব কেটে গেল। জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের নতুন মঞ্চ এবার সাগর দত্ত। পরপর আন্দোলনের ঘোষণাও করলেন ডাক্তাররা। আর আন্দোলনে শামিল হওয়া সাধারণ মানুষেরা অবশ্য চাইছেন, গণ আন্দোলন যাতে কোনওভাবেই এক বা একাধিক রাজনৈতিক দলের কুক্ষিগত হয়ে না যায়। সেটা ঘটলে আন্দোলন তবে লক্ষ্যহীন, শৃঙ্খলাহীন হয়ে পড়বে।

চিকিৎসক-প্রশাসকেরা কোনও রাজনৈতিক দলের ছত্রছায়ায় থাকলে যে কী হয়, রাজ্যের বর্তমান স্বাস্থ্য দপ্তরই চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে। সরকারি চিকিৎসকদের কেউ কেউ প্রকাশ্যেই আরজি করের ঘটনার পিছনে রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের কারও অবাধ নীতিহীনতাকে দায়ী করেছেন।

তাঁরা বলছেন, মূলত তিনটি বিষয়ের উপরে দাঁড়িয়ে রাজ্যে চিকিৎসক তৈরি এবং চিকিৎসা ব্যবস্থার মূল পরিকাঠামোটি। (ক) স্বাস্থ্য ভবনে অর্থাৎ স্বাস্থ্য ব্যবস্থার পরিচালন কেন্দ্র। (খ) রাজ্য স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় (গ) রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল।

এরাই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর হর্তাকর্তা-বিধাতা। কারণ তাদের মাধ্যমেই নির্ভর করে চিকিৎসা পরিষেবা, চিকিৎসকের মান, চিকিৎসা পরিষেবা ও চিকিৎসকদের দায়বদ্ধতার উপরে নজরদারি। কিন্তু তিনটি খুঁটি একসঙ্গে বিকল হল কীভাবে?

চিকিৎসকদের বড় অংশের বিশ্লেষণ, তিন খুঁটি জোট বেঁধেছে নির্দিষ্ট উদ্দেশ্য নিয়ে। উদ্দেশ্য বালি চুরি, গোরু চুরির মতো এখানেও মোটা টাকা উপার্জন। এর জন্য প্রয়োজন ছিল ক্ষমতার আস্ফালন। আর ক্ষমতা মানেই রাজনৈতিক ক্ষমতা। এবং সেটা একমাত্র দিতে পারে শাসকদল। বস্তুতপক্ষে, স্বাস্থ্য ভবন, রাজ্য মেডিকেল কাউন্সিল ও স্বাস্থ্য বিশ্ববিদ্যালয় একই সুতোয় নিজেদের গেঁথেছে। সুতো কার হাতে তা নিয়ে মানুষের মনে সুনির্দিষ্ট ধারণা রয়েছে।

এই সব রাজনৈতিক ধ্বজাধারীরা কিন্তু কেউ আদর্শগত রাজনীতি করেন না। আদর্শবাদী রাজনীতি কথাটা আর কয়েকবছর পরে বিলুপ্ত হয়ে যাবে। রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহৃত হবে বিভিন্ন লেখায়, বক্তৃতায়। নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি কিংবা কাউকে খুশি করার জন্য, কারও নেকনজরে থাকার জন্য এই রাজনীতিটাই এখন দস্তুর। স্বাস্থ্য ও শিক্ষাক্ষেত্রে আমাদের ক্রমাগত পিছিয়ে পড়ার মূলে এই 'ধান্দাবাজ' রাজনীতি। শুধু এই রাজ্য বললে ভুল হবে, এটাই এই দেশের সামগ্রিক চিত্র।

যাঁরা ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা, তাঁদের অধিকাংশই এই রাজনীতির সঙ্গে নিজেদের খাপ খাওয়াতে না পেরে রাজনীতিকে ঠাঁই দিয়েছেন নিজের মনের ভিতরে। কিন্তু যেসব ছাত্র নেতা ছাত্র ভর্তি, পরীক্ষায় পাশ করানো এসবের জন্য অর্থের লেনদেনের সঙ্গে যুক্ত থেকেছেন, পরবর্তীকালে কর্মজীবনেও তাঁরা সেই 'রাজনীতি'র খোঁজ করেছেন। স্বাস্থ্য ভবন, মেডিকেল কাউন্সিলের মধ্যে এমন কাউকে কাউকে খুঁজে পাওয়া যেতেই পারে। কলেজ জীবনের ডানপন্থী/বামপন্থী/অতি বামপন্থী রাজনীতির পথ পরিবর্তনেও কোনও অন্যায় দেখেন না তাঁরা।

কলেজ জীবনের রাজনীতি আর পেশাগত জীবনের রাজনীতি দুই বিপরীত মেরুর। কলেজের রাজনীতি অনেক ক্ষেত্রেই 'হুজুগ'-এর রাজনীতি। কোথাও বাধ্য হয়েই ছাত্র সংগঠনে নাম লেখানো। কলেজের অনেক আদর্শবান ছাত্র নেতা পরবর্তীকালে পেশাগত বাধ্যবাধকতায় তথাকথিত পুঁজিবাদের দাসত্ব মেনে নিয়েছেন, এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। তাঁরা কিন্তু শেষপর্যন্ত কর্পোরেটকেই বেছে নিয়েছেন। কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে দাপিয়ে ছাত্র রাজনীতি করা ছাত্রছাত্রীদের কতজন সফল রাজনৈতিক নেতা হতে পেরেছেন তা হাতে গুনে বলা যায়। চিকিৎসক ছাত্র নেতারাও তার ব্যতিক্রম নন।

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়কে চিকিৎসক হিসেবে মানুষ বলতেন ধন্বন্তরি। আবার রাজনৈতিক নেতা হিসেবে প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু বিধানবাবুকে সমীহ করে চলতেন। বিধানবাবু রাজনীতির সঙ্গে ডাক্তারি পেশাকে কখনও গুলিয়ে ফেলেননি।

আরজি কর কাণ্ডের পরে যেসব শিক্ষক নেতার নাম উঠে আসছে, তাঁদের মধ্যে দু'-একজন ছাত্র নেতা হিসেবেও 'জনপ্রিয়' ছিলেন। সরকারি পরিষেবায় যোগ না দিয়েও, হয় মেডিকেল কাউন্সিল কিংবা ইন্ডিয়ান মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের অন্তর্ভুক্ত হয়ে নিজের ক্ষমতার আস্ফালন দেখিয়েছেন এই সেদিনও। আরজি করের নারকীয় ঘটনার আগে পর্যন্ত।

১৯৯৪ সালের জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনটিকে খুব কাছ থেকে দেখেছি সাংবাদিক হিসেবে। ইডেন হসপিটাল রোডে জুনিয়ার ডাক্তারদের হস্টেলে আমার অনেকটা সময়ই কাটত। মেধাবী একদল ছেলেকে একেবারে কাছে থেকে দেখার সুযোগ হয়েছিল। ওই আন্দোলনকারী চিকিৎসকদের সবাই পরবর্তীকালে প্রতিষ্ঠিত চিকিৎসক হয়েছেন। তবে এঁদের মধ্যে ব্যতিক্রমী একজনের কথা আমার এখনও মনে আছে।

সে সময় অন্য সব কলেজে এসএফআইয়ের একচ্ছত্র আধিপত্য থাকলেও, কলকাতার মেডিকেল কলেজগুলিতে, প্রেসিডেন্সি কলেজে, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে অতি বাম সমর্থকরাই পাল্লায় ভারী ছিলেন। ওইসব ছাত্র নেতাদের বেশিরভাগই 'শখের' রাজনীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই পরবর্তীকালে রাজনীতিতে সহজেই হারিয়ে গিয়েছেন। কিন্তু হারিয়ে যাননি গিরীশ বেরা। যদি স্মৃতি বিশ্বাসঘাতকতা না করে, ১৯৯৪ সালের জুনিয়ার ডাক্তার আন্দোলনের অন্যতম মুখ ছিলেন ওই গিরীশ।

শুনেছিলাম উচ্চ মেধার গিরীশ ছত্তিশগড়ের আদিবাসী প্রধান এলাকায় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের পরিচালিত হাসপাতালে যোগ দিয়েছেন। সেখানে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছেন তাঁর সিনিয়ার-জুনিয়ার বেশ কয়েকজন চিকিৎসক। শোষণমুক্ত সমাজ গিরীশরা হয়তো গড়তে পারেননি, কিন্তু সেই সমাজ গড়ার আন্দোলনে সেবা দিয়ে অংশগ্রহণ করেছেন।

ছাত্র নেতা গিরীশ এক ধরনের। আবার আরজি কর কাণ্ডের পর প্রকাশ্যে আসা সৈকত, বিরূপাক্ষরা এক ধরনের ছাত্র নেতা। গিরীশদের আন্দোলনে ১৯৯৪ সালে বেশ কিছুদিন রাজ্যের সরকারি হাসপাতালে কাজকর্ম বিপর্যস্ত হয়েছিল। কিন্তু কোনও ডাক্তারি ছাত্রছাত্রীর ভবিষ্যৎ নিয়ে প্রশ্ন ওঠেনি। ফেল করা ছাত্র গুচ্ছ গুচ্ছ নম্বর পাননি। শতকরা ৮০ নম্বর পাওয়ার যোগ্য ছাত্র শতকরা ৩০ পেয়ে চোখের জল ফেলেননি। ডাক্তারি পড়া ছেড়ে দিতে চেয়ে অবসাদে চলে যাননি।

যদি ছাত্র রাজনীতির পরিণতি এটাই হয়, তাহলে সেই ছাত্র রাজনীতির কী প্রয়োজন তা নিয়ে কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে।

বামফ্রন্টের আমলে এক ছাত্র পরিষদের নেতা আমাদের কলকাতা মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে অবাধ বিচরণের সুযোগ করে দিয়েছিলেন। তিনি ডাক্তার হিসেবে কতটা সফল তা জানা নেই, তবে রাজ্যে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পরে মেডিকেল কাউন্সিল, মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের তিনিই ছিলেন হর্তাকর্তা। কলকাতা মেডিকেল কলেজ ছিল ওঁর জমিদারি। বিধায়ক হয়েছেন দু'বার। একবার আধামন্ত্রীও ছিলেন। তবে রোগীর কাছে 'ভগবান' হয়ে ওঠার সুযোগ নিতে ব্যর্থ। সরকারি কলেজে একজনকে ডাক্তার তৈরি করতে সরকারের বহু লক্ষ টাকা খরচ হয়। সেখানে ডাক্তার না হয়ে 'দাদা' হয়ে ওঠাটা খুবই বেদনাদায়ক।

আরজি কর কাণ্ডের পরে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলন রাজনৈতিক মদতপুষ্ট বলে রাজ্যের শাসকদলের অনেকেই প্রশ্ন তুলেছেন। এ ব্যাপারে ছাত্র নেতারা পরিষ্কার জানিয়েছিলেন, 'আমাদের রাজনৈতিক আদর্শ আলাদা হতে পারে। কিন্তু এখন আমরা সবাই এক।' সিনিয়ার ডাক্তারদের মধ্যেও দুই ভিন্ন রাজনৈতিক মতাদর্শের মানুষ একই সুরে কথা বলেছেন।

এ ব্যাপারে রাজ্যের এক প্রবীণ চিকিৎসকের সতর্কবার্তা : 'ডাক্তার গলায় স্টেথো ঝুলিয়ে ঝান্ডা ধরলে এবং রাজ্য সরকার তাকে সমর্থন করলে আবার আরজি করের মতো ঘটনা ঘটে যেতে পারে।' তিনি যা বলছিলেন, সেটাই সত্যি। রাজ্য স্বাস্থ্য প্রশাসন পুরোপুরি ভেঙে পড়ার আগে এখনই আরজি করের ঘটনা থেকে শিক্ষা নিয়ে ডাক্তারি পঠনপাঠন ও পরিষেবায় আমূল পরিবর্তন আনুক মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার।

(লেখক সাংবাদিক)

আজ

১৯১৯

সমাজসংস্কারক কিংবদন্তি শিবনাথ শাস্ত্রীর জীবনাবসান হয় আজকের দিনে।

১৯৬২

আজকের দিনে জন্মগ্রহণ করেন অভিনেতা প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায়।

আলোচিত

আমার পাকিস্তানি বন্ধুরা, আমি বলি, কেন আমাদের দু'দেশের সম্পর্ক খারাপ করছেন? আমরা প্রতিবেশী। যদি ভালো সম্পর্ক থাকে, তাহলে আইএমএফের থেকেও আমরা আপনাদের বেশি অর্থ দিতে পারি।

-রাজনাথ সিং

ভাইরাল/১

চিনের নানিংয়ে পাইপ ফেটে মলমূত্র যুক্ত হলুদ জল ফোয়ারার মতো গোটা এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। সেই জলে ভিজে চপচপে হয়ে যায় পথচলতি মানুষজন। গাড়ির কাচ 'পটি'তে ভরে যায়। ড্রাইভাররা ওয়াইপার চালিয়ে সেগুলি পরিষ্কার করেন। গা ঘিনঘিনে ভিডিও ভাইরাল।

ভাইরাল/২

আমেথির মুন্সিগঞ্জে বিবাহিত প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলেন তরুণ। ঘরে ঢুকতেই মেয়ের বাড়ির লোকজন চড়থাপ্পড় এমনকি লাঠি দিয়ে নির্মমভাবে তাঁকে পেটাতে থাকে। গুরুতর আহত হন তরুণ। ভাইরাল ভিডিও দেখে পুলিশ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছে।

জনমন

জনমত

বিচার চাই, উৎসবও চাই

উৎসব প্রিয় জাতি হিসাবে বাঙালির পরিচয় সর্বাগ্রে। কথায় আছে 'বাঙালির বারো মাসে তেরো পার্বণ'। তবে এবার বাঙালির একাংশ বলছে উৎসবে মেতে উঠুন, আর একাংশ বলছে উৎসব নয় বিচার চাই। আবার অন্য এক অংশ বলছে, বিচার এবং উৎসব দুটোই চাই। স্থায়ী ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে ফেরিওয়ালা, বিরিয়ানি থেকে শুরু করে চপ বিক্রেতা, মদ থেকে শুরু করে বেলুন বিক্রেতা, সকলের আর্থিক পরিস্থিতি অনেকাংশেই নির্ভর করে এই দুর্গাপুজোর উপর। তাই হয়তো বাঙালির শ্রেষ্ঠ পুজো দুর্গাপুজো।

তাই আমিও তৃতীয় শ্রেণির সমর্থক, যেখানে ধর্ম-বর্ণ-জাতি-উপজাতির সমাগম অর্থাৎ পুজোমণ্ডপ যেন হয়ে ওঠে বন্ধু-আত্মীয়-প্রতিবেশী সহ সকলের মিলনকেন্দ্র- তাই এবার না হয় সেখানেই চলুক তিলোত্তমার বিচারের দাবিতে প্রচার, মণ্ডপগুলোতে রাখা হোক উই ওয়ান্ট জাস্টিসের ফ্লেক্স, সেখানেই বাজুক 'আর কবে?', সম্ভব হলে টি-শার্ট কোম্পানিগুলির কাছে আবেদন, প্রতিবাদ সংবলিত কিছু লেখা বা ছবি অঙ্কিত টি-শার্ট তৈরির। আলোকসজ্জাতেও প্রতিফলিত হোক তিলোত্তমার বিচারের দাবি। আমরা অবশ্যই উৎসবে ফিরে যাব, তবে তিলোত্তমাকে নিয়ে, তাকে ছেড়ে নয়।

পার্থপ্রতিম সরকার
আনন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি।

আরজি করে প্রমাণ লোপাটকারীদের শাস্তি জরুরি

'জাস্টিস ফর আরজি কর'- এই স্লোগানে মুখরিত পশ্চিমবঙ্গ সহ গোটা দেশ। অভয়ার মৃত্যুর বিচার চেয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের আন্দোলনের পাশে দেখা যাচ্ছে দেশের আপামর জনসাধারণের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ। আসন্ন দুর্গোৎসবের মাঝেও কোথায় যেন অশান্তির সুর।

অভয়ার খুন ও ধর্ষণের ঘটনাটি ঘটার পর একজন মুখ্যমন্ত্রীর প্রশাসনের কাজ কী? নিশ্চয় কোনও অপরাধী যাতে রেহাই না পায় তা নিশ্চিত করা এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব দোষীদের শাস্তি দেওয়ার ব্যবস্থা করা। রাজ্যে তথা সমাজে সুশাসন কায়েম থাকুক- এটাই তো সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা। কিন্তু বাস্তব হল, অশুভ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে কে বা কারা অপরাধীদের আড়াল করতে প্রতিবার অপরাধের পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রমাণ লোপাট করে- এই প্রক্রিয়া দেখতে দেখতে মানুষ আজ অতিষ্ঠ।

তাই অভয়ার মৃত্যু নিয়ে জুনিয়ার ডাক্তারদের পাশে সাধারণ মানুষও এবার বিচারের দাবিতে সোচ্চার। তারপরও অবশ্য অভয়ার খুনের প্রমাণ লোপাট রোখা সম্ভব হয়নি। এত বড় জঘন্য ঘটনার পিছনে যে বা যারা জড়িত তাদের শাস্তি চায় সমগ্র দেশবাসী। কারণ প্রমাণের অভাবে কোর্টে দোষীদের যেমন শাস্তি হয় না, তেমনি সিবিআইয়েরও কিছু করার থাকে না। তাই প্রমাণ লোপাটকারীদের শনাক্ত করে কঠোর শাস্তি দেওয়া হোক- এটাই বর্তমানে প্রশাসনের কাছে কাম্য।

যীশুতোষ সেন, হায়দরপাড়া, শিলিগুড়ি।

এত চাওয়া নিয়ে আজ কোথায় যাই

যে কিশোর তার সহপাঠিনীকে দেখার জন্য সাইকেল চালিয়ে যেত গ্রামে, এখন সে ইনস্টাগ্রামে পুজো দেখে। দেখায়ও।

বিবেক রায়

সামনে পুজোয় এবার ড্রেসগুলো জমজমাট হওয়া চাই। একেবারে ট্রেন্ড মাফিক। তারপর রণবীর স্টাইলে দুটো পোজ মেরে ছবি দিলেই কেল্লা ফতে। তাতেই যা লাইক, কমেন্টস আসবে দু'দিন দিব্যি চলে যাবে। তার পরদিন পাহাড়ে যাব। একটা সানগ্লাস পরে 'হাম চলে বাহারো মে, গুনগুনাতি রাহো মে...' গানের সঙ্গে স্টোরি দেব। ভিউজে ফেটে যাবে। আর দশমীর দিন বন্ধুদের সঙ্গে চুটিয়ে 'চিল' করব।

সত্যি কথা বলতে সবার মুখ হাঁ করা তাক লাগিয়ে দেব। অবশ্য ক্যাপশনে লিখে দেওয়া জরুরি 'এখন আর আগের মতো মজা নেই পুজোয়।' এই সহজ কথাটা রোমান হরফে একটা বিদঘুটে ফন্টে লিখে দিলেই হল।

হ্যাঁ, এখন এভাবেই পুজো কাটে। কিছুদিন আগে পর্যন্ত যে কিশোর তার সদ্য স্কুল পড়া সহপাঠিনীকে দেখার জন্য সাইকেল চালিয়ে যেত কোনও অখ্যাত গ্রামে, এখন সে ইনস্টাগ্রামের এক কোণে বসে চোখ ধাঁধিয়ে পুজো দেখে। দেখায়ও। তার সে করুণ চোখে কত আশা। সেই ফোনের মানুষটির মতো মাপকাঠিতে দাঁড়িয়ে থাকার। সেই কিশোর শুধু এটুকু জানে না যে ফোনের মানুষটিও কত যান্ত্রিক ও শারীরিক মেকি এডিট করেছে তারই মতো। সে জানে না তারই মতো ফোনের মানুষটিরও বেদনা এলে ডিপ্রেশন হয়, সর্দি এলে রাতে রুমাল নিয়ে ঘুমোয়। সে শুধু ফোনের সেই অচেনা মানুষটি হতে চায়। সে রবীন্দ্রনাথ হতে চায় না, সে শাহরুখ খানও হতে চায় না এখন আর। সে এখন ইনফ্লুয়েন্সার হতে চায়। তাই তার এত আয়োজন, এত পুজোর প্ল্যান।

পৃথিবীটা এখানে এক ফালি স্বপ্ন চাওয়ার রাজ্য। একটা বাইক, রঙিন কতগুলি মানুষ। আর তাদের নিয়ে ক্যামেরাবন্দি কিছু মুহূর্ত শেয়ার করা। যদি বলি এতে কী হয়, তাহলে আমি বোকা। কেননা এর ফলেই বাড়ে সোশ্যাল মিডিয়ার ইন্টারেস্ট। আর তার ফলে বেড়ে যায় সেলফিতে নিজেকে আরও কয়েকবার দেখে নেওয়ার বাসনা। নিজের প্রতি ভালোবাসা, কতগুলো রিলস, আর কাছে আসা- এই সময়ের সবচেয়ে বড় চাহিদা এগুলিই। দিন যত যায়, সমাজ তত সামনে এগোয়। চাহিদা ততই বেড়ে যায়।

আর সেই চাহিদা যখনই পূরণ হয় না, তখনই চেপে ধরে অবসাদ, একাকিত্ব, নিজের প্রতি ঘৃণা। যে মানুষটার চারদিকজুড়ে প্রতিদিন উৎফুল্ল ভাব, হঠাৎ তার বেদনা এলে পায়ের তলার মাটি সরে যায়। সে না পায় কূল, না পায় পথ। কারণ সে যে অচেনা মানুষটির মতো হতে চেয়েছে, সেই মানুষটি নিজে বাস্তবের বিপরীতে দাঁড়িয়ে। সেকথার দিকে নজর দেবার সময় চলে গিয়েছে। ততদিনে সে আশার ছলনে ভুলে বহুদূর চলে এসেছে।

অবশ্য আমাদের মনে রাখা উচিত, ফজলি আম ফুরোলে ফজলিতর আম নয়, আতা ফল কাজে লাগে। তেমনই সোশ্যাল মিডিয়া থেকে বেরিয়ে আসতে সোশ্যাল মিডিয়াতর কোনও জীবন নয়, নতুন বাস্তবতা চাই। এআই আমাদের সেই জীবন দিতে পারবে না। বরং এআইয়ের অসৎ সঙ্গে পড়ে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনবে। আর চাওয়াগুলি আরও বেড়ে যাবে।

(লেখক ধূপগুড়ির বাসিন্দা। গৌহাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে। ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান। মেল—ubsedit@gmail.com এবং uttarbangaedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৩৯৫১

পাশাপাশি : ১। দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না, দম্ভপ্রকাশকারী ৪। ভারতীয় রাগসংগীতের একটি তারবাদ্য, তানপুরা ৫। শ্বেত, শুভ্র ৭। গণ্ড, গাল ৮। হিন্দি সিনেমার অতীত দিনের নায়িকা অথবা স্বর্গের গঙ্গা ৯। ধীরে প্রবাহিত বায়ু, মৃদু বাতাস ১১। পূর্ব-এর কোমল রূপ ১৩। খাটো, বেঁটে, ১৪। চট্টগ্রামের প্রাচীন নাম ১৫। লেবুবিশেষ, লক্ষ্মীদেবী।

উপর-নীচ : ১। পুত্র, বালক ২। মুণ্ডচ্ছেদ, হত্যা ৩। না থেমে একনাগাড়ে অথবা সর্বদা, অনবরত ৬। বিদ্যুৎ ৯। কিরণ, রশ্মি, জ্যোতি ১০। ব্যত্যয়, অন্যথা ১১। রোমাঞ্চ, আবেশজনিত মৃদু শিহরণ, ১২। দশ মহাবিদ্যার রূপবিশেষ, দুর্গা।

সমাধান ■ ৩৯৫০

পাশাপাশি : ১। কাণ্ডজ্ঞান ৩। করিম ৫। বাবুমশায় ৭। পিনাক ৯। ত্রিকষ ১১। বালগোপাল ১৪। সরম ১৫। জয়গান।

উপর-নীচ : ১। কারচুপি ২। নতুবা ৩। করম ৪। মলয় ৬। শায়ক ৮। নাকাল ১০। ষড়ানন ১১। বায়স ১২। গোলাম ১৩। লবজ।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

নয়া অবতারে ফের সিপিএমে কারাতরাজ

আগামী পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত কোঅর্ডিনেটর

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : সীতারাম ইয়েচুরির অবর্তমানে সিপিএমে ফিরে এল প্রকাশ কারাতের জমানা। তবে সাধারণ সম্পাদক হিসেবে নয়, আগামী পার্টি কংগ্রেস পর্যন্ত অন্তর্বর্তী দায়িত্ব হিসেবে সিপিএমের পলিটব্যুরো এবং কেন্দ্রীয় কমিটির কোঅর্ডিনেটর বা সমন্বয়কারীর ভূমিকা পালন করবেন তিনি। রবিবার দলের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আগামী বছর এপ্রিলে মাদুরাইয়ে সিপিএমের ২৫ তম পার্টি কংগ্রেস বসবে। তখনই নতুন সাধারণ সম্পাদক ঠিক হবে। ততদিন পর্যন্ত কোঅর্ডিনেটরের বকলমে সিপিএমের যাবতীয় কার্যভার সামলাবেন কারাত।

২০০৫ থেকে ২০১৫ পর্যন্ত মোট তিন দফায় সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক হয়েছিলেন তিনি। ৭৬ বছর বয়সি প্রকাশ কারাতের হাতে ফের সিপিএমের রাশ ওঠায় কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের সঙ্গে সমীকরণ কেমন দাঁড়াবে, তা নিয়ে ইতিমধ্যে চর্চা শুরু হয়েছে। শনিবার ইয়েচুরির স্মরণসভায় রাহুল গান্ধি, মল্লিকার্জুন খাড়গে সহ বিরোধী নেতানেত্রীরা ইন্ডিয়া জোটের সেতুবন্ধনের ভূমিকায় প্রয়াত নেতার অবদানের কথা বারবার উল্লেখ করেছিলেন। কারাত কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বে এসে সেই অভাব কতটা পূরণ করতে পারবেন, তা নিয়ে এখনই প্রশ্ন উঠছে।

সিপিএমের অন্দরে কারাত কট্টর কংগ্রেস-বিরোধী বলে পরিচিত। তাঁর সিদ্ধান্তেই ২০০৮ সালে ভারত-মার্কিন পরমাণুচুক্তি ঘিরে বিরোধের জেরে কংগ্রেস নেতৃত্বাধীন ইউপিএ-র ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল বামেরা। বিজেপির পাশাপাশি কংগ্রেসের থেকেও সমদূরত্ব বজায় রাখার নীতি নিয়ে চলতে বরাবরই অভ্যস্ত তিনি। নয়া উদারীকরণ নীতি নিয়ে বহুবার কংগ্রেসের সমালোচনা করেছেন তিনি। এমনকি পশ্চিমবঙ্গেও কংগ্রেসের সঙ্গে বামেদের আসন সমঝোতা করায় আপত্তি ছিল তাঁর। এই অবস্থায় মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, দিল্লি বিধানসভা ভোটের মুখে কারাতের হাতে সিপিএমের রাশ ওঠায় প্রশ্ন উঠেছে।

ইয়েচুরির জায়গায় কাকে অন্তর্বর্তী দায়িত্ব দেওয়া হবে, তা নিয়ে বেশ কিছুদিন ধরেই ভাবনাচিন্তা চলছিল। কারণ, সাধারণ সম্পাদকের পদে থাকাকালীন কেউ মারা গেলে বিকল্প কী ব্যবস্থা করা হবে, সেই সম্পর্কে স্পষ্ট করে কিছু লেখা নেই সিপিএমের গঠনতন্ত্রে। ১৯৬২ সালে অবিভক্ত সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন মৃত্যু হয় অজয় ঘোষের। তাঁর জায়গায় সিপিআইয়ের প্রথম চেয়ারম্যান হয়েছিলেন এসএ ডাঙ্গে। সাধারণ সম্পাদক করা হয়েছিল ইএমএস নাম্বুদিরিপাদকে। পরবর্তীকালে সিপিআই ভেঙে তৈরি হয় সিপিএম।

২৩ তম কান্নুর পার্টি কংগ্রেসে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরোর সদস্যদের বয়সের সীমানা ৭৫ বছর করে দেওয়া হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে আগামী পার্টি কংগ্রেসে প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন, সূর্যকান্ত মিশ্র, সুভাষিণী আলি, মানিক সরকারদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরো থেকে অবসর নেওয়ার কথা। সিপিএমের গঠনতন্ত্রে এও বলা আছে, তিনবার পুরো মেয়াদে দলের সাধারণ সম্পাদক পদে থাকা কোনও ব্যক্তি পুনরায় ওই পদে থাকতে পারবেন না। তবে বিশেষ পরিস্থিতিতে যদি কেন্দ্রীয় কমিটির তিন-চতুর্থাংশ সদস্য সিদ্ধান্ত নেয়, তাহলে সেই ব্যক্তি চতুর্থবার সাধারণ সম্পাদক হতে পারবেন। সেক্ষেত্রে আগামী পার্টি কংগ্রেসে সিপিএমের ৭৫ বছরের 'বিধির বাঁধন' রাখা হবে না কি তুলে দেওয়া হবে, তা নিয়েও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। যদি তা উঠে যায় তাহলে রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ বৃন্দা কারাতের সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে বসার সম্ভাবনা সবাধিক। কারণ, বিরোধী শিবিরের একাধিক নেতানেত্রীর সঙ্গে তাঁর সুসম্পর্ক রয়েছে। তিনিও হিন্দি-ইংরেজি-বাংলায় স্বচ্ছন্দ। তবে সিপিএমের একটি অংশ এমএ বেবি, বিভি রাঘবুলুকে পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক করার পক্ষপাতী।

প্রবল বৃষ্টিতে বানভাসি কাঠমাণ্ডু। বাগমতী নদীর জল বইছে বিপদসীমার ওপরে। জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে যানবাহনও। - এএফপি

বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত নেপালে মৃত বেড়ে ১২৫

কাঠমাণ্ডু, ২৯ সেপ্টেম্বর : বৃষ্টি, বন্যা ও ধসে বিধ্বস্ত নেপাল। অতি বর্ষণে রাজধানী কাঠমাণ্ডুর বহু এলাকা চলে গিয়েছে জলের তলায়। বন্যায় মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১২৫। নিখোঁজ ৬৪জন। দুর্যোগে আহত হয়েছেন ৬১ জন।

শুক্রবার থেকে একটানা বৃষ্টিতে বানভাসি নেপাল। নেপালের প্রধান নদী বাগমতী সহ বহু নদীর জল বিপদসীমার ওপর দিয়ে বইছে। একাধিক নদীতে হড়পা বান আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলে আশঙ্কা করছেন কর্তৃপক্ষ। এক পদস্থ আধিকারিক জানিয়েছেন, এবার এপর্যন্ত ২০০টি ভূমিধসের ঘটনা ঘটেছে নেপালে। এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে। তিনি জানিয়েছেন, শনিবার ২৪ ঘণ্টায় বৃষ্টি হয়েছে ৩২৩ মিলিমিটার, গত ৫৪ বছরে যা হয়নি। ৪ লক্ষ ১২ হাজার পরিবার ক্ষতিগ্রস্ত।

ফের প্যারোল চান রাম রহিম

চণ্ডীগড়, ২৯ সেপ্টেম্বর : হরিয়ানা বিধানসভা নির্বাচনের মুখে ফের কুড়ি দিনের জন্য প্যারোলে মুক্তি চাইলেন ডেরা সাচা সৌদাপ্রধান গুরমিত রাম রহিম সিং। রাম রহিমের আবেদন নির্বাচন কমিশনের কাছে পাঠিয়ে দিয়েছে হরিয়ানা সরকার। বিধানসভার নির্বাচন ৫ অক্টোবর। এখনও পর্যন্ত আটবার প্যারোলে মুক্তি পেয়েছেন তিনি।

কর্মস্থলে ফের মৃত্যু

নাগপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইওয়াই ইন্ডিয়া, এইচডিএফসির পর এবার এইচসিএল টেক। ফের কর্মস্থলে মৃত্যুর ঘটনা ঘটল। তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার নাগপুর দপ্তরের এক শীর্ষ আধিকারিক শুক্রবার হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান। তাঁর নাম নীতিন এডউইন মাইকেল (৪০)। পুলিশ জানিয়েছে, শুক্রবার সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ নীতিন নাগপুরের মিহান এলাকায় এইচসিএল টেকনলজিস লিমিটেডের শৌচাগারে গিয়েছিলেন। সেখান থেকে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। প্রথমে তাঁকে সংস্থার ক্লিনিকে নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর নীতিনের সহকর্মীরা তাঁকে নাগপুর এইমসে নিয়ে যান। সেখানে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। ময়নাতদন্তে জানা যায়, হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যু হয়েছে নীতিনের। তাঁর স্ত্রী ও ৬ বছরের একটি ছেলে রয়েছে।

সুনীতার জন্য অভিযান

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপ্টেম্বর : আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রে আটকে পড়া মহাকাশচারী সুনীতা উইলিয়ামস এবং ব্যারি উইলমোরকে পৃথিবীতে ফিরিয়ে আনতে বেসরকারি মহাকাশ সংস্থা স্পেসএক্সের সঙ্গে যৌথ অভিযানে নামল নাসা। রবিবার নাসার গবেষকদের তত্ত্বাবধানে পৃথিবীর কক্ষপথের দিকে রওনা দিয়েছে স্পেসএক্সের মহাকাশযান স্পেসএক্স ড্রাগন। ফ্লোরিডার কেপ ক্যানাভেরালে অবস্থিত স্পেসএক্সের উৎক্ষপণকেন্দ্র থেকে যানটি এদিনই পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছে গিয়েছে। সেটিতে রয়েছেন নাসার মহাকাশচারী নিক হেগ এবং রুশ মহাকাশ সংস্থা রসকসমসের নভশ্চর আলেকজান্ডার গরবুনভ। ওই যানে চড়েই আগামী বছর পৃথিবীতে ফেরার কথা সুনীতাদের। নাসা ও স্পেসএক্সের তরফে জারি করা যৌথ বিবৃতিতে বলা হয়েছে, স্পেসএক্স ড্রাগন আন্তর্জাতিক মহাকাশকেন্দ্রের উদ্দেশে রওনা হয়েছে। এটি পাঁচ মাসের গবেষণা মিশন।

হিজবুল্লার নয়া প্রধান সাফিউদ্দিন

লেবানন-ইরানকে বার্তা নেতানিয়াহুর

তেল আভিভ, ২৯ সেপ্টেম্বর : গাজায় প্যালেস্তিনীয় জঙ্গি সংগঠন হামাসকে কোণঠাসা করার পর ইজরায়েলি সেনার 'পরবর্তী গন্তব্য' লেবানন। রবিবার প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহুর মন্তব্যে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তাঁর হুঁশিয়ারি, আক্রান্ত হলে যেকোনও শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে পিছপা হবে না ইজরায়েল। হিজবুল্লার মোকাবিলায় এবার লেবাননে অভিযান চালাতে পারে ইজরায়েলের সেনাবাহিনী। ইরান বাধা দিলে তারা যে সেদেশের সঙ্গেও যুদ্ধে নামতে তৈরি সেই বিষয়ে ধোঁয়াশা রাখেননি নেতানিয়াহু।

প্রধানমন্ত্রী জানান, তিনি ব্যক্তিগতভাবে একটি উচ্চপর্যায়ের সামরিক অভিযানের ছাড়পত্র জারি করেছেন। আগামী দিনে ইজরায়েলি সেনা হিজবুল্লার শক্তঘাঁটি পূর্ব ও দক্ষিণ লেবাননে হামলার তীব্রতা বৃদ্ধি করবে। ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। শুক্রবার ইজরায়েলি বায়ুসেনার হামলায় নিহত হন হিজবুল্লা প্রধান সৈয়দ হাসান নাসরুল্লা। বেইরুটের এক বাড়ির বাংকারে লুকিয়ে থাকা নাসরুল্লার মৃত্যুর পরেই ইরানের শীর্ষনেতাদের গোপন জায়গায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

মনে করা হয়েছিল, হামাস ও হিজবুল্লার শীর্ষনেতৃত্বকে নিশ্চিহ্ন করার পর ইজরায়েলি অভিযানের গতি কমবে। পরিবর্তে সেনা সক্রিয়তা বৃদ্ধির কথা বলেছেন নেতানিয়াহু। হামাসের পর তিনি যে হিজবুল্লাকে 'পাখির চোখ' করেছেন সেই ব্যাপারে একমত প্রতিরক্ষা বিশেষজ্ঞরা। ঘটনাচক্রে এদিনই নাসরুল্লার উত্তরসূরির নাম ঘোষণা করেছে হিজবুল্লা। সংগঠনের নতুন প্রধান হচ্ছেন নাসরুল্লার আত্মীয় হাশেম সাফিউদ্দিন। ইরানে পড়াশোনা করা সাফিউদ্দিন সেদেশের প্রয়াত সেনাকর্তা কাশেম সোলেমানির মেয়ে জেইনাবের শ্বশুর। তাঁর সঙ্গে ইরান সরকারের শীর্ষমহলের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রয়েছে।

সাফিউদ্দিনকে মদত দেওয়া নিয়ে ইরানকে সতর্ক করেছেন নেতানিয়াহু। তাঁর কথায়, 'ইরান সহ গোটা মধ্যপ্রাচ্য ইজরায়েলের লম্বা হাতের নাগালে রয়েছে। আপনারা বুঝতে পারছেন এটা কতটা সত্যি। আমি আয়াতুল্লার সরকারকে বলছি, যারা আমাদের মারবে, আমরা তাদের মারব।' যুদ্ধে ক্ষতিগ্রস্ত ইজরায়েলিদের পুনর্বাসন এবং হামাসের হাতে আটক যুদ্ধবন্দিদের মুক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, 'আমরা শত্রুদের ওপর আক্রমণ চালিয়ে যেতে, আমাদের জনগণকে বাড়ি ফেরাতে এবং অপহৃতদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তন নিশ্চিত করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।' ইজরায়েলি সেনার একটি সূত্র জানিয়েছে, গাজা-যুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে লেবাননে ক্রমাগত বাসা বদল করছিলেন নাসরুল্লা। কয়েকমাস ধরে তাঁর গতিবিধির ওপর নজর রাখা হচ্ছিল। ২৭ সেপ্টেম্বর বেইরুটের দক্ষিণে একটি বহুতলের নীচে তৈরি বাংকারে আশ্রয় নিয়েছিলেন নাসরুল্লা। তাঁর অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়ার পর বহুতলটি লক্ষ্য করে বোমা বর্ষণ করা হয়। কয়েকমিনিটের মধ্যে সেখানে ৮৫ টন বোমা ফেলা হয়েছিল। বাংকার ধ্বংসে জিহিইউ-৩১ জেডিএএম এবং স্পাইস ২০০০ বোমা ব্যবহার করা হয়।

এদিকে ইজরায়েলের হুমকির প্রতিবাদে রাষ্ট্রসংঘের দ্বারস্থ হয়েছে ইরান। লেবানন এবং মধ্যপ্রাচ্যে ইজরায়েলের সম্ভাব্য আক্রমণ ঠেকাতে নিরাপত্তা পরিষদের জরুরি বৈঠকের দাবি জানিয়েছেন রাষ্ট্রসংঘে ইরানের স্থায়ী প্রতিনিধি। রাষ্ট্রসংঘের শরণার্থী সংস্থার প্রাথমিক হিসাবে দক্ষিণ লেবাননে ইজরায়েলি হামলা শুরু হওয়ার পর লক্ষাধিক মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে চলে গিয়েছেন।

আরজি কর মামলার সুপ্রিম শুনানি আজ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি কর হাসপাতালে চিকিৎসককে ধর্ষণ করে খুনের ঘটনায় স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে শুনানি চালাচ্ছে সুপ্রিম কোর্ট। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে সোমবার মামলাটির ফের শুনানি হবে। সূত্রের খবর, এদিন দুপুর ২টোয় মামলার শুনানি করবেন প্রধান বিচারপতি চন্দ্রচূড়, বিচারপতি জেবি পারদিওয়ালা এবং বিচারপতি মনোজ মিশ্র। এখনও পর্যন্ত মোট ৪২টি পক্ষ মামলায় যুক্ত হয়েছে। সওয়ালকারী আইনজীবীর সংখ্যা প্রায় ২০০। ফলে মামলার শুনানি দীর্ঘ হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ১৭ সেপ্টেম্বর শেষবার আরজি কর মামলার শুনানি হয়েছিল।

জঙ্গিকে মেরে শহিদ পুলিশ

শ্রীনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর : মৃত্যুর আগে এক কট্টরপন্থী জঙ্গিকে গুলি করে মারল এক আহত হেড কনস্টেবল। বশির আহমেদ নামে ওই কনস্টেবল জঙ্গিকে খতম করেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলে শহিদ হলেন। জম্মু ও কাশ্মীরের কাঠুয়ায় শনিবার রাতে জঙ্গিদমন অভিযানে নেমেছিল যৌথবাহিনী। তাতেই ছিলেন বশির আহমেদ। তিনি জঙ্গিদের সঙ্গে লড়াইয়ে আহত হয়েও নিজের

জীবন সম্পর্কে ভ্রূক্ষেপ না করে লড়াই চালিয়ে যান। শেষে আহত জঙ্গিকে গুলি করে করে মারেন।

গতকালের লড়াইয়ে আরও দুই পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন। জম্মুর এডিজি আনন্দ জৈন এক্স হ্যান্ডেলে জানিয়েছেন, কাঠুয়ার কোগ গ্রামে বশির আহমেদ বীরত্বের সঙ্গে লড়াই করে কর্তব্যে অবিচল থেকে আত্মত্যাগ করলেন। ডিএসপি সুখবীর ও এএসআই নিয়াজের অবস্থা স্থিতিশীল। জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় দফার ভোট অক্টোবরের ১ তারিখে। তার আগে দুর্ধর্ষ গতিতে চলছে জঙ্গিখতম অভিযান। শনিবার কাঠুয়ায় জঙ্গিদের খোঁজে অভিযান চালিয়েছে যৌথবাহিনী। তিন-চারজন জঙ্গির লুকিয়ে থাকার খবর পেয়েই গতকাল অভিযানে নামে যৌথবাহিনী।

নির্মলার ইস্তফা দাবি কংগ্রেসের

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামনের পদত্যাগের দাবিতে চাপ বাড়াচ্ছে কংগ্রেস। অধুনা বাতিল নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে তোলাবাজির অভিযোগে শনিবার অর্থমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর রুজু হয়েছে। সেই ঘটনাকে সামনে রেখে রবিবার কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী এবং মোদি সরকারকে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানান কংগ্রেস নেতা জয়রাম রমেশ এবং অভিষেক মনু সিংভি। নির্বাচনি বন্ডের মাধ্যমে তোলাবাজির অভিযোগে সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে একটি বিশেষ তদন্তকারী দল (সিট) গঠনের দাবি তুলেছেন তাঁরা। রমেশ বলেন, 'বেঙ্গালুরুর একটি বিশেষ আদালতের নির্দেশের পর যে এফআইআর দায়ের হয়েছে তাতে প্রথম অভিযুক্ত হিসেবে দেশের অর্থমন্ত্রীর নাম রয়েছে। ওই এফআইআরকে সামনে রেখে অর্থমন্ত্রীর উচিত অবিলম্বে পদত্যাগ করা। উনি রাজনৈতিক, নৈতিক এবং আইনের দিক থেকে দোষী।'

অভিষেক মনু সিংভি বলেন, 'আদালতের নির্দেশের পর এফআইআর দায়ের হয়েছে। এরপরের ধাপ হল যাঁরা দুর্নীতিতে জড়িত তাঁদের সমন পাঠানো হবে। তাঁদের বয়ান রেকর্ড করা হবে। সেটার ভিত্তিতে তাঁদের গ্রেপ্তার করা হবে। তাই চক্ষুলজ্জার খাতিরে অর্থমন্ত্রীর পদত্যাগ করা উচিত।' বিজেপির বিরুদ্ধে দেশের গণতন্ত্রকে দুর্বল করে তোলার অভিযোগও তুলেছে কংগ্রেস। সিংভি বলেন, 'অর্থমন্ত্রী নিজে এই কাজ করতে পারেন না। আমরা জানি, সরকারে কে প্রথম আর কে দ্বিতীয়। কাদের নির্দেশে এই কাজটি করা হয়েছে তাও জানি।' শনিবার বেঙ্গালুরুর বিশেষ এমপি-এমএলএ আদালতের নির্দেশের পরই নির্মলা সহ বেশ কয়েকজনের বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করে পুলিশ।

'মোদিকে না সরানো পর্যন্ত মরছি না'

কাশ্মীরে প্রচারের মাঝে অসুস্থ খাড়গে

বক্তৃতার মাঝেই অসুস্থ মল্লিকার্জুন খাড়গে। রবিবার জম্মু ও কাশ্মীরে।

শ্রীনগর, ২৯ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে নির্বাচনি প্রচারের মধ্যেই অসুস্থ হয়ে পড়লেন কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে। তবে দ্রুত নিজেকে সামলে নেন তিনি। একটু সুস্থ হতেই দলীয় কর্মী, সর্থকদের উদ্দেশে তাঁর ঘোষণা, 'প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে না সরানো পর্যন্ত মরছি না।' প্রধানমন্ত্রী অবশ্য পরে কংগ্রেস সভাপতিকে ফোন করে তাঁর শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে খোঁজখবর নেন।

১ অক্টোবর জম্মু ও কাশ্মীরে তৃতীয় তথা অন্তিম দফার ভোট। ওইদিন ৪০টি আসনে ভোটগ্রহণ হবে। রবিবার প্রচারের শেষ দিনে জম্মুতে একাধিক জনসভা করেন খাড়গে। এর মধ্যে কাঠুয়া জেলায় একটি ভিড়ে ঠাসা জনসভায় বক্তৃতার মাঝে হঠাৎই মাথা ঘুরে যায় রাজ্যসভার বিরোধী দলনেতার। দ্রুত তাঁর নিরাপত্তাকর্মী এবং মঞ্চে উপস্থিত কংগ্রেস নেতারা তাঁর সাহায্যে এগিয়ে আসেন। একজন চিকিৎসক তাঁকে পরীক্ষা করে জানান, রক্তচাপ ওঠানামা করছে।

কিছুক্ষণ পর সুস্থ বোধ করলে ফের মঞ্চে এসে খাড়গে বলেন, 'আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করব। আমার বয়স ৮৩ বছর। আপনাদের কথা শুনব। আপনাদের জন্য লড়ব।' তাঁর রক্তচাপ কমে যাওয়ায় চিকিৎসকরা খাড়গেকে বিশ্রাম নেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এদিন মোদি সরকারের নীতি নিয়ে তীব্র সমালোচনা করেন খাড়গে। তিনি বলেন, 'জম্মু ও কাশ্মীরে বিজেপি নির্বাচন করাতে চায়নি। কিন্তু সুপ্রিম কোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর তারা রাজি হয়েছে।' কংগ্রেস সংরক্ষণ শেষ করার কথা কখনও বলেনি বলেও দাবি করেন খাড়গে। তিনি বলেন, 'যতদিন দেশে অস্পৃশ্যতা থাকবে ততদিন সংরক্ষণ থাকবে।'

> আমরা জম্মু ও কাশ্মীরের রাজ্যের মর্যাদা ফিরিয়ে আনার জন্য লড়াই করব। আমার বয়স ৮৩ বছর। আমি এত তাড়াতাড়ি মরছি না।
>
> **মল্লিকার্জুন খাড়গে**

এদিকে হরিয়ানায় এদিন একাধিক জনসভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধিকে মিথ্যা কথা বলার মেশিন বলে কটাক্ষ করেন শা।

উদয়নিধি এবার উপমুখ্যমন্ত্রী

চেন্নাই, ২৯ সেপ্টেম্বর : ডিএমকে তো বটেই, এবার তামিলনাড়ুর মন্ত্রীসভাতেও জাঁকিয়ে বসছে পরিবারতন্ত্রের থাবা। রবিবার মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন তাঁর ছেলে উদয়নিধিকে রাজ্যের উপমুখ্যমন্ত্রী করেছেন। পাশাপাশি ছেলের হাতে রাজ্যের পরিকল্পনা এবং উন্নয়ন দপ্তরের দায়িত্বও তুলে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তামিলনাড়ুর নতুন উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পর উদয়নিধি বলেছেন, 'এটি শুধু একটি পদ নয়, দায়িত্বও বটে। আমরা পেরিয়ার, কালাইনারের দেখানো পথে মুখ্যমন্ত্রীর দিশায় সহমন্ত্রীদের সঙ্গে নিয়ে চলব।' এদিন দায়িত্ব পাওয়ার পর করুণানিধির স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা জানাতে যান উদয়নিধি। পেরিয়ারের সমাধিতেও গিয়েছিলেন তিনি।

উদয়নিধির উপমুখ্যমন্ত্রী হওয়া নিয়ে সরব হয়েছে বিরোধীরা। এআইএডিএমকের কটাক্ষ, 'গণতন্ত্রের নামে পরিবারের শাসন চলছে তামিলনাড়ুতে। ডিএমকে মানে একটি পরিবার। আজ তামিলনাড়ুর জন্য একটি কালো দিন।' বিজেপির তোপ, 'বছরের পর বছর ধরে জনকল্যাণের বদলে পরিবারকে অগ্রাধিকার এবং মানুষের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা ডিএমকের ইতিহাসে রয়েছে। শরিকদেরও উপেক্ষা করেছে।'

জনতাই নেতা, প্রশান্ত-বার্তা

পাটনা, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাজনীতির ময়দানে নামতে চলেছেন ভোটকুশলী প্রশান্ত কিশোর ওরফে পিকে। ২ সেপ্টেম্বর গান্ধি জয়ন্তীর দিন আনুষ্ঠানিকভাবে আত্মপ্রকাশ করবে তাঁর দল জন সুরয। রবিবার এক সাংবাদিক বৈঠকে সাধারণ মানুষকে রাজনীতির চালিকাশক্তিতে পরিণত করার পক্ষে সওয়াল করেন তিনি। পিকে বলেন, 'আমি নেতা নই। নেতা ছিলাম না, হবও না। এবার নেতৃত্ব দেবে জনগণ।'

তিরুমালায় পুজো দিলেন চন্দ্রচূড় : লাড্ডু বিতর্কের মধ্যেই রবিবার প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড় সপরিবার তিরুপতির মন্দিরে পুজো দিলেন। পুরোহিতরা চন্দ্রচূড় ও তাঁর পরিবারের সদস্যদের আশীর্বাদ করেছেন রঙ্গনায়কুলা মণ্ডপে। পুজো, প্রার্থনা ও আশীর্বাদপর্বের পর তিরুমালা তিরুপতি দেবস্থানম-এর কার্যনির্বাহী অফিসার দেবতা ও তীর্থপ্রসাদম-এর ছবি দেন প্রধান বিচারপতিকে। - পিটিআই

বড়োদেবীর ‘গুপ্তপুজো’ আজও রহস্যে ঘেরা

শিবশংকর সূত্রধর

মহাষ্টমী তিথির শেষরাতে মহানিশা মুহূর্তে ঘণ্টাদুয়েক ধরে চলে কোচবিহারের বড়োদেবীর ‘গুপ্তপুজো’। লোকচক্ষুর আড়ালেই এই পুজো হয়। যেখানে পুরোহিত, দুয়ারপণ্ডিত, রক্তদাতা ছাড়া আর কারও থাকার অনুমতি নেই। রাজ আমলে অবশ্য মহারাজারা সেখানে থাকতেন। শোনা যায় এই সময়ই নাকি নরবলি হত। অবশ্য পরবর্তীতে এই প্রথা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু সেই রীতির খানিকটা এখনও অবশ্য চালু রয়েছে। ওই গুপ্তপুজোর সময়ই এখনও মানুষের রক্ত উৎসর্গ করা হয় বড়োদেবীকে।

যেহেতু এই পুজো লোকচক্ষুর আড়ালে হয়, তাই গুপ্তপুজোকে ঘিরে জল্পনার শেষ নেই। গুপ্তপুজো শুরুর সময় বড়োদেবীর মন্দিরের দক্ষিণ পাশের একটি ঘরে ‘চালিয়া বাড়িয়া’ পুজো হয়। এই পুজো আসলে অপদেবতার পুজো। যেখানে অশুভকে বিনাশ করে শুভ শক্তিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়।

প্রায় পাঁচশো বছরের পুরোনো এই পুজোকে ঘিরে কোচবিহারের মানুষের রয়েছে এক বিশেষ আবেগ। শহরের বহু প্রবীণ পুজোর সময় প্রথমে বড়োদেবীকে দর্শন করেন, তারপর অন্য পুজোগুলিতে যান। রাজ আমলের পুঁথি দেখে তখনকার ঐতিহ্য ও পরম্পরা মেনে বড়োদেবীর পুজো হয়। প্রথমে শ্রাবণের শুক্লা অষ্টমি তিথিতে ডাঙ্গরআই মন্দিরে ময়নাকাঠের পুজোর মাধ্যমে বড়োদেবীর পুজোর সূচনা হয়। সাড়ে সাত হাত লম্বা ওই ময়নাকাঠকে কেন্দ্র করেই বর্তমানে বড়োদেবীর মূর্তি তৈরি করছেন প্রভাত চিত্রকররা।

কোচবিহারের বড়োদেবী। -ফাইল চিত্র

পরবর্তীতে ডাঙ্গরআই মন্দির থেকে সেই ময়নাকাঠ মদনমোহনবাড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে এক মাস ধরে পুজো চলে। পুজোয় একদিন অন্তর পায়রাবলি হয়। কৃষ্ণ অষ্টমী তিথিতে বড়োদেবীর মন্দিরে গৃহপুজো হয়। রাধা অষ্টমীতে ময়নাকাঠটি মদনমোহনবাড়ি থেকে দেবীবাড়ির মন্দিরে নেওয়া হয়েছে। মূর্তি তৈরির কাজ শেষ হলে প্রতিপদে দেবীর ঘটস্থাপন করা হবে। নিয়ম মেনে ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমীর প্রতি প্রহরে পুজো হবে। অষ্টমী ও নবমীর দিন কয়েকশো পাঁঠা ও পায়রা বলি হয়। অষ্টমীতে মহিষবলি দেওয়ার রীতি রয়েছে। অষ্টমীর অঞ্জলি দিতে এখানে হাজার হাজার মানুষ ভিড় করেন।

অষ্টমী তিথির শেষরাতেই গুপ্তপুজো হয়। নিয়ম মেনে এই সময় পুজোর জায়গা ঢেকে দিয়ে লোকচক্ষুর আড়ালে পুজো করেন রাজপুরোহিত। নররক্তের পাশাপাশি পাঁঠাবলি দেওয়া হয়। ‘চালিয়া বাড়িয়া’ পুজোতে শূকরবলি দেওয়া হয়ে থাকে। এতদিন বড়োদেবীর পুজো করতেন রাজপুরোহিত হীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তিনি অসুস্থ থাকায় এবছর প্রথমবার বড়োদেবীর পুজো করবেন তাঁর ভাই দীনেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য। তাঁর কথায়, ‘দাদার কাছ থেকে পুজোর সব নিয়মকানুন শিখেছি। পুজোর জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছি।’

নবমীর মহাভোগে অন্ন, মাগুর মাছ, বোয়াল মাছ, বলির মাংস ভোগ দেওয়ার রীতি রয়েছে। দশমীর সকালে যমুনাদিঘিতে প্রতিমা বিসর্জন হবে। দেবত্র ট্রাস্ট বোর্ড সূত্রে জানা গিয়েছে, এবছর বড়োদেবীর পুজোর বাজেট প্রায় ৪ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা। ট্রাস্টের সচিব কৃষ্ণগোপাল ধাড়া জানিয়েছেন, রাজ আমলের সমস্ত রীতি মেনেই পুজো হবে।

সম্প্রীতির নজির

আকালুগছের দুর্গাপুজোয় সহযোগিতার হাত আব্বাসদের

রামপ্রসাদ মোদক

বিশ্বজুড়ে ধর্মের বেড়াজাল বড়ই প্রকট হয়ে উঠেছে। কোথাও মূর্তি ভাঙা হচ্ছে তো কোথাও আবার কবরস্থানে আগুন লাগিয়ে দেওয়ার ঘটনা সামনে আসছে। আকালুগছ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি অবশ্য অন্য স্বপ্ন দেখাচ্ছে। প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে যখন হিন্দু মন্দিরে হামলা চলছে সেই সময়ে এপার বাংলার রাজগঞ্জ ব্লকের সন্ন্যাসীকাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালুগছে ছবিটা বেশ আলাদা। হিন্দু-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দুর্গোপুজোর আয়োজনে নেমে পড়েছে। আকালুগছ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির অর্ধেকের বেশি সদস্যই মুসলমান সম্প্রদায়ের দেখে অনেকের মনে প্রশ্ন আসবেই দুর্গাপুজো কি কেবল হিন্দুদের?

আকালুগছ সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি মোহাম্মদ আলি মঞ্জুরের বক্তব্য, ‘গ্রামের স্বল্প সংখ্যক হিন্দু এই গ্রামে দুর্গাপুজো করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। আমরা তাঁদের সেই ইচ্ছের পাশে দাঁড়িয়েছি। আমি মসজিদ কমিটির সহকারী কোষাধ্যক্ষ। সবার ইচ্ছেতে পুজো কমিটির সভাপতি হয়েছি। এই পুজোকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তুলবার চেষ্টা করছি।’

আকালুগছ গ্রামে এবারই প্রথম দুর্গাপুজো। গ্রাম সব মিলিয়ে মোটামুটি ২০০টি পরিবারের বাস। যার অধিকাংশই মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত। গ্রামের হিন্দুরা পুজো করার ইচ্ছে প্রকাশ করলেও তাঁদের কয়েকটি পরিবারের পক্ষে পুজো আয়োজন করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। তারপরেই উভয় সম্প্রদায়ের সকলে মিলে এই পুজো পরিচালনার সিদ্ধান্ত নেন। সকলে মিলে চাঁদা তুলে পুজোর আয়োজন শুরু করেছেন। ওই কমিটির কোষাধ্যক্ষ হিসেবে আব্বাস আলি মনোনীত হয়েছেন। আব্বাস বলেন, ‘পুজোর কয়েকটা দিন আমরা উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ একসঙ্গে আনন্দ উপভোগ করব। মসজিদে যেমন আজান হবে ঠিক তেমনি দুর্গাপুজোর মণ্ডপে ঢাক, কাঁসর বাজবে। আমরা দুর্গাপুজোতে এগিয়ে আসায় পর এলাকার মৌলবি, মুয়াজ্জিনরাও উৎসাহ দিয়েছেন। আমাদের সম্প্রীতি নষ্ট হতে দেব না।’

গ্রামের সমস্ত উৎসবে উভয় সম্প্রদায়ের মানুষ শামিল হয়। মুসলমান সম্প্রদায়ের উরসেও হিন্দুরা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন। হিন্দুদের বিভিন্ন পুজোপার্বণে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন মুসলমান সম্প্রদায়ের মানুষজন। এই কমিটির সম্পাদক শিক্ষক কলিন্দ্রনাথ রায়ের বক্তব্য, ‘মুসলমান সম্প্রদায়ভুক্ত গ্রামবাসীরা পাশে থাকায় এই প্রথম আমাদের গ্রামে দুর্গাপুজো হতে চলেছে। গ্রামের সকলেই আনন্দের সঙ্গে প্রস্তুতি সারছেন।’

দলসিংপাড়ায় ফিকে পুজোর ঘ্রাণ

একটা বছর কেটে গিয়েছে। দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিকদের ভাগ্যের চাকাটা ঘোরেনি। সেই যে গত বছর দুর্গাপুজোর আগে বন্ধ হয়ে গিয়েছিল বাগানটা, এখনও অবধি খোলেনি। যখন বাগানের সুদিন ছিল, রমরমিয়ে পুজোর আয়োজন হত এখানেই। এখনও পুজো হচ্ছে ঠিকই। তবে তাতে আনন্দর বদলে দুঃখটাই যেন বেশি। বলছিলেন বাগানের শ্রমিকরাই।

হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন বাকি, তারপরেই শারদ উৎসবে মেতে উঠবে সকলে। কিন্তু দলসিংপাড়া চা বাগানের ছবিটা আলাদা। বাগান বন্ধ। তাই পুজোর আমেজটাই আর নেই বাগানজুড়ে। এবারের পুজোটা হচ্ছে কেবল সরকারি অনুদানের ওপর ভর করে। নয়তো বাগানের শ্রমিকদের সাধ্য নেই, চাঁদা দিয়ে পুজোর আয়োজন করার।

দলসিংপাড়া চা বাগানের গুদরিবাজার লাইন এলাকায় এই দুর্গাপুজোর আয়োজন করে থাকেন চা বাগানের শ্রমিকরা। গত বছর পুজোর মুখে বন্ধ হয়েছিল বাগান। তবুও সেবার দুর্গাপুজোয় জৌলুস ছিল। এবারে আর তা নেই। আর পুজোর আয়োজন করবেই বা কারা?

বাগানের শ্রমিক লাইনগুলি এখন শুনসান। কাজের খোঁজে অধিকাংশ বাড়ির মহিলা ও পুরুষ চলে গিয়েছেন ভিনরাজ্যে। পুজোর সময় তাঁরা বাগানে ফিরবেনও না। উৎসব নয়, তাঁদের কাছে জরুরি এখন অর্থ উপার্জন। কারণ উপার্জিত অর্থের অর্ধেকের বেশি তাঁদের পাঠাতে হয় তাঁদের বাড়িতে।

আগে এই দলসিংপাড়া চা বাগানের শ্রমিক মহল্লার পুজোয় দুপুর থেকেই শুরু হয়ে যেত মেলা। রাতে এলাকার আদিবাসী মেয়েরা নৃত্য পরিবেশন করতেন। এবারে আর সেসব কিছুই হবে না। নামমাত্র পুজোটাই হবে। মন খারাপ বাগানের বাসিন্দা আকাশ, ভারতীদের।

বিগত পাঁচ বছর ধরে শ্রমিক পরিবারের সন্তানরাই এই পুজোর আয়োজন করে আসছেন। কিশোরী ও তরুণীদের পুজোমণ্ডপে আনাগোনা বেশি। আপাতত বাগানে পুজোর প্রস্তুতি চলছে। মণ্ডপের বাঁশ বাধার কাজ চলছে। আকাশ তিরকি নামের এক পুজো উদ্যোক্তা বললেন, ‘এবারে তো চাঁদা তুলতে পারিনি আমরা। সরকারি অনুদান যতটুকু, ততটা দিয়ে ছোট করে পুজোর আয়োজন করছি।’

চা বাগানের পুজো মানেই মেলা। মেলার সঙ্গে আলাদা আবেগ জড়িয়ে থাকে চা বাগানের শ্রমিকদের। গতানুগতিক জীবনে খুব কম সময়ের জন্য আনন্দর ছোঁয়া পান তাঁরা। পুজোর চারদিন যে মেলা বসত, সেটাই ছিল তাঁদের কাছে অক্সিজেনের মতো। এবারে সেই আনন্দটুকুও আর রইল না। কারণ মেলা হবে না যে। লোকেশ রাই নামের আরেক পুজো উদ্যোক্তা বললেন, ‘মানুষের হাতে টাকা না থাকলে কোনও আনন্দ আর থাকে না। আমাদের চা বাগানের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। জামাকাপড় কেনার টাকা নেই, পুজোর আনন্দ হবে কোথা থেকে? এই দুরবস্থা কবে ঘুচবে, সেটাও তো জানি না।’

প্রতিমার সঙ্গেই দিনরাত কাটছে। কলকাতার কুমোরটুলিতে। ছবি : আবির চৌধুরী

জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা রেখা সরকার একদিকে গৃহবধূ, অন্যদিকে ন্যাশনাল পাওয়ার লিফটার। ভালোবাসেন নতুন নতুন রান্না করতে। নিজের নির্দিষ্ট ডায়েট থাকায় কম তেলে ও মশলায় সুস্বাদু রান্না করাটাই তাঁর নেশা। যাতে শখও পূরণ হয় আবার স্বাস্থ্যেরও কোনও সমস্যা না হয়। মাঝেমধ্যে ফেলে দেওয়া সবজির অবশিষ্টাংশ দিয়ে বানিয়ে ফেলেন মুখরোচক খাবার।

মোচার কালিয়া

উপকরণ

- মোচার ফুল বের করার পর ভেতরের শক্ত অংশ
- আলু পরিমাণমতো
- সর্ষের তেল
- লবণ
- হলুদ
- সামান্য আদা বাটা
- ২ টেবিল চামচ জিরে বাটা
- ২ টেবিল চামচ ধনে বাটা
- স্বাদ অনুসারে কাঁচা লংকা বাটা
- পরিমাণমতো লংকার গুঁড়ো
- ২ চামচ ফেটিয়ে রাখা টক দই
- একটা ছোট সাইজের টমেটো পেস্ট করা
- ঘি, গরম মশলা
- গোটা জিরে, এলাচ, দারুচিনি, তেজপাতা
- অল্প ময়দা অথবা বেসন
- চিনি পরিমাণমতো

প্রণালী

প্রথমে মোচার শক্ত অংশকে লম্বা লম্বা করে কেটে সেদ্ধ করে নিতে হবে। এরপর বেসন অথবা ময়দার মধ্যে লবণ, হলুদ, চিনি পরিমাণমতো দিয়ে ব্যাটার বানিয়ে নিতে হবে। সেদ্ধ করে রাখা মোচা সেই ব্যাটারে চুবিয়ে সামান্য তেলে ভেজে নিতে হবে। এরপর কড়াইতে সামান্য তেল দিয়ে গোটা জিরে, তেজপাতা, দারুচিনি, এলাচ ফোড়ন দিয়ে আলু দিয়ে ভেজে নিয়ে একে একে বাটা মশলাগুলো দিয়ে ভালো করে কষতে হবে। তেল ছাড়তে শুরু করলে ফেটিয়ে রাখা টক দই দিয়ে নাড়তে হবে। শেষে পরিমাণমতো জল দিয়ে ফোটাতে হবে। ঝোল ফুটে উঠলে ভেজে রাখা মোচাগুলো দিয়ে দিন। মাখা মাখা হলে নামানোর আগে ঘি, গরমমশলা দিয়ে নামিয়ে নিন। ভাত কিংবা রুটির সঙ্গে আবার চাইলে এমনিও খেতে পারেন।

বাংলার শিল্পের সম্ভার বনবীথিতে

পারমিতা রায়

বুটিকে ঢুকলেই যেন নাকে আসবে বাংলার নিজস্ব শিল্পের ঘ্রাণ। মুর্শিদাবাদের পারুলিয়া গ্রামের মহিলাদের হাতের তৈরি মুর্শিদাবাদি সিল্ক, বীরভূম, বর্ধমানের কাঁথা স্টিচ, ধনেখালির হাতে বোনা হ্যান্ডলুম পাওয়া যাবে শিলিগুড়ির কাছে বাগডোগরার বনবীথি বুটিকে। এখানকার সমস্ত কালেকশনই হ্যান্ডমেড ও ন্যাচরাল ফেব্রিক দিয়ে তৈরি বলে দাবি এই বুটিকের কর্ণধারের।

বাংলার শিল্পকলাকে বাঁচাতে, এই হ্যান্ডলুম, সিল্ক শাড়ি শিল্পীদের কাজকে তুলে ধরতেই ১০০ শতাংশ অথেন্টিক হ্যান্ডলুম, সিল্ক, কাঁথা স্টিচের শাড়ির সম্ভার তুলে ধরা হয়েছে বনবীথিতে। তবে শুধু যে শাড়ি আছে তা নয়, রয়েছে কুর্তি, পালাজো, র‍্যাপার, টপ, ছেলেদের জন্য পাঞ্জাবি, কুর্তা সহ আরও অনেক কিছু। ক্রেতারা যেমন পছন্দমতো শাড়ি বাছাই করে নিতে পারবেন, তেমনি থাকবে কাস্টমাইজেশনের সুবিধাও।

বাংলার শিল্পীদের হাতে বানানো শাড়ির সৌন্দর্যই আলাদা। তবে ধীরে ধীরে এই শিল্পকলা লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সেইসঙ্গে বাজারে ভিড় করছে রেপ্লিকা। তাতে আদতে শিল্পীদের ক্ষতি হচ্ছে। বলছিলেন বনবীথির কর্ণধার। তাঁর লক্ষ, বাংলার এই শিল্পকলা টিকিয়ে রাখার পাশাপাশি ১০০ শতাংশ খাঁটি হ্যান্ডমেড শাড়ি শিল্পীর ঘর থেকে গ্রাহকের বাড়ি অবধি পৌঁছে দেওয়া। আগে থেকেই অনলাইনে শাড়ি বিক্রি করতেন। এবার সেপ্টেম্বর মাসের ৬ তারিখ থেকে বাগডোগরার করুণা কমপ্লেক্সের গ্রাউন্ড ফ্লোরে যাত্রা শুরু হয়েছে এই বুটিকের।

বনবীথিতে যেমন মিলবে পুজো অফার তেমনি গান্ধিজির জন্মজয়ন্তী উপলক্ষ্যে ১, ২ ও ৩ অক্টোবর থাকছে বিশেষ অফারও। সমস্ত কেনাকাটার ওপর মিলবে ৩০ শতাংশ পর্যন্ত ছাড়। এছাড়া ছটপুজো পর্যন্ত সমস্ত কেনাকাটায় থাকবে ১০ শতাংশ ছাড়। যাঁরা খাঁটি হ্যান্ডলুম, বাটিক বা সিল্কের শাড়ি কিনতে চান, সব মিলবে এখানেই।

পুজো উপলক্ষ্যে নতুন কালেকশনে থাকছে পারকটকি, ইঞ্চিপাড়, কাতান সহ আরও অনেক কিছু। ভবিষ্যতে বনবীথির দৌলতে শিলিগুড়িতেই বানানো বাটিকের শাড়ি, কুর্তি সহ নানা ধরনের জামাকাপড় মিলতে পারে।

শহরের সব বাজারেই আনাজের দামে ঝাঁঝ

সবজি কিনে পকেট ফাঁকা

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : কয়েকদিনের টানা বৃষ্টির জেরে পুজোর মুখে আকাশছোঁয়া সবজির দাম। ফলে উৎসবের মরশুম শুরুর আগে আনাজ কিনতে গিয়ে পকেটে টান পড়ছে গৃহস্থের। ব্যবসায়ীদের যুক্তি, বৃষ্টির জেরে চাষের জমিতে জল জমে যাওয়ায় এবং চাহিদার তুলনায় কম জোগানের ফলেই দাম বেড়েছে। কালীপুজো পর্যন্ত এমনই চলবে বলে তাঁদের দাবি।

যে কাঁচা লংকা ক'দিন আগেও ১০০ টাকা কেজিতে বিক্রি হয়েছে, সেটিই রবিবার ১৫০ থেকে ১৭০ টাকা কেজি দরে বিকোল শিলিগুড়ির বিভিন্ন বাজারে। ফুলকপির দাম ক'দিন আগেও ঘোরাফেরা করেছে ৮০ থেকে ১০০ টাকার মধ্যে। সেই ফুলকপি এদিন বিক্রি হয়েছে ১২০ থেকে ১৪০ টাকা দরে। আলু, পটল, ঝিঙে, পেঁয়াজ, রসুন, শসা, বিনস, টমেটো, বাঁধাকপি, স্কোয়াশের মতো প্রতিটি সবজির দামই গড়ে ৫০ টাকা বেড়েছে। ফলে বাজারে গিয়ে অনেককেই ভিরমি খেতে হয়েছে এদিন।

সবজির দামে নজরদারির জন্য এর আগে টাস্ক ফোর্সকে সক্রিয় হওয়ার কথা বলেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপর দিনকয়েক লোকদেখানো অভিযান হলেও এখন তা কার্যত বন্ধ। ফলে খুচরো বাজারে যে যেমন ইচ্ছে দাম নিচ্ছেন বলে অভিযোগ উঠছে। দার্জিলিং জেলা টাস্ক ফোর্সের

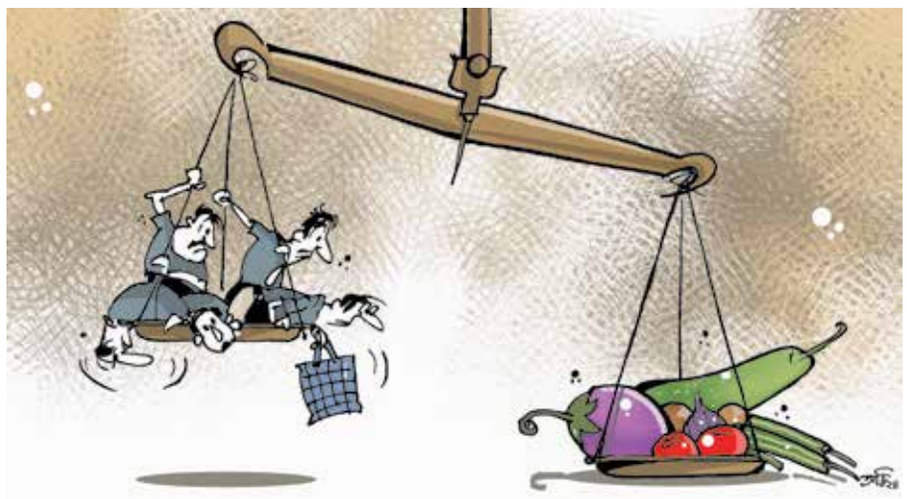

সদস্য তথা শিলিগুড়ির মুখ্য নিয়ন্ত্রিত বাজারের সচিব অনুপম মৈত্রর সাফাই, 'পেঁয়াজ, রসুন, টমেটোর দাম কিছুটা বেড়েছে। এই তিনটেই ভিনরাজ্য থেকে আসে। কয়েকদিনের বৃষ্টির জেরে সবজির দাম সাময়িকভাবে হয়তো কিছুটা বেড়েছে। তাড়াতাড়ি সেই দাম কমে যাবে বলে আশা করছি।'

টাস্ক ফোর্সের অভয়বাণীর পরও অবশ্য চিন্তামুক্ত হতে পারছেন না সাধারণ মানুষ। এদিন সকালে টিকিয়াপাড়া বাজারে সবজি কিনতে গিয়েছিলেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী উত্তম মির্ধা। পাঁচশো টাকার নোট ভাঙতি করেও থলের অর্ধেক না ভরায় উত্তমকে উষ্মা প্রকাশ করতে দেখা গেল। তাঁর কথায়, 'পুজো যত ঘনিয়ে আসছিল, ততই সবজির দাম কমছিল। কিন্তু তিনদিনের বৃষ্টিতে এভাবে আনাজের দাম বেড়ে যাবে, তা ভাবাই যাচ্ছে না। গত রবিবার সবজির দাম যা ছিল, তার চাইতে এদিন প্রতিটি সবজির দাম কেজিতে প্রায় ৫০ টাকা করে বেড়ে গিয়েছে।'

দাম নিয়ন্ত্রণে আনতে প্রশাসনিক নজরদারির দাবি জানিয়েছেন বাবুপাড়ার বাসিন্দা ডোনা সরকার। তাঁর কথায়, 'অনেক ক্ষেত্রে বাড়তি লাভের জন্য জোগান কমের কথা বলে দাম বাড়ানো হয়। এই বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করা প্রয়োজন।'

শহরের হায়দরপাড়া বাজারে ক'দিন আগেও টমেটোর দাম ছিল ৪০ থেকে ৪৫ টাকা কেজি। সেই টমেটো এদিন দ্বিগুণ দামে বিক্রি হয়েছে। সুভাষপল্লি, বিধান মার্কেটেও দামে ফারাক ছিল ১০-১৫ টাকা। শহরে পেঁয়াজ বিক্রি হচ্ছে ৫০ থেকে ৭০ টাকা কেজি দরে। ৭০ টাকা দরের পেঁয়াজের মান তুলনায় ভালো। বিক্রেতারাই জানালেন, ওই মানের পেঁয়াজ এক সপ্তাহ আগেও বিক্রি হয়েছে ৪০ থেকে ৫০ টাকা কেজি দরে।

রসুনের দাম অবশ্য সব বাজারেই ৩০০ টাকা কেজিতে পৌঁছে গিয়েছে। সুভাষপল্লি বাজারের সবজি বিক্রেতা তপন কুণ্ডুর কথায়, 'আড়তে প্রতিটি সবজি বেশি দামে কিনছি। সেই কারণে লাভ রেখে বেশি দামে বিক্রি করেছি। এতে আমাদের হাত নেই।' বিধান মার্কেটের সবজি বিক্রেতা স্বপন কুণ্ডু, পবিত্র সাহার মতো ব্যবসায়ীর দাবি, অনেক জমিতে জল জমে গিয়েছে। সেই কারণে সবজি নষ্ট হয়েছে।

সুভাষপল্লির বাজারে এদিন বাঁধাকপি বিক্রি হয়েছে ৭০ টাকা কেজি দরে। বেগুনের দাম ছিল ১৬০ টাকা প্রতি কেজি, যা বৃষ্টির আগেও বিক্রি হয়েছে ১০০ টাকার আশপাশে। শসা বিক্রি হয়েছে ৬০ টাকা কেজি দরে, ক'দিন আগেও যার দাম ছিল ৪০ টাকা।

সুভাষপল্লির বাসিন্দা শতদল দাশগুপ্ত এদিন বাজারে এসেছিলেন। তাঁর কথায়, 'পুজোর বাজারে এমনিই হাত ফাঁকা। তার ওপর সবজির এত দাম হলে খাবটা কী?'

সবজির বাজারদর

পটল ১৬০ টাকা
ঝিঙে ১৫০ টাকা
ফুলকপি ১৩০-১৪০ টাকা
কাঁচা লংকা ১৫০-১৭০ টাকা
রসুন ৩০০ টাকা
পেঁয়াজ ৫০-৭০ টাকা
শসা ৭০ টাকা
বিনস ১৩০ টাকা
আলু ৩৫-৪০ টাকা
বাঁধাকপি ৮০ টাকা
বেগুন ১৬০ টাকা

হাকিমপাড়ার অরুণোদয় সংঘের পুজোমণ্ডপের কাজ দেখভাল করছেন কর্মকর্তারা। - সংবাদচিত্র

পুজোর অঙ্গ আড্ডা

মণ্ডপে আড্ডা আর এলাকার সকলে মিলে চারদিন ধরে একসঙ্গে বসে খাওয়াদাওয়া, এটাই শহরের অভিজাত হাকিমপাড়া এলাকার পুজোর ইউএসপি, আলোকপাত করলেন সাগর বাগচী।

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মহালয়ার আগে শেষ রবিবারের দুপুরে হাকিমপাড়ার অরুণোদয় সংঘের পুজো প্যান্ডেলের সামনে দাঁড়িয়ে কর্মকর্তারা ডেকোরেটারের কর্মীদের কিছু একটা বলছিলেন। সামনে গিয়ে জানা গেল, আড্ডার জায়গা ছোট হয়ে যাচ্ছে। তাই প্যান্ডেলের নকশা পরিবর্তন করে পুজোমণ্ডপের আয়তন বড় করতে হবে। নয়তো বড় পরিসরে আড্ডা সম্ভব নয়। পুজো আয়োজকদের কথা শুনে ডেকোরেটারের কর্মীরা প্যান্ডেলের আয়তন বাড়ানোর কাজ শুরু করে দিলেন।

বলতে গেল মণ্ডপে আড্ডা আর এলাকার সকলে মিলে চারদিন ধরে খাওয়া-দাওয়া, এই যেন হাকিমপাড়া এলাকার পুজোর ইউএসপি। এলাকার পুজো নিয়ে কথাবর্তায় তা স্পষ্ট হয়ে গেল। এলাকায় দুটি বারোয়ারি পুজো হলেও তাতে স্থানীয় বাসিন্দারের যোগদান প্রত্যেক বছর ঘরোয়া পুজোর আমেজ নিয়ে আসে। তা কম কিংবা বেশি দুই ধরনের বাজেটের পুজোর ক্ষেত্রেই থাকে। বারোয়ারি পুজো হলেও নিষ্ঠাসহকারে পুজোর ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখা হয় না। তবে পুজোর আড্ডাই যেন সবকিছুর মাঝে বাড়তি আকর্ষণ।

আরজি কর হাসপাতালের ঘটনার প্রতিবাদে রাজ্য সরকারের পুজো অনুদান বর্জন করে শিরোনামে উঠে এসেছে ১৫ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার অতুলপ্রসাদ সরণির মহিলা পরিচালিত পুজো কমিটি 'আহ্বান'। আরজি করের ঘটনার জেরে পুজোর জাঁকজমক কমলেও তাতে আড্ডার জায়গা কমেনি। বাজেটে কিছুটা কাটছাঁট হয়েছে। পুজো কমিটির সম্পাদক নীলি ভৌমিকের কথায়, 'পুজোর ক'দিন মণ্ডপেই কেটে যায়। এখানেই খাওয়ার আয়োজন থাকে। এ বছর অষ্টমীতে সেই ব্যবস্থা থাকছে। পাড়ার প্রায় প্রতিটি বাড়ির মানুষ এখানে থাকেন। অঞ্জলি দেন। চলে আড্ডা। পুজোর জোগাড়ে সকলে হাত বাড়িয়ে দেন। একসঙ্গে আড্ডা, মজা করেই পাড়ায় কাটাই।' পুজো কমিটির সদস্য কণিকা দে, মালা দে, মহুয়া মালাকারদের বক্তব্য, পুজোর দিন পাড়া ছেড়ে যেতে ইচ্ছা করে না। অনেকে পুজোর সময় বাইরে থেকে চলে যান। সকলে একসঙ্গে পুজোর সময় কাটানোর মজাটাই আলাদা। এবছর পুজোর বিসর্জন জাঁকজমক হবে না। তবে ছোটদের জন্য কিছু অনুষ্ঠান হবে।

অন্যদিকে, অরুণোদয় সংঘে এবছর সপ্তমী থেকে দশমী চারদিনই পাড়ার সকলের জন্য খাওয়ার আয়োজন করা হচ্ছে। পুজো কমিটির সম্পাদক সলিল চক্রবর্তীর কথায়, 'পুজোর দিনগুলিতে ভাত, পোলাও, ডাল, ভাজা, নিরামিষ তরকারি, পনিরের মতো নিরামিষ পদ রান্না হয়। প্রতিদিন প্রায় এক হাজার মানুষ খান। দশমীতে বিসর্জনের পর আমিষ পদ হয়। সবেতেই পাড়ার মানুষেরা থাকেন।' পুজোতে মহিলাদের আড্ডা চোখে পড়ে। পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক বিদ্যুৎ সরকারের কথায়, 'এলাকার মহিলারা ভোররাত পর্যন্ত মণ্ডপে আড্ডা দেন। কেউ মণ্ডপের আড্ডা ছেড়ে যেতে চান না। এমনটা খুব কম দেখা যায়। সেই কারণে এখানে আড্ডার জায়গাকে দারুণ গুরুত্ব দেওয়া হয়।'

আমার পাড়া আমার পুজো

ভোররাত পর্যন্ত

- অরুণোদয় সংঘে আড্ডার জায়গা ছোট হয়ে যাচ্ছে বলে মণ্ডপের নকশা পরিবর্তন করতে হয়
- এখানে এবছর সপ্তমী থেকে দশমী চারদিনই পাড়ার সকলের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করা হচ্ছে
- এলাকার মহিলারা ভোররাত পর্যন্ত এই পুজোমণ্ডপের আড্ডা ছেড়ে যেতে চান না
- একই ছবি দেখা যায় হাকিমপাড়ার মহিলা পরিচালিত পুজো 'আহ্বান'-এর মণ্ডপেও

ইসলামপুরে বহু মণ্ডপের সামনের রাস্তা বেহাল

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : হাতেগোনা আর কয়েকটা দিন, তারপরই আপামর বাঙালি মেতে উঠবে তাদের শ্রেষ্ঠ উৎসবে। টানা বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন জায়গায় জোরকদমে চলছে প্রস্তুতি। তবে ইসলামপুর শহরের ছবিটা একটু ভিন্ন। বেশ কয়েকটি পুজো উদ্যোক্তাদের কাছে এখন বড় সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে মণ্ডপের সামনের রাস্তার বেহাল অবস্থা। উদ্যোক্তরা মনে করছেন, পুজোর আগে রাস্তাগুলি ঠিক করা না হলে চরম সমস্যার সম্মুখীন হতে চলেছেন মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীরা।

ইসলামপুর শহরের হাসপাতালপাড়া সংলগ্ন নেতাজি সংঘ, নেতাজিপল্লি ব্লকপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটি এবং জীবন মোড় সংলগ্ন চোপড়াঝাড় সুভাষনগর সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির পুজোমণ্ডপের সামনে রাস্তার ওপর বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। রাস্তাগুলি অবিলম্বে সারাই করা না হলে মণ্ডপে আসা দর্শনার্থীদের যাতায়াতের সমস্যার কথা ভাবাচ্ছে পুজো কমিটির সদস্যদের।

নেতাজিপল্লি ব্লকপাড়া সর্বজনীন দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি বিজয় দাসের কথায়, 'পুরসভা এবং প্রশাসন পুজোয় যত সরকারি নিয়ম রয়েছে সব আমাদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিতে ব্যস্ত। কিন্তু পুজোমণ্ডপগুলির আশপাশের সমস্যা সমাধানে তাদের কোনও হেলদোল নেই। মণ্ডপের আশপাশের এলাকা ঝোপজঙ্গলে ভরে রয়েছে। তা নিয়ে তাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। এমন বেহাল রাস্তায় পুজো দেখতে এসে দর্শনার্থীদের দুর্ঘটনার কবলে পড়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।'

বিষয়টি নিয়ে ইসলামপুর পুরসভার চেয়ারম্যান কানাইয়ালাল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'সমস্ত পুজো কমিটিকে তাদের পুজোমণ্ডপের সামনের রাস্তার অবস্থা সম্পর্কে দু'দিনের মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। খারাপ রাস্তাগুলি পুজোর আগেই মেরামত করে দেওয়া হবে।'

পুজো কমিটিগুলির কথায়, পুজোয় সরকারি বিভিন্ন নিয়মকানুন প্রয়োগ করতে পুরসভা এবং প্রশাসন যেভাবে উদ্যোক্তাদের ওপর জোর দেয় সেভাবে যদি রাস্তা সারইয়ের কাজে জোর দিত, তাহলে পুজোর আগে আমাদের এত চিন্তা করতে হত না। নেতাজি সংঘের সম্পাদক সঞ্জয় শেঠ বলেন, 'দুই বছর ধরে আমাদের ক্লাবের সামনে রাস্তা বেহাল অবস্থায় রয়েছে। পুজোর আর মাত্র কয়েকদিন বাকি। কিন্তু এখনও রাস্তা মেরামত করা হয়নি। ভেবেছিলাম পুজোর আগে মেরামত করা হবে। দর্শনার্থীদের সমস্যার কথা ভেবে বাধ্য হয়ে চেয়ারম্যানকে দ্রুত মেরামত করার কথা জানিয়েছি।'

বৃষ্টি থামতেই রবিবার হকার্স কর্নারে পুজোর কেনাকাটা করতে ভিড়। ছবি : সূত্রধর

বিধান মার্কেটে ফের জলাধারের দাবি

জলের উৎস থাকলেও কাজে লাগছে না

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিধান মার্কেটের অগ্নিকাণ্ড নিয়ে অনেক কাটাছেঁড়া চলছে। মার্কেটের ভেতর জলাধার নির্মাণ দ্রুততার সঙ্গে করার দাবিও উঠেছে। কিন্তু গোটা মার্কেট চত্বরজুড়ে যে কুয়ো রয়েছে সেগুলিকে কেন এত দিনেও কাজে লাগানোর উপযোগী করে তোলা গেল না সেই প্রশ্ন উঠছে। মার্কেটের একটি কুয়ো আগে আবর্জনা ফেলে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। তারপরও বাজারের বিভিন্ন কোনায় চারটি কুয়ো রয়েছে। কিন্তু সেগুলি আগের মতো ব্যবহার হয় না।

পাশাপাশি পাঁচটি ডিপ টিউবওয়েলের ব্যবস্থা হয়েছে মার্কেট চত্বরে। কাপড় ব্যবসায়ী প্রিয়ম সাহা, সুভাষ কুণ্ডুর কথায়, মার্কেটের মধ্যে এতগুলি জলের উৎস থাকা সত্ত্বেও সেগুলিকে ব্যবহার না করে শুধুমাত্র জলাধার নির্মাণের পেছনে ছোটা হয়েছে। কুয়োগুলির ওপর লোহার উঁচু কাঠামো তৈরি করে ট্যাংক বসিয়ে পাম্পের মাধ্যমে জল মজুত করে রাখাই যেত। সেক্ষেত্রে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে সেগুলি ব্যবহার করা যেতে পারত।' মার্কেটের ডিপ টিউবওয়েলগুলিকেও কাজে লাগানো যেতে পারত বলে মনে করা হচ্ছে।

এক সময় মার্কেটে এসজেডিএ-র তরফে জলের ট্যাংক বানানোর পরিকল্পনা করা হলেও তা কার্যকর হয়নি। মার্কেটের কুয়োগুলি রয়েছে মুরগি হাটি, রাধাগোবিন্দ মন্দির, ক্ষুদিরামপল্লির কাছে। একটি কুয়ো ব্যক্তিগত স্বার্থে বুজিয়ে ফেলার অভিযোগ রয়েছে। এসজেডিএ'র প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান নান্টু পালের কথায়, 'বাজারের কুয়োর ওপর এমন পরিকাঠামো গড়ে তোলার বিষয়ে বোর্ড মিটিং আলোচনা হয়েছিল। এই বিষয়ে ব্যবসায়ী সমিতির তরফে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু কোনও অজ্ঞাত কারণে সেই কাজ হয়নি। তবে, এই কাজ করার ক্ষেত্রে দার্জিলিংয়ের সাংসদ পুরনিগমকে সাহায্য করতে রাজি হয়েছেন।'

এই সবের মাঝে বাজারের পরিকাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বাজার কমিটির তরফে একাধিক প্রস্তাব রাজ্যের কাছে দেওয়া হচ্ছে। বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বাপি সাহার কথায়, 'মুখ্যমন্ত্রী আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়ানোয় আমরা খুশি। কী কী পরিকাঠামো উন্নয়ন প্রয়োজন তার তালিকা রাজ্যের কাছে দেওয়া হবে। পাশাপাশি জমির লিজের বিষয়টি তুলে ধরা হবে।'

মুরগিহাটির পেছনের অব্যবহৃত কুয়ো।

প্রশ্ন যেখানে

- মার্কেটে জলের উৎসগুলিকে ব্যবহার না করে শুধু জলাধার নির্মাণের পেছনে ছোটা হচ্ছে কেন
- যে কুয়োগুলি রয়েছে তার ওপর লোহার কাঠামো তৈরি করে ট্যাংকে জল মজুত রাখা যেতে পারে
- ব্যবসায়ীদের মতে, মার্কেটের ডিপ টিউবওয়েলের ওপর একই পরিকাঠামো গড়ে তোলা যেতে পারে
- আর এই মজুত জল মার্কেটে আপৎকালীন পরিস্থিতিতে ব্যবহার করা যেতে পারে

আলোচনা সভা

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : 'পশ্চিমবঙ্গে সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থা ও চিকিৎসা বিজ্ঞান শিক্ষা' সংক্রান্ত একটি আলোচনা সভা হল শিলিগুড়িতে। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্তনী সমিতি, সারা ভারত শান্তি ও সংহতি সংস্থা, পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের দার্জিলিং জেলা শাখার যৌথ উদ্যোগে বিধান রোডের একটি হোটেলের হলে ওই সভা হয়েছে। সেখানে আরজি কর কাণ্ডের উল্লেখ করে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিভিন্ন দুর্নীতি নিয়ে বক্তারা আলোচনা করেন। রাজ্যের স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় থ্রেট কালচারের সমালোচনা করেন তাঁরা। পাশাপাশি ন্যাশনাল মেডিকেল কাউন্সিলেরও সমালোচনা করতে শোনা যায়। বলা হয়, দীর্ঘদিন থেকে স্বাস্থ্যক্ষেত্রে দুর্নীতি চললেও কাউন্সিল চোখ বন্ধ করে থেকেছে। তাপস চট্টোপাধ্যায়, সমর দেব, সুবল দত্ত প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অস্ত্র নিয়ে হামলা

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর: জমি কিনে কাটমানি না দেওয়ায় রবিবার রাতে এক ব্যক্তির উপরে সশস্ত্র হামলা চালানো হয়। শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৩৭ নম্বর ওয়ার্ডের নেতাজি কলোনির এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। সেখানকার বাসিন্দা স্বপন মন্ডলের অভিযোগ, প্রায় দুই মাস আগে ৩৬ নম্বর ওয়ার্ডের নিরঞ্জননগরে তিনি ৯৯ লক্ষ টাকায় জমি কেনেন। এর জন্য তাঁর কাছে ৩০ লক্ষ টাকা কাটমানি দাবি করা হয়। টাকা না দেওয়ায় তাঁর উপর তলোয়ার নিয়ে হামলা চলে বলে অভিযোগ। পুলিশ এ ঘটনায় দুজনকে আটকে করে তদন্ত শুরু করেছে।

মোমবাতি হাতে

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : আরজি করের ঘটনার পর ৫২ দিন পেরিয়ে গেলেও দোষীরা এখনও শাস্তি পায়নি। রবিবার বাঘা যতীন পার্কের সামনে মোমবাতি হাতে দোষীদের শাস্তির দাবি জানালেন নাইট ইজ আওয়ার্স গ্রুপের সদস্যরা।

ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুকুর খুন, গ্রেপ্তার ২

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : একদিকে কুকুরকে ধর্ষণের ঘটনায় লজ্জায় মুখ ঢেকেছে শহর শিলিগুড়ি। অপরদিকে শনিবার রাতে কুকুরকে ধারালো অস্ত্র দিয়ে মেরে ফেলার অভিযোগ উঠল। ঘটনায় দুজনকে গ্রেপ্তার করে ভক্তিনগর থানার পুলিশ।

ঠিক কী ঘটেছিল? ওইদিন রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় পিছু নেয় একটি কুকুর। এক শিশুর ওপরও নাকি ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কুকুরটি। আর সেটাই কাল হয়ে দাঁড়াল। ধারালো অস্ত্রের কোপে মৃত্যু। ঘটনার পর স্থানীয়রা প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। ঘটনাস্থলে হাজির হয় পুলিশ। এরপর থানায় লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের নাম সুভাষ মণ্ডল এবং সুভাষ দাস। তাদের এদিন জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হলে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ঘটনাটি ঘটে আপার ভানুনগর এলাকায়। সেখানে দুই সুভাষ আড্ডা দিচ্ছিল। তাদের বন্ধু ছবিলাল রায় বলেন, 'আমিও ওদের সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমার ছোট মেয়ে সেখানে খেলা করছিল। এমন সময় মেয়ের ওপর একটি কুকুর ঝাঁপিয়ে পড়ে। চোখের নীচে চোট পায় মেয়ে। এরপর আমি মেয়েকে নিয়ে জেলা হাসপাতালে চলে যাই।'

স্থানীয়দের অভিযোগ, এরপর দুই সুভাষ মদ্যপ অবস্থায় বাড়ি থেকে ধারালো অস্ত্র নিয়ে এসে আঘাত করার ফলে ঘটনাস্থলেই মারা যায় কুকুরটি। স্থানীয়দের মতে, এই 'নৃশংস' হত্যালীলা দেখে নিজেদের আর আটকে রাখতে পারেননি তাঁরা। প্রতিবাদ জানাতে থাকেন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। পুলিশ এসে কুকুরের দেহ উদ্ধার করে। এক পশুপ্রেমীর অভিযোগের ভিত্তিতে ওই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়।

শহরের বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ক্রমেই আমাদের মধ্যে হিংসার প্রবণতা বাড়ছে। এই সমাজ পরিবর্তনে আমাদেরই এগিয়ে আসতে হবে।' ঘটনায় অবাক পুলিশ প্রশাসনও।

সারমেয় ধর্ষণে থানায় অভিযোগ

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : কুকুরকে ধর্ষণ কাণ্ডে অভিযোগ দায়ের হল শিলিগুড়ি থানায়। রবিবার শিলিগুড়ির একটি স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এ বিষয়ে পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছে। সংগঠনের তরফে প্রিয়া রুদ্র বলেছেন, 'সংবাদপত্রে বিষয়টি দেখে থানায় অভিযোগ জানিয়েছি। দোষীর শাস্তি হওয়া দরকার।' নির্যাতনের শিকার কুকুরটিকে শনাক্ত করা হয়েছে। সোমবার পুলিশের অনুমতিতে পশু হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে প্রাণীটির চিকিৎসা করানো হতে পারে।

এদিকে, শিবমন্দিরের অন্য একটি সংগঠনও এদিন শিলিগুড়ি থানায় অভিযোগ জানাতে হাজির হয়েছিল। কিন্তু ততক্ষণে প্রিয়ার সংগঠনের তরফে অভিযোগ জমা পড়ে যায়। সেই কারণে শিবমন্দিরের সংগঠনটির অভিযোগ নিতে পুলিশ অস্বীকার করে বলে খবর। ওই সংগঠনের তরফে এদিন সোহিনী গঙ্গোপাধ্যায়, রিংকি ঘোষ সহ বেশ কয়েকজন থানায় এসেছিলেন।

সোহিনীর প্রতিক্রিয়া, 'যারা অবলা প্রাণীদের ওপর নির্যাতন করে, তাদের শাস্তি হওয়া উচিত।'

সারমেয় ধর্ষণ কাণ্ডে পশু নির্যাতন আইনে মামলা রুজু করে তদন্ত শুরু করেছে শিলিগুড়ি থানা। দোষীকে ধরার চেষ্টা চলছে বলে পুলিশ সূত্রের খবর।

১২ সেপ্টেম্বর রাত বারোটার পর ঘটনাটি ঘটেছে। সেই রাতের ফুটেজে এক ব্যক্তিকে রাস্তার ওপর বিকৃত অঙ্গভঙ্গি করতে দেখা যায়।

রবিবার এই সংক্রান্ত খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হয়। সেই খবরের ভিত্তিতে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের তরফে থানায় অভিযোগ করা হয়েছে। অন্যদিকে, কুকুর হত্যাকাণ্ডে দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে ভক্তিনগর থানা।

আগুনে ক্ষতিগ্রস্ত বিধান মার্কেট দেখতে মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, সঙ্গে গৌতম দেব। রবিবার শিলিগুড়িতে। ছবি ঃ শান্তনু ভট্টাচার্য

বাংলাপক্ষকে নিষিদ্ধের দাবি

চাকরিপ্রার্থীদের হেনস্তার নিন্দায় সব দল

শমিদীপ দত্ত ও তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : বিহার থেকে শিলিগুড়িতে পরীক্ষা দিতে এসে হেনস্তার শিকার হয়েছিলেন কয়েকজন চাকরিপ্রার্থী। বাংলাপক্ষের সদস্যরা তাঁদের হেনস্তা করেন বলে অভিযোগ। ওই ঘটনায় নিন্দার ঝড় উঠেছে শহরে। সিপিএম, বিজেপি, বিহারি সেবা সমিতি সহ বিভিন্ন সংগঠন ঘটনার সমালোচনা করেছে। এমনকি দাবি উঠেছে বাংলাপক্ষকে নিষিদ্ধ করারও। যদিও সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায়ের বক্তব্য, তাঁরা শুধু বাংলার ভূমিপুত্রদের অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছেন।

এদিকে, দু'দিনের পুলিশ হেপাজত শেষে শনিবার বাংলাপক্ষের অভিযুক্ত দুই সদস্য রজত ভট্টাচার্য ও গিরিধারী রায়কে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। বিচারক তাঁদের জামিন মঞ্জুর করেছেন।

বিহারি সেবা সমিতির লিগ্যাল অ্যাডভাইজার আইনজীবী সঞ্জীবকুমার গুপ্তার দাবি, 'পুলিশ ওই দুই অভিযুক্তের বিরুদ্ধে নতুন করে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার ১৯৬ নম্বর ধারা যুক্ত করুক। যা মূলত ভাষা, ধর্মীয় উসকানিমূলক মন্তব্যের বিরুদ্ধে কার্যকর হয়। এমনকি এধরনের সংগঠনকে নিষিদ্ধ করার দাবি জানিয়ে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি দেব।'

এদিকে, এই ঘটনার সুযোগে অনেকে ঘোলা জলে মাছ ধরার চেষ্টা করছেন বলে অভিযোগ বিহারি কল্যাণ মঞ্চের সভাপতি তথা আইনজীবী অত্রি শর্মার। তাঁর কথায়, 'এধরনের বিদ্বেষের বিরুদ্ধে আমরা সাংগঠনিকভাবে রুখে দাঁড়াব। কাউকে ছেড়ে কথা বলব না।' তাঁর সংযোজন, 'এটা একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা, ঘোলা জলে কেউ যেন মাছ ধরতে না নামেন।'

> বাঙালি বিরোধী বিজেপির চাপেই রজত ও গিরিধারী গ্রেপ্তার হন। বিজেপি সবসময় বাংলাপক্ষের কাজের বিরোধিতা করে। রজত ও গিরিধারী ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করছিলেন না। ভূমিপুত্রদের অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।
>
> **গর্গ চট্টোপাধ্যায়**
> সাধারণ সম্পাদক, বাংলাপক্ষ

আবার ঘটনার জন্য বিজেপিকেই দায়ী করেছে বাংলাপক্ষ। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক গর্গ চট্টোপাধ্যায় বলছেন, 'বাঙালিবিরোধী বিজেপির চাপেই রজত ও গিরিধারী গ্রেপ্তার হয়। বিজেপি সবসময় বাংলাপক্ষের কাজের বিরোধিতা করে।'

তাঁর সংযোজন, 'রজত ও গিরিধারী ব্যক্তিস্বার্থে কাজ করছিলেন না। বাংলার ভূমিপুত্রদের ন্যায্য অধিকার রক্ষা করতে চেয়েছিলেন তাঁরা।' বিজেপিকে নিশানা করে গর্গ বলেন, 'বিজেপি রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তার কথা বলে কিন্তু অমিত শা'র স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে সেনা ও আধাসেনার চাকরিতে নিয়োগে দুর্নীতি চলছে বছরের পর বছর।'

যদিও বাংলাপক্ষ তাঁদের কার্যকলাপের জন্য তৃণমূলের 'বি' টিম হিসেবে পরিচিত বলে কটাক্ষ করেছেন শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষ। তিনি বলেন, 'বাংলাপক্ষ বাংলাদেশের বাঙালির ওপর অত্যাচার প্রসঙ্গে কিছু বলে না। ওদের কাজকর্মের জন্য ওরা তৃণমূলের 'বি' টিম বলে পরিচিত। আমাদের শহরে সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ থাকেন। তাই এইধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেই আশাই রাখব। পাশাপাশি জাল সার্টিফিকেটের যে অভিযোগ উঠেছে, সেটাও প্রশাসনকে খতিয়ে দেখার অনুরোধ করব।'

এপ্রসঙ্গে পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব বলেন, 'এটা খুবই স্পর্শকাতর বিষয়। প্রশাসন ব্যবস্থা নিয়েছে।' সিপিএমের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জীবেশ সরকারের বক্তব্য, 'এধরনের ঘটনা কাম্য নয়। সমস্ত ভাষাভাষীর মানুষ যাতে একসঙ্গে থাকতে পারেন, সেটাই আমরা সবসময় চেষ্টা করি।'

অন্যদিকে, হেনস্তার ঘটনায় অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে 'এনএসএ' অ্যাক্ট জারি না করা হলে বিহার বনধের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিহারের বিজেপি নেতা তথা ইউটিউবার মণীশ কাশ্যপ।

নয়াদিল্লিতে যাবে নদী কমিশনের প্রস্তাব

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি সামাল দিতে ভারত-ভুটান যৌথ নদী কমিশন তৈরির প্রস্তাব আগেই বিধানসভায় পাশ হয়েছে। এবার ওই প্রস্তাব নিয়ে সাত বিধায়কের প্রতিনিধি দল দিল্লিতে কেন্দ্রীয় জলসম্পদ মন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করবে। পুজোর পরই দলটি দিল্লি যাবে বলে সিদ্ধান্ত হয়েছে। বিধানসভার বাদল অধিবেশনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজের ভাষণে এব্যাপারে উদ্যোগী হতে অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়কে অনুরোধ করেছিলেন।

যদিও সব দলের বিধায়ক ওই প্রতিনিধিদলে যে থাকবেন কিনা, তা জানাতে পারেননি বিধানসভার অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'বিধানসভায় সব দলের সঙ্গে বৈঠক করে এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' বিজেপি অবশ্য ওই বৈঠকে যোগ দেবে কিনা, তা এখনও অনিশ্চিত। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর বক্তব্য, 'বিধানসভায় গৃহীত প্রস্তাবে অনেক অসংগতি ছিল। আমরা আলোচনা করে পরবর্তী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করব।'

সেইমতো কিছুদিন আগেই বিধানসভায় ওই প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা হয়। তখনই সিদ্ধান্ত হয়, পুজোর পরেই প্রতিনিধি দল দিল্লি যাবে। রাজ্যের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে কেন্দ্রকে বারবার নিশানা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার দুপুরের বিমানে শিলিগুড়ি যাওয়ার আগে কলকাতা বিমানবন্দরে এনিয়ে ফের তিনি কেন্দ্রকে তোপ দাগেন। এদিন তিনি ফরাক্কা ব্যারাজ নিয়ে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করেন। কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণাধীন এই ব্যারাজের ড্রেজিং না হওয়ায় ভাগীরথী ও পদ্মা তিরে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে মুখ্যমন্ত্রীর

পুজোর পর বিধায়কদের সঙ্গে মন্ত্রী

অভিযোগ। কিছুদিন আগে কেন্দ্র ডিভিসির বাঁধগুলির ড্রেজিং না করায় দক্ষিণবঙ্গে বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছিলেন।

উত্তরবঙ্গের রায়ডাক, সংকোশ, কালচিনি নদীতে ভুটান থেকে জল আসে। এই জল বৃদ্ধির জন্যই ডুয়ার্সে ব্যাপক ক্ষতি হচ্ছে বলে রাজ্য সরকারের অভিযোগ। ভারত-ভুটান নদী কমিশনের পাশাপাশি তিস্তা সমস্যা নিয়েও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী। যৌথ নদী কমিশন তৈরি না হলে উত্তরবঙ্গের বন্যা সামলানো যাবে না বলে মুখ্যমন্ত্রীর দাবি।

উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতি নিয়ে শুক্রবার নবান্নে উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী। সেখানে মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ ছাড়াও সেচ, বিপর্যয় মোকাবিলা, কৃষি ও উদ্যান পালন দপ্তরের আধিকারিকরা ছিলেন। রাজ্যের কোথায় কত ক্ষতি হয়েছে, তা নিয়ে জেলা শাসকরা রিপোর্ট পাঠিয়েছেন। কোন নদীর জল বাড়ায় কোথায় বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে, তা নিয়েও ওই রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে। রবিবার ভোরেও ডিভিসি জল ছেড়েছে।

এখনও হাওড়ার আমতা, উদয়নারায়ণপুর, ঘাটাল, হুগলির খানাকুল, আরামবাগ, গোঘাট জলমগ্ন। উত্তরবঙ্গের বন্যা পরিস্থিতিও উদ্বেগজনক। এই অবস্থায় সমস্ত জনপ্রতিনিধিদের এলাকায় থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের মন্ত্রীদেরও নানা এলাকা পরিদর্শনের নির্দেশ দিয়েছেন মমতা। রাজনৈতিক মহল মনে করছে, ভুটান ও নেপাল থেকে জল ছাড়ার ফলে যেহেতু বন্যা পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে, তাই এই ব্যাপারে কেন্দ্রকেই পদক্ষেপ করতে হবে। কারণ, পুরোটাই আন্তর্জাতিক বিষয়।

ক্ষতিপূরণে

প্রথম পাতার পর

তাঁর সামনেই এদিন কান্নায় ভেঙে পড়েন সুফলা। কারণ বাবা-মাকে হারানোর পাশাপাশি তিনি হারিয়েছেন ছোট্ট সন্তানকেও। এদিন সুফলার হাতে ৫ লক্ষ ও অনিমেষের হাতে ৩ লক্ষ টাকার চেক তুলে দেন মুখ্যমন্ত্রী।

রাজগঞ্জের বিধায়ক খগেশ্বর রায়কে মমতা নির্দেশ দেন, তিনি যেন ওই পরিবারটিকে দেখেশুনে রাখেন। এরপরই মমতার চোখ যায় অনিমেষের দিকে। পিতৃহারা অনিমেষ তখন গায়ে গামছা জড়িয়ে। মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, 'ঠান্ডা লাগছে না?' লাজুক মুখ করে মুখে 'না' বললেও মুখ্যমন্ত্রী তা বুঝে গিয়ে নিরাপত্তারক্ষীকে গাড়ি থেকে চাদর আনতে বলেন। মুহূর্তের মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর জন্য রাখা শাল তিনি অনিমেষের গায়ে দেন।

এদিকে, অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় এদিন দুপুরেই মুখ্যমন্ত্রীর হস্তক্ষেপ দাবি করেছিল বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির সম্পাদক বাপি সাহার অনুরোধ ছিল, 'মুখ্যমন্ত্রী যদি একবার পরিদর্শন করেন, তাহলে আমাদের সমস্যার কথা জানাতে পারতাম।' মুখ্যমন্ত্রী নিজে না এলেও বিকেলে বিধান মার্কেট পরিদর্শনে পাঠান বিদ্যুৎমন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে। শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারকে নিয়ে সেখানে গিয়ে ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন অরূপ। তিনি বলছেন, 'অত্যন্ত দুঃখজনক ঘটনা। ইতিমধ্যে আমাদের মানবিক মুখ্যমন্ত্রী ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছেন। আমরা ব্যবসায়ীদের পাশে রয়েছি।'

দুপুরে মেয়র গৌতমের সমালোচনায় মুখর হয়েছিল ব্যবসায়ী সমিতি। বাপির অভিযোগ ছিল, আগুন লাগার পর পরিদর্শনে গিয়ে ব্যবসায়ী সমিতির কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেননি তিনি। বরং এদিন বাপির মুখে প্রশংসা শোনা গিয়েছিল বিজেপির সাংসদ রাজু বিস্ট, শিলিগুড়ির বিজেপি বিধায়ক শংকর ঘোষের ভূমিকা নিয়ে। তারপরই বিধান মার্কেট নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা সমস্ত ক্ষোভে জল ঢেলে দিল বলে মনে করা হচ্ছে। বাপি রাতে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যে ক্ষতিপূরণ দিয়েছেন, তাতে ব্যবসায়ীদের অনেকটাই সুবিধা হবে। আমরা ব্যক্তিমালিকানা বিষয়ক কাগজপত্র মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাসকে দেখিয়েছি।'

ব্যক্তিমালিকানার ইস্যুতে এসজেডিএ'র প্রাক্তন চেয়ারম্যান সৌরভ চক্রবর্তী এবং মেয়র গৌতম দেবের বিবাদ একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত দোকান তৈরির দায়িত্ব গৌতমকে দিয়ে মুখ্যমন্ত্রী বুঝিয়ে দিতে চেয়েছেন, যা করার তিনিই করবেন।

মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'পুজোর সময় ব্যবসায়ীদের অনেক আশা থাকে। তাঁদের এই সাহায্য আমরা করলাম।' মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণায় খুশি ব্যবসায়ীরা। ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের মধ্যে তপনকুমার বণিক বলছেন, 'মুখ্যমন্ত্রী যা ক্ষতিপূরণ দিচ্ছেন, তাতে আমাদের কিছুটা উপকার হল।'

ওপেন স্ট্রিট ম্যাপিংয়ে দিশা নীলব্রতর

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : ময়নাগুড়ির বিধ্বংসী টর্নেডোর তাণ্ডবের পর জলপাইগুড়ি শহর থেকে শুরু করে ময়নাগুড়ি ব্লকজুড়ে ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছিল জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা ১৭ বছরের নীলব্রত সান্যাল। নীলব্রতর লক্ষ্য, সেই মানচিত্র দেখে যাতে বিপর্যয়ে ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় উদ্ধারকারী দল সহজে পৌঁছে যেতে পারে। এই মুহূর্তে উত্তরবঙ্গের দার্জিলিং ও কালিম্পং পাহাড় সহ সমতলের শিলিগুড়ি ও জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার জেলার কিছু বন্যাকবলিত ও ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকার উপর কাজ শুরু করেছে নীলব্রত। যা ভবিষ্যতে কোনও প্রাকৃতিক বিপর্যয় হলে উদ্ধারকাজে সহায়তা করবে বলে শিলিগুড়ি গভর্নমেন্ট পলিটেকনিকের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড টেকনলজি বিভাগের ছাত্র নীলব্রত জানাচ্ছে।

গত বছর মাধ্যমিক পরীক্ষার পর নিজের শখে থ্রি ডি মডেলিং কাজের জন্য এলিভেশন ডেটার একটি সোর্স খুঁজে পেয়েছিল নীলব্রত। সেই ডেটাবেসের কাজ করতে করতেই নীলব্রত নিজের চেষ্টায় উত্তরবঙ্গের ঝড়, ভূমিকম্প, বন্যাপ্রবণ প্রত্যন্ত এলাকার প্রায় ১ লক্ষ ৮৮ হাজার ম্যাপ বানিয়েছে মাত্র ২০ মাসে।

কী এই ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ? এটি হল অনলাইন ম্যাপ পরিষেবা। নীলব্রত জানাচ্ছে, যা গুগল ম্যাপে পাওয়া যাবে না, তার নিখুঁত ম্যাপিং এই ওপেন স্ট্রিট ম্যাপে মিলবে। যেমন, ঝড়বিধ্বস্ত ময়নাগুড়িতে ফের ঝড় হলে উদ্ধার ও ত্রাণকাজে যাওয়ার একাধিক চোরাগোপ্তা রাস্তার সুলুকসন্ধান পাওয়া যাবে এখানে। এই মুহূর্তে ঘনঘন ভারী বৃষ্টি ও সিকিমের ধসে সমতলের জেলাগুলির উপর প্রভাব পড়ছে। দার্জিলিং, কালিম্পং পাহাড়ের ভূমিধস নীলব্রতকে ভাবিয়ে তুলেছে। সেইসঙ্গে তিস্তা নদীর রুদ্ররূপ আরও আতঙ্কিত করে তুলছে মানুষকে। তাই পাহাড়ের কোনও এলাকায় ধস নামলে কীভাবে উদ্ধারকারী দল সেখানে চটজলদি পৌঁছাবে, তার সন্ধান দিতেই এখন এই এলাকার উপর ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ তৈরির কাজে নিজেকে ব্যস্ত রেখেছে সে। ফস ইউনাইটেড ভারতের একটি অলাভজনক সংস্থা। যারা ওপেন সোর্স সফটওয়্যারের প্রচার করে থাকে।

এই সংস্থার হয়েই নীলব্রত ওপেন স্ট্রিট ম্যাপ তৈরির কাজে যুক্ত হয়েছে। তার নেতৃত্বে ২০০টির বেশি স্বেচ্ছাসেবকদের টিম কাজ করছে ম্যাপ তৈরিতে। ওয়েবসাইট ওএসএন ডট ওআরজি এবং অরগ্যানিক অ্যাপস-এ এই ম্যাপ মিলবে। মাত্র ৩৫ দিনের মধ্যে ৭ হাজার ৩০০ হেক্টর এলাকাজুড়ে স্যাটেলাইট ইমেজ থেকে দৃশ্যমান প্রতিটি বিল্ডিং, জমি, নদী সহ অন্য সম্পত্তিকে নিয়ে ওপেন স্ট্রিট ম্যাপিং করেছে নীলব্রতরা।

উৎসব শুরু বাঙালির

প্রথম পাতার পর

কারণ বিকেল যত গড়িয়েছে, ততই শাড়ি, জুতো, মনিহারির দোকানে ভিড় বেড়েছে পাল্লা দিয়ে। সেবক রোডের একটি শপিং মলের সামনে তো পার্কিংয়ের জায়গাই ছিল না। ফলে অনেকেই গাড়ি ঘুরিয়ে অন্য মলের পথ ধরেছেন।

ব্যবসায়ীদের একাংশ বলছেন, 'আরজি কর ইস্যু এবার ব্যবসা অনেকটাই নষ্ট করেছিল। কিন্তু শেষবাজারে মানুষের ভিড় দেখে আমরা আশাবাদী। মাসপয়লায় বেতন হলে ভিড়টা আরও জমাট বাঁধবে।'

চারিদিকে এখন পুজো পুজো গন্ধ। নানা রংয়ে সেজে উঠেছে শপিং মলগুলো। কোথাও ঢুকতেই মণ্ডপের থিম, কোথাও আবার মলের ভেতরেই রয়েছে আস্ত দুর্গামূর্তি। সেইসঙ্গে ছাড়ের হাতছানি তো রয়েইছে। তাই পুজোর শপিংয়ে একবার হলেও সকলে ঢুঁ মারছেন মলে। সেবক রোডের বহু পুরোনো একটি মলে এসেছিলেন আয়ুশ চৌধুরী। তাঁর কথায়, 'আমি যে ব্র্যান্ডের পোশাক পরি, সেটা এখানেই বেশি পাওয়া যায়। তাই কেনাকাটাটা সেরে ফেললাম।'

মলের একটি স্টোরের ম্যানেজার ধীমান বনসল জানালেন, বৃষ্টি থামার পর থেকেই ভিড়টা একটু একটু করে বাড়তে শুরু করেছে। যাঁরা নির্দিষ্ট ব্র্যান্ডের পোশাক পরতে ভালোবাসেন, তাঁরা এখানেই আসেন। আগামী কয়েকদিন ভিড় আরও বাড়বে বলেই তাঁর আশা।

হালের মলে ঢুঁ মারলেও বাজার না ঘুরলে পুজোর বাজার যেন সম্পূর্ণ হয় না অনেকের। রবিবারের মনোরম আবহাওয়ায় শেঠ শ্রীলাল মার্কেটে মায়ের সঙ্গে বাজার করতে এসে এমনটাই জানালেন মিলনপল্লির পল্লবী সেনগুপ্ত।

তবে শুধু জামাকাপড়ের দোকান নয়, কস্টিউম জুয়েলারি, প্রসাধনী, জুতোর দোকানেও এদিন উপচে পড়া ভিড় ছিল। শেঠ শ্রীলাল মার্কেট, মহাবীরস্থান, কালীবাড়ি রোড, এসএফ রোডের বাজারে ভিড় ঠেলে কেনাকাটা করতে হয়েছে অনেককে। প্রধাননগরের সৃজিতা মুখোপাধ্যায় খালপাড়ার অগ্রসেন রোডে কস্টিউম জুলেয়ারির দোকানে কেনাকাটা করতে এসেছিলেন। শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া সৃজিতার কথায়, 'এখন পোশাকের সঙ্গে মানানসই অলংকার পরার চল রয়েছে। তাই এখানে শপিং করতে আসা।'

মহাবীরস্থান, কালীবাড়ি রোডেও পুজোর পোশাকের দারুণ সম্ভার। আট থেকে আশি সকলের জন্যই সাজানো শাড়ি, পাঞ্জাবি, ফ্রক, জিন্স, শার্ট সহ আরও কত কী! কালীবাড়ি রোডে অনেক বছর ধরে পুজোর বাজার করতে আসেন দেশবন্ধুপাড়ার বাসিন্দা মিলি প্রামাণিক। নাতি, নাতনির জন্য পোশাক কিনতে এসে তিনি বললেন, 'নিজের জন্য না হোক, বাচ্চাগুলোর জন্য তো কিছু কিনতে হবে। তাই বেরিয়ে পড়েছি কেনাকাটা সেরে নিতে।'

কয়েকদিন বৃষ্টিতে অনেকটাই ক্ষতি হয়েছে পুজোর বাজারে। তবে এদিন ব্যবসা কিছুটা ভালো হয়েছে বলে জানালেন হিলকার্ট রোডে তন্তুজের ম্যানেজার প্রণবকুমার সাহা।

তাঁর মতো অনেকেই চাইছেন, শরতের আকাশে আর যেন কালো মেঘ না আসে। তবেই মিলতে পারে খানিক স্বস্তি।

জেলার খেলা

অগ্রগামীতে চন্দন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য ১০টি ক্লাবে ২৩৪ জন সই করেছেন। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে রবিবার চন্দন সিং ও রাশেদ হোসেন জিটিএস ক্লাব থেকে অগ্রগামী সংঘে সই করেছেন। অগ্রগামী থেকে হরপিন্দার সিং গিলকে তুলে নিয়েছে জিটিএস। মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ক্রিকেট সচিব মনোজ ভার্মা বলেছেন, 'এবার সুপার ডিভিশনে অগ্রগামী, জিটিএস, স্বস্তিকা যুবক সংঘ, আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ ও নবোদয় সংঘ শক্তিশালী দল গড়েছে। প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগের জন্য এদিন সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়ন চারজনকে সই করিয়েছে।'

চ্যাম্পিয়ন তরাই

জলপাইগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : জলপাইগুড়ি টাউন ক্লাবের অনূর্ধ্ব-১৯ অশোক প্রসাদ রায় ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল শিলিগুড়ি তরাই মর্নিং ফুটবল কোচিং ক্যাম্প। টাউন ক্লাব মাঠে ফাইনালে তারা ৩-১ গোলে শিলিগুড়ির বিবেকানন্দ মর্নিং সকার কোচিং সেন্টারকে হারিয়েছে। হ্যাটট্রিক করেন তরাইয়ের সমীর দে সরকার। বিবেকানন্দের গোল করেন সৌমিক ওরাওঁ। ফাইনালের সেরা ও সর্বাধিক গোলস্কোরার তরাইয়ের সমীর। প্রতিযোগিতার সেরা বিবেকানন্দের প্রকাশ ছেত্রী।

চ্যাম্পিয়ন শুভদীপ

বাগডোগরা, ২৯ সেপ্টেম্বর : জেমস স্পোর্টিং ইউনিয়নের ক্যারমে সিঙ্গলসে চ্যাম্পিয়ন হলেন শুভদীপ বিশ্বাস। ফাইনালে তিনি ২৯-৮ পয়েন্টে কুণাল মল্লিককে হারিয়েছেন। ডাবলসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন মজিবুল রহমান-সঞ্জয় শর্মা। ফাইনালে তাঁরা ২৯-২৬ পয়েন্টে শুভদীপ-সন্তোষ সিংয়ের বিরুদ্ধে জয় পেয়েছেন।

শিলিগুড়ি দল

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২৯ সেপ্টেম্বর : রাজ্য যুব বাস্কেটবলের জন্য শিলিগুড়ি দল গঠিত হয়েছে। দলে রয়েছে- কৃষ্ণ মহারানা, লক্ষ্য রাজ, মেধাংশ বনসল, জোসিয়াস শাহি, অংশ কুমার, অর্ণব সিং, আদিত্য দেব প্রধান, আরিয়ান সোনি, মনন পেরিওয়াল, শ্রেয়াংশ ছেত্রী ও আর্যমান সাহু। প্রতিযোগিতাটি রবিবার শুরু হয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বিশেষ ব্যবস্থার নির্দেশ

প্রথম পাতার পর

গঙ্গা পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দাদের সতর্ক করার জন্য জেলা শাসকের দপ্তর থেকে মাইকিং করা হয়েছে। অন্যত্র ত্রাণ বণ্টনে যা যা করার রাজ্য সরকার করছে। উত্তরবঙ্গে পুজোর সময় বৃষ্টির পূর্বাভাস দিয়ে রেখেছে আবহাওয়া দপ্তর।

সোমবার শিলিগুড়ির উত্তরকন্যায় প্রশাসনিক বৈঠকে সেজন্যও আগাম প্রস্তুতির কথা জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তাঁর কথায়, '১০ জন প্রিন্সিপাল সেক্রেটারিকে রেখে যাচ্ছি। ছুটি বাতিল করা হয়েছে। তাঁরা জেলা শাসকদের সঙ্গে কোঅর্ডিনেশন এবং কোঅপারেশন রেখে কাজ করবেন। প্রয়োজনে রিপোর্ট দেবেন। সেই মোতাবেক ব্যবস্থা নেবেন চিফ সেক্রেটারি।'

আবহাওয়ার অনুকূল না হওয়া পর্যন্ত প্রশাসন সতর্ক থাকবে এবং দুর্যোগ মোকাবিলায় সমস্ত কাজ হবে জানিয়ে ওই সময় পর্যন্ত দুর্গতদের ত্রাণশিবিরে থাকার পরামর্শ দেন তিনি। মমতা বলেন, 'কষ্ট হলেও কাটান কয়েকটি দিন। জীবনটা তো আগে।'

উত্তরকন্যার বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন তিন মন্ত্রী অরূপ বিশ্বাস, উদয়ন গুহ এবং বুলু চিকবড়াইক। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ের প্রশাসনিক আধিকারিকরা উপস্থিত থাকলেও, দুই দিনাজপুর, মালদা এবং মুর্শিদাবাদের আধিকারিকরা ভার্চুয়ালি যোগ দেন এই বৈঠকে।

২০২২-এর ৬ অক্টোবর মালবাজারের বিসর্জনের দিন হড়পায় ১০ জনের জীবনহানির উল্লেখ করে তিনি সতর্ক থাকার পরামর্শ দিয়েছেন। টানা পাঁচদিনের বৃষ্টিতে ১০ নম্বর জাতীয় সড়কের ভয়াবহ অবস্থা নিয়ে সেনাবাহিনীর সঙ্গে মুখ্যসচিব কথা বলবেন বলে মুখ্যমন্ত্রী জানান।

অপহৃত উদ্ধার

কিশনগঞ্জ, ২৯ সেপ্টেম্বর : অপহৃত পঞ্চায়েত সদস্যকে দুষ্কৃতীদের ডেরা থেকে উদ্ধার করল পুলিশ। কিশনগঞ্জের দামলবাড়ির ঘটনা। শুক্রবার রাতে বাঁশবাড়ি গ্রামের পঞ্চায়েত সদস্য মহম্মদ শাহনওয়াজ (২৬)-কে অপহরণ করে একদল দুষ্কৃতী। রবিবার সন্ধ্যায় অপহৃতকে উদ্ধার করা হয়েছে।

রজত জয়ন্তী

ফাঁসিদেওয়া, ২৯ সেপ্টেম্বর : মুরালীগঞ্জ হাইস্কুলের রজত জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে দু'দিনব্যাপী অনুষ্ঠানের সূচনা হল রবিবার। অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন এসসিইআরটি'র ডিরেক্টর ছন্দা রায়।

বজ্র আঁটুনি ফসকা গেরো

প্রথম পাতার পর

তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া তো দূরের কথা বরং তাঁদের ডেকে তৃণমূল নেতৃত্ব সামান্য সতর্কবার্তাটুকু দিয়েছেন বলে শোনা যায়নি। রাজন্যা অবশ্য এই চলচ্চিত্র সম্পর্কে বলছেন, এখানে সামগ্রিকভাবে নারী নির্যাতনের বিষয়টিই উঠে এসেছে এবং এই সিনেমায় আরজি কর কাণ্ড নিয়ে যে ধরনের প্রচার চলছে, তার বিপরীতে সত্যটিকেই তুলে ধরা হয়েছে। রাজন্যার কথা মেনে নিলে বলতে হয়, তৃণমূল নেতৃত্ব কাকে কান নিয়ে গেল বলে তোলপাড় করছে। তালিবান একটি মানসিকতা। এই মানসিকতা যে শুধুমাত্র আফগানিস্তানের ধর্মান্ধ মৌলবাদী শাসকদের ভিতরে একমাত্র রয়েছে এমন নয়। পূর্বতন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট শাসক বা হালের সিপিএম নেতৃত্ব, শতবর্ষে পা রাখা আরএসএস এবং তাদের রাজনৈতিক শাখা বিজেপি— এরা প্রত্যেকেই তালিবানি মানসিকতায় আক্রান্ত। এই মানসিকতা মুক্তচিন্তাকে কখনও প্রশ্রয় দেয় না। বরং মুক্তচিন্তার পথ রুদ্ধ করতে বারেবারে, ব্যক্তিস্বাধীনতা, শিল্পের স্বাধীনতা, শিল্পীর স্বাধীনতার ওপর হস্তক্ষেপ করে। আফগানিস্তানের তালিবান শাসকরা সেদেশে সংগীতচর্চার ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। প্রাচীন পুরাকীর্তিগুলি প্রতিনিয়ত ধ্বংস করে চলেছে। সাবেক সোভিয়েতে কমিউনিস্ট শাসকরা সেদেশের লেখক-শিল্পী-বিজ্ঞানীদের রাষ্ট্রীয় শাসনের নিগড়ে বাঁধতে চেয়েছে। তার সবথেকে বড় উদাহরণ আলেকজান্দার সলঝেনেৎসিনের মতো নোবেলজয়ী লেখক এবং আন্দ্রেই শাখারভের মতো নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী। এদেশের বামেরাও এদের অনুসারী। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীনই তসলিমা নাসরিনকে কলকাতা থেকে বহিষ্কৃত হতে হয়েছিল। মনে পড়ছে, ওই ঘটনার পর তসলিমা আমাকে বলেছিলেন, 'কলকাতা থেকে আমাকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, আমি ভাবতেও পারিনি।' এই সেদিন পিডিএস নেতা সমীর পুততুন্ড বলছিলেন, কীভাবে সিপিএমের মুখপত্রে তদানীন্তন সিপিএম সাংসদ সৈফুদ্দিন চৌধুরীর লেখা ছাপা হয়নি। বুদ্ধদেববাবুর সাধের চলচ্চিত্র উৎসবে তাঁরই নির্দেশে লেনিনকে নিয়ে তৈরি চলচ্চিত্র প্রদর্শন কেমন পেশির জোরে বন্ধ করা হয়েছিল, তা সকলেই জানেন। আর আরএসএস-বিজেপি? মুক্তচিন্তকদের ওপর তারা এই দেশে যতবার নৃশংস আঘাত হেনেছে, সেই রেকর্ড কেউ স্পর্শ করতে পারেনি। এখন এই রাজন্যা-প্রান্তিকদের সাসপেন্ড করার পর কেউ যদি তৃণমূলকেও এই তালিবানদের তালিকায় ফেলতে চান, তাহলে বলার কিছু থাকতে পারে না।

আমার ব্যক্তিগত ধারণা, তৃণমূল নেতৃত্ব রাজন্যা-প্রান্তিকদের এই সিনেমাটি দেখেইনি। যদি সিনেমাটি দেখে তারা কোনও সিদ্ধান্ত নিত সেটি যুক্তিগ্রাহ্য হত। তাছাড়া একটি রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পৃক্ত আছেন বলেই কাউকে শিল্পী বা লেখকসত্তাকে সম্পূর্ণ বিসর্জন দিয়ে শুধুমাত্র পার্টি নির্দেশিত শিল্পসৃষ্টি করতে হবে এটাও সমর্থনযোগ্য নয়। এই করতে গিয়েই অতীতে আইপিটিএ ভেঙে বেরিয়ে এসেছিলেন বামমনস্ক বহু লেখক-শিল্পী। তৃণমূল কংগ্রেস তাদের নেতা-নেত্রীদের বিরুদ্ধে কী ব্যবস্থা নেবে তা তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয়। কিন্তু এটুকু বলাই যায়, দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষায় মূল যে বিষয়গুলির দিকে নজর দেওয়া দরকার, সে বিষয়ে নেতৃত্বের আদৌ কোনও নজরই নেই। বা, বলা ভালো সেসব বিষয় থেকে মুখ ঘুরিয়ে থাকতেই পছন্দ করছে তৃণমূল। আরজি কর কাণ্ডের আন্দোলন শহুরে নাগরিক সমাজের আন্দোলন হলেও এটা অস্বীকার করা যায় না, এটা শুধু আরজি কর নিয়ে বিক্ষোভ নয়। বেশ কয়েক বছরে তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের কার্যকলাপে ক্ষোভ এবং বিরক্তির প্রকাশও। তৃণমূল নেতৃত্ব এটা বোঝে না এমন নয়। দীর্ঘদিন ধরে চলা তৃণমূল নেতা-নেত্রীদের অনৈতিক কার্যকলাপ সম্পর্কে দলীয় নেতৃত্ব অবহিত ছিল না তা-ও নয়। তবু এঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতৃত্ব কোনও কঠোর পদক্ষেপ করেনি। আরজি কর কাণ্ডের পরও এই নেতা-নেত্রীরা সতর্ক হননি। যে অনৈতিক কাজকর্ম চালিয়ে যাচ্ছিলেন, তা থেকেও বিরত হয়নি। তৃণমূল নেতৃত্ব যে এদের সংযত করতে পেরেছেন এমনও নয়।

পার্টির অন্দরে কান পাতলে এখন শোনা যায়, দলের কেউ কেউ এখন জল মাপতে শুরু করেছেন। সময়-সুযোগ বুঝে এঁরা যে কোনও দিকে ঝাঁপ মারতে প্রস্তুত। দলের অন্দরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিকল্প নেতৃত্ব গড়ে তোলাতেও কেউ কেউ উৎসাহী। এঁদের কেউ কেউ সমাজমাধ্যমে এবং প্রকাশ্যে পোস্টার দিয়ে বিকল্প নেতার নাম তুলে ধরতেও সচেষ্ট। যাঁরা এই ধরনের কাজ করছেন, তাঁরা দলবিরোধী কাজই করছেন। এটা তৃণমূল নেতৃত্ব বুঝতে পারছে না— সেটা কোনও শিশুও বিশ্বাস করবে না। দলের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা বজায় রাখতে এঁদের বিরুদ্ধে তৃণমূল নেতৃত্ব আদৌ কোনও ব্যবস্থা নিতে পারেনি। যে পরামর্শদাতা সংস্থাটিকে তৃণমূল নেতৃত্ব নিয়োজিত করেছে, ভূরিভূরি অভিযোগ আছে তাদের সম্পর্কেও। এমন অভিযোগও আছে, অর্থের বিনিময়ে এদের অনেকে বিভিন্ন জেলায় বিভিন্ন নেতার হয়ে প্রার্থীপদের সুপারিশ করেছে। এই অভিযোগ তৃণমূল নেতৃত্ব জানে। তবু এই পরামর্শদাতা সংস্থাটিকে দায়িত্ব থেকে সরানোর কথা নেতৃত্ব কখনও ভাবেনি। দলের সংগঠনটিকে যদি ২০২৬ নির্বাচনের আগে সুশৃঙ্খল এবং জঞ্জালমুক্ত করতে আন্তরিক হন মমতা-অভিষেক, তাহলে তাঁদের এইসব নেতা-নেত্রীর বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করতেই হবে। তা না করে যদি তাঁরা কে কোথায় কোন সিনেমা বানালেন— এইসব ছেলেমানুষি বিষয়ে মনোনিবেশ করতে থাকেন এবং ভাবতে থাকেন দলে বজ্র আঁটুনি দেওয়া গেল— তাহলে ফসকা গেরোটির জন্যও তাঁরা তৈরি থাকতে পারেন।

মণ্ডপের কাজ শেষে ঘরের পথে

রিমি শীল

পরিবারের মুখে হাসি ফোটাবেন কমলরা

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : সকাল গড়িয়ে দুপুর। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে নকশা ফুটিয়ে তুলতে ব্যস্ত শিল্পী কমলচন্দ্র দাস। বাড়ি থেকে ফোন আসে। বারবার জানতে চাওয়া হয়, কবে ফিরবেন তিনি। পুজোর জামাকাপড় কেনা এখনও বাকি। বাড়িতে ফোনে জানালেন, মজুরির টাকা নিয়ে দু'দিনের মধ্যেই জলপাইগুড়ি ফিরবেন। তারপরই ছেলে, বৌমাদের পুজোর জামাকাপড় কিনে দিতে পারবেন। উত্তরবঙ্গ থেকে এবছর হাজরা পার্কের মণ্ডপ তৈরির বরাত পেয়ে কলকাতায় এসেছেন কমলবাবু।

পুজোর আর মাত্র ন'দিন বাকি। হাজরা পার্ক থেকে গড়িয়াহাট মিনিট দশেকের রাস্তা। সেখানে ফুটপাতগুলি থিকথিক করছে কালো মাথার ভিড়ে। কিন্তু এই মানুষগুলির পরিবারে এখনও স্পর্শ করেনি পুজোর আমেজ। বাঁশ, কাপড়ের মেলবন্ধনে মণ্ডপের কাঠামো তৈরি, শৈল্পিক কারুকাজে থিমের নকশা ফুটিয়ে তুলে মহালয়ার আগে কাজ শেষ করার চূড়ান্ত ব্যস্ততায় মগ্ন শিল্পীরা। কেউ ফিরবেন মহালয়ার আগে, কারও ফিরতে পেরিয়ে যাবে পুজোর পঞ্চমী বা ষষ্ঠী। তারপর ছেলেমেয়ের সঙ্গে পুজোর আনন্দে মেতে উঠবেন তাঁরা।

উত্তরবঙ্গ থেকে এবছর কলকাতায় মণ্ডপ তৈরি করতে বহু শিল্পী এসেছেন। মুদিয়ালিতে মণ্ডপ তৈরির কাজ প্রায় শেষ। ৩ অক্টোবর উদ্বোধন করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এখন চলছে চূড়ান্ত পর্যায়ের প্রস্তুতি।

শিলিগুড়ির সুভাষ পল্লির প্রফুল্ল রায়ের বাড়ি ফিরতে ফিরতে ষষ্ঠী। তারপর মা, বাবা, স্ত্রী, মেয়েকে পুজোর পোশাক কিনে দেবেন তিনি। তাঁদের আর কলকাতায় পুজো দেখতে আসা হয় না। প্রফুল্লবাবু বললেন, 'জুলাই মাসে কলকাতায় এসেছি। এবছর ভালোই কাজ হয়েছে। মাঝে বৃষ্টির জন্য কয়েকটা দিন বসে থাকতে হয়েছে। আমি কবে ফিরব তার অপেক্ষায় বাড়িতে সবাই বসে রয়েছে। পঞ্চমীতে ট্রেনে উঠলে ষষ্ঠীতে পৌঁছোব। তারপর কেনাকাটা করব।' শিলিগুড়ির পুজোই তাঁর পছন্দ। বললেন, 'ওখানেও থিমের পুজো হয়, তবে কলকাতার মতো জাঁকজমকপূর্ণ নয়। এতদিন পর বাড়ি ফিরে আবার কী করে আসব? তবে জগদ্ধাত্রী পুজোয় বরাত পেলে আসব।'

উত্তরবঙ্গ থেকে আনা কোকো, বোরা, মাকলা, মুলি সহ ১৪ রকমের বাঁশে হাজরা পার্কের এবছরের মণ্ডপসজ্জার কাজ চলছে। সকাল থেকে কাজ সেরে সবেমাত্র দুপুরের খাওয়া সেরেছেন জলপাইগুড়ির মোহিতনগরের শংকর দাস। বাড়ি ফেরার জন্য রওনা দেবেন সোমবার। মুখে স্বস্তির হাসি। বললেন, 'বাড়িতে ছোট নাতনি রয়েছে। ওকে এখনও কিছু কিনে দেওয়া হয়নি। স্ত্রী, ছেলে, বৌমাকেও পুজোর পোশাক কিনে দিতে হবে। বাড়ি ফিরে ওখান থেকেই কেনাকাটা সারব।' কলকাতায় এই মণ্ডপ তৈরির উপার্জনের ওপরেই অনেকটা নির্ভর করে থাকতে হয়। ৫৫ বছরের কমলচন্দ্র দাস বললেন, 'অন্য বছরগুলিতে অন্তত তিনটে পুজোর বরাত পাই। কিন্তু এবছর এত পাইনি। প্রতি বছর কমপক্ষে এই কাজ থেকে একলক্ষ টাকার মতো উপার্জন হয়। আসলে আমাদের ওখানে পুজোয় কাজ করলে সেভাবে পয়সা মেলে না। তাই এতদূর আসতে হয়।'

খেলায় আজ

১৯৯৪ : করাচি টেস্টে প্রথম ইনিংসের মতো দ্বিতীয় ইনিংসেও ০ রানে আউট হলেন মার্ক টেলর। অভিষেককারী টেস্ট অধিনায়ক হিসেবে তিনি প্রথম এই তিক্ত ঘটনার সাক্ষী থাকলেন। টেস্টটি পাকিস্তান ১ উইকেটে জিতে নেয়।

সেরা অফবিট খবর

না, না করে ১০ আইপিএলে

আইআইএফএ পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে করণ জোহার জানতে চেয়েছিলেন শাহরুখ খান কবে অবসর নেবেন? উত্তর দিতে গিয়ে তিনি টেনে আনেন মহেন্দ্র সিং ধোনির প্রসঙ্গ। বলেছেন, 'কিংবদন্তিদের সবচেয়ে বড় ক্ষমতা হল তাঁরা জানেন কখন তাঁদের থামতে হবে। আমি একটু অন্যরকম। অনেকটা এমএস ধোনির মতো। যে না, না করতে ১০টা আইপিএল খেলে ফেলেছে।'

ভাইরাল

সময় কাটাতে ফুটভলি

প্রথমদিনের পর কানপুর টেস্টে একটি বলও খেলা হয়নি। বসে না থেকে সময় কাটাতে হোটেলের লনে রবিচন্দ্রন অশ্বীন, রবীন্দ্র জাদেজা, ঋষভ পন্থ ও ধ্রুব জুরেল দুই দলে ভাগ হয়ে ফুটভলি খেলতে থাকেন। দীনেশ কার্তিক ভিডিও করে তা ইনস্টাগ্রামে শেয়ার করলে দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

সংখ্যায় চমক

২০৫৯

চলতি বছরে নিকোলাস পুরান টি২০ ক্রিকেটে ২০৫৯ রান করেছেন। টি২০ ক্রিকেটে যা এক বছরে সবাধিক রান। পেরিয়ে যান ২০২১ সালে মহম্মদ রিজওয়ানের ২০৩৬ রানের নজির।

ইনস্টা সেরা

বৃষ্টিহীন কানপুরে ভেজা আউটফিল্ডের কারণে তৃতীয়দিনের খেলা বাতিলের আগে আম্পায়ারদের মাঠ পরিদর্শনের ছবি দিয়ে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডকে নেটিজেনরা বিদ্রুপ করছেন। বলা হচ্ছে, 'নামেই সবচেয়ে বড় লোক বোর্ড... পরিকাঠামোয় বিগ জিরো।'

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. শেষবার কার নেতৃত্বে বাংলা সন্তোষ ট্রফি ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হয়?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম ছাপা হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. মাইকেল শুমাখার,
২. কেকি তারাপোরে।

সঠিক উত্তরদাতারা

নীলরতন হালদার, নিবেদিতা হালদার, বীণাপানি সরকার হালদার, নীলেশ হালদার, নির্মল সরকার, অসীম হালদার, শ্রীতমা কুণ্ডু, সীমান্ত কুণ্ডু, অমৃত হালদার, সমরেশ বিশ্বাস, স্বস্তিসুন্দর দাস, স্বর্ণদীপ ভৌমিক, শিবাশিস সেনগুপ্ত, দেবোজিৎ কাঞ্জিলাল, সুজন মহন্ত, কৌশোভ দে।

'নিজেকে তরুণ ভাবতে হয়'

সঠিক সময়েই টি২০ থেকে অবসর নিয়েছি : রোহিত

কানপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : ২৯ জুন বার্বাডোজ।

ভারতীয় ক্রিকেটে স্মরণীয় রাত। রোহিত শর্মার জীবনেও। অধিনায়ক হিসেবে বিশ্বকাপ জয়ের স্বাদ। মাঝে মাস তিনেক কেটে গিয়েছে। শ্রীলঙ্কা সফরের পর ব্যস্ততা এখন বাংলাদেশ সিরিজ নিয়ে। তার মাঝেই নিজের আন্তর্জাতিক টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে মুখ খুললেন রোহিত।

অবসরের কারণ প্রসঙ্গে হিটম্যানের সাফ কথা, 'আমার সময় শেষ হয়ে গিয়েছিল। সরে দাঁড়ানোর সেটাই একমাত্র কারণ। টি২০ ফর্ম্যাটে খেলা সবসময় উপভোগ করেছি। ১৭ বছর খেলেওছি এবং সাফল্য পেয়েছি। বিশ্বকাপ জেতার পর সরে দাঁড়ানোই সেরা সময়। সামনের দিকে তাকানো উচিত। দলে একঝাঁক দক্ষ খেলোয়াড় রয়েছে, যারা সাফল্যের ধারা বজায় রাখার জন্য তৈরি।'

আগামী বছর চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির পর ওডিআই ক্রিকেটকেও গুডবাই জানানোর সম্ভাবনা ঘুরপাক খাচ্ছে। রোহিত যদিও বলছেন, 'আমি এখনও তিন ফর্ম্যাটে খেলতে পারি। কারণ, আমি মনে করি, মনের ফিটনেসই আসল। আপনি কীভাবে তার প্রস্তুতি নেবেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ওপর বরাবরই বিশ্বাস ছিল। জানি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে আমার। তবে কাজটা সহজ নয়। আমি এখনও তরুণ, নিজেকে নিয়ে এই ভাবনা থাকা জরুরি। তাহলেই সম্ভব। আমি নিজে যা মেনেও চলি। মনের দিক থেকে নিজেকে তরুণ ভাবি।'

রোহিতের মতে লম্বা এবং সফল কেরিয়ারের পিছনে ফিটনেসের গুরুত্বও অপরিসীম। নিজের লম্বা কেরিয়ারের পরিসংখ্যান মেলে ধরে রোহিত বলেছেন, '১৭ বছর ধরে খেলছি। প্রায় ৫০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছি। ৫০০ আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যারা পেরেছে, তাদের দৈনন্দিন রুটিন, কীভাবে তারা নিজেদের ম্যাচের জন্য প্রস্তুত করে, ফিটনেস নিয়ে কীভাবে পরিশ্রম করে, তা লক্ষণীয়। সবকিছু ছাপিয়ে ১০০ শতাংশ প্রস্তুতি নিয়ে পারফর্ম করা এবং দলকে জেতানো। ফিটনেস যে প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ।'

> **আমি এখনও তিন ফরম্যাটে খেলতে পারি। কারণ, আমি মনে করি, মনের ফিটনেসই আসল। আপনি কীভাবে তার প্রস্তুতি নেবেন, তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নিজের ওপর বরাবরই বিশ্বাস ছিল। জানি নিজের মনকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষমতা রয়েছে আমার। তবে কাজটা সহজ নয়। আমি এখনও তরুণ, নিজেকে নিয়ে এই ভাবনা থাকা জরুরি। তাহলেই সম্ভব। আমি নিজে যা মেনেও চলি। মনের দিক থেকে নিজেকে তরুণ ভাবি।**
>
> - রোহিত শর্মা

প্রশ্নের মুখে কানপুরের গ্রিনপার্ক

বৃষ্টিহীন তৃতীয় দিনে বাতিল খেলা

কানপুর, ২৯ সেপ্টেম্বর : সকাল থেকে বৃষ্টি নেই।

আউটফিল্ড, পিচ থেকে কভার সরিয়ে ফেলা হয়েছে। মাঠকর্মীদের ব্যস্ততা রীতিমতো তুঙ্গে। রবিবার ছুটির দিনে সকাল সকাল ম্যাচ দেখার আশায় গ্যালারিতে চোখে পড়ার মতো ভিড়। সপরিবারে চলে এসেছেন অনেকে। হাতে বিভিন্ন ধরনের ফেস্টুন।

বেশিরভাগের লক্ষ্য বিরাট কোহলি। শতরানের প্রার্থনা। বিশ্বাস, বাংলাদেশকে দ্রুত গুটিয়ে দিতে পারলে ভারতের পক্ষে ম্যাচ জেতা কঠিন হবে না। জসপ্রীত বুমরাহ, রবিচন্দ্রন অশ্বীনকে নিয়ে বিশ্বাস ঝড়ে পড়ছিল সমর্থকদের মধ্যে। প্রতীক্ষায় সার। সকাল দশটা নাগাদ পিচ পর্যবেক্ষণে 'ফেল' গ্রিনপার্কের বাইশ গজ। ১২টা নাগাদ আম্পায়ারদ্বয় রিচার্ড কেটেলবোরো, ক্রিস ব্রাউন ফের মাঠে। ঘুরে ঘুরে পুরো মাঠ কার্যত খতিয়ে দেখেন। কখনও বসে, কখনও দাঁড়িয়ে মাঠের হালহকিকত বোঝার চেষ্টা।

তৃতীয়বার দুপুর ২টা নাগাদ আম্পায়াররা যখন পর্যবেক্ষণ করতে আসেন, মেঘের আড়াল সরিয়ে উঁকি দিচ্ছে সূর্য। তৃতীয় দিনে প্রথমবার ঝলমলে গ্রিনপার্ক। তারপরও হতাশ হয়ে ফিরতে হল সমর্থকদের! মিডঅন, মিডঅফ, মিডউইকেট, বোলিং রানআপ সহ কিছু জায়গা খেলার জন্য তখনও উপযুক্ত নয়!

ঘাসের নীচে নরম, ভেজা মাটি। খেলোয়াড়দের নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে তৃতীয় দিনের খেলাও বন্ধের সিদ্ধান্ত! শনিবারের পর রবিবারও কোনও বল পড়ার আগে পুরো দিনের খেলা বাতিল। বৃষ্টিহীন দিনেও যা কানপুরের ঐতিহ্যের গ্রিনপার্ক স্টেডিয়ামকে বড়সড়ো প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়ে দিল।

ভারতের প্রথমসারির মাঠগুলি বৃষ্টি থামার ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। সেখানে এদিন বৃষ্টি না হলেও, একটা বল পড়ল না গ্রিনপার্কে। প্রাক্তন উইকেটকিপার-ব্যাটার সাবা করিম বলছিলেন, দেশের বেশিরভাগ মাঠের 'বেস' বালির। ফল জল দ্রুত শুষে নেয়। কিন্তু গ্রিনপার্কে তা নয়। সংস্কারের পথেও হাঁটেনি উত্তরপ্রদেশ ক্রিকেট সংস্থা। যার প্রতিফলন আজ ক্রিকেট বিশ্বের সামনে।

বাংলাদেশের প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবালের মুখেও আক্ষেপের সুর। দুপুর ২.১০ মিনিট নাগাদ খেলা বাতিলের কথা ঘোষণার পর তামিম বলেছেন, 'দর্শকদের জন্য খারাপ লাগছে। প্রচুর মানুষ এসেছিলেন এদিন। মাঠকর্মীরাও অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বাংলাদেশ দল, ক্রিকেটারদের জন্য হতাশার। ভারতের মাটিতে টেস্ট খেলার সুযোগ সেভাবে পাই না আমরা। বৃষ্টিতে সেই সুযোগ হাতছাড়া হচ্ছে।'

শুধু সবুজ আউটফিল্ডের নীচের আস্তরণ নয়, গ্রিনপার্কের ড্রেনেজ সিস্টেমও মান্ধাতার আমলে। পুরো মাঠ গতকাল থেকে নীল আস্তরণে ঢাকা ছিল। কিন্তু জল দ্রুত না বেরোনোর ফলে কভারের নীচ দিয়ে কয়েক জায়গায় জল ঢুকে যায়। সকাল থেকে পুরোদমে মাঠকর্মীরা হাল ফেরানোর চেষ্টা চালিয়েও ব্যর্থ।

নিট ফল, প্রথম তিনদিনে ৩৫ ওভারে আটকে সিরিজের দ্বিতীয় তথা শেষ টেস্ট। বাংলাদেশের প্রথম ইনিংস ১০৭/৩। সোম এবং মঙ্গল, ম্যাচের শেষ দুইদিনের পূর্বাভাসে পরিষ্কার আকাশের কথা বলা হয়েছে। আশা করা হচ্ছে, পুরোদিন খেলাই হবে। কিন্তু ম্যাচের ফয়সালা? ম্যাচ ড্র মানে আইসিসি টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপের দৌড়ে লিগ টেবিলে তার প্রভাব পড়া। গত ১০ ম্যাচে ৭টিতে জিতে ফুরফুরে মেজাজে থাকা ভারতীয় শিবিরে হঠাৎই সিঁদুরে মেঘ। বাকি আট টেস্টের তিনটি নিউজিল্যান্ড, পাঁচটি অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে। সেয়ানে সেয়ানে টক্কর।

এদিনই ভারতের বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজের শক্তিশালী দল ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ। মেহেদি হাসান মিরাজকে তারা দলে ফিরিয়েছে। **পুরো দল ঃ নাজমুল হোসেন শান্ত (অধিনায়ক), তানজিদ হাসান, পারভেজ হোসেন ইমন, তৌহিদ হৃদয়, মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ, লিটন দাস, জাকের আলি, মেহেদি হাসান মিরাজ, মাহেদি হাসান, রিশাদ হোসেন, মুস্তাফিজুর রহমান, তাসকিন আহমেদ, শরিফুল হোসেন, তানজিম হাসান সাকিব ও রাকিবুল হাসান।**

সকাল থেকে সুপার সপার নিয়ে মাঠে নেমেও খেলা শুরু করা গেল না।

রিটেনশন নয়, হার্দিকের জন্য থাকবে আরটিএম

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : হার্দিক পান্ডিয়াকে নিয়ে অবাক দাবি অজয় জাদেজার। গতবছর অধিনায়কের দায়িত্ব দিয়ে হার্দিককে দলে ফেরায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। যদিও সিদ্ধান্ত কাজে আসেনি। সেক্ষেত্রে সরাসরি রিটেনশনের বদলে হার্দিকের জন্য 'রাইট টু ম্যাচ'-এর ভাবনাও উড়িয়ে দিচ্ছেন না মুম্বই ইন্ডিয়ান্স এমিরেটস দলের ব্যাটিং কোচ অজয় জাদেজা।

শনিবার রিটেনশন নিয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের কথা ঘোষণা করা হয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে। সবাধিক ৬ জন প্লেয়ার (রিটেনশন ৫, আরটিএম ১) রাখার সুযোগ ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলির সামনে। এরপর দলগুলির ভাবনা আরও গতি পেয়েছে। যে প্রসঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে হার্দিকের চেয়ে রোহিত শর্মা, জসপ্রীত বুমরাহ, সূর্যকুমার যাদবদের অগ্রাধিকার দিচ্ছেন অজয় জাদেজা।

অজয় জাদেজার যুক্তি, 'রোহিত, সূর্যকুমার, বুমরাহ যে মানের প্লেয়ার, তিনজন মুম্বইয়ের রিটেনশন তালিকায় নিশ্চিত। ফ্র্যাঞ্চাইজির পক্ষে এঁদের কাউকে নিলাম টেবিলে তোলা কার্যত অসম্ভব। আমার ধারণা মুম্বই ইন্ডিয়ান্স হার্দিকের জন্য তাদের আরটিএম কার্ড ব্যবহার করবে।'

অনুশীলনে হার্দিক পান্ডিয়া।

নিজের দাবির সপক্ষে জাদেজার আরও সংযোজন, 'হার্দিককেও নিলামে পাঠানো কঠিন। কিন্তু হার্দিক বড্ড চোটপ্রবণ। তাই অন্য দলগুলি ওর জন্য অর্থের ঝাঁপি নিয়ে নাও ঝাঁপাতে পারে। সেক্ষেত্রে আরটিএম কার্ড ব্যবহার করে হার্দিক পান্ডিয়াকে নেওয়ার সুবিধা থাকবে মুম্বইয়ের। হার্দিকের দক্ষতা নিয়ে আমার কোনও সংশয় নেই। কিন্তু গুরুত্বের বিচারে বুমরাহদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কঠিন পদক্ষেপ হলেও বুমরাহর পর হার্দিক।'

অবাক দাবি অজয় জাদেজার

গতবছর ১৫ কোটি টাকার বিনিময়ে গুজরাট টাইটান্স থেকে হার্দিককে দলে ফেরায় মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। রোহিত শর্মাকে সরিয়ে একেবারে অধিনায়কের গুরুদায়িত্ব। তবে সাফল্যের বদলে লিগজুড়ে বিতর্কে জেরবার হাল হয়। টিম সূত্রের খবর, রিটেনশন তালিকা তৈরির ক্ষেত্রে যার প্রভাবও পড়বে।

স্মিথের নেতৃত্বে সিরিজ জয় অস্ট্রেলিয়ার

ব্রিস্টল, ২৯ সেপ্টেম্বর : নেতৃত্বে ফিরলেন স্টিভেন স্মিথ। শারীরিক অসুস্থতার কারণে সিরিজের শেষ তথা নির্ণায়ক ম্যাচ থেকে নিজেকে সরিয়ে নেন মিচেল মার্শ। গত ফেব্রুয়ারিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে শেষবার তিনি অস্ট্রেলিয়ার নেতৃত্ব দেন। ফিরেই ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে জয় এনে দিলেন অস্ট্রেলিয়াকে। বৃষ্টিবিঘ্নিত ম্যাচে ডাকওয়ার্থ-লুইস নিয়মে ৪৯ রানে অজিদের জয় আসে। এই জয়ের সুবাদে অস্ট্রেলিয়া ৩-২ ব্যবধানে সিরিজ জিতে নেয়।

টসে জিতে ইংল্যান্ড ৪৯.২ ওভারে ৩০৯ রানে অল আউট হয়। ওপেনিংয়ে ৫৮ রানের জুটি গড়েন ফিল সল্ট (২৭ বলে ৪৫) ও বেন ডাকেট (১০৭)। জুটি ভাঙেন অ্যারন হার্ডি (৩৮/২)। খাতা খুলতে পারেননি উইল জ্যাকস। এরপর অধিনায়ক হ্যারি ব্রুককে (৭২) নিয়ে হাল ধরেন ডাকেট। তাঁকে ফেরান ট্রাভিস হেড (২৮/৪)। শেষদিকে আদিল রশিদের (৩৬) জন্য ইংল্যান্ড তিনশোর গণ্ডি টপকে যায়।

রানতাড়ায় নেমে অজিদের শুরুটা বিস্ফোরক মেজাজে করেন ম্যাথু শর্ট (৩০ বলে ৫৮)। তাঁকে যোগ্য সংগত করেছেন হেড (৩১)। ২০.৪ ওভারে অস্ট্রেলিয়া ১৬৫/২ স্কোরে পৌঁছায়। তারপর খেলা আর বৃষ্টির জন্য হয়নি।

অভিষেক টেস্টে দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট নিয়ে নিশান পেইরিস।

হোয়াইটওয়াশ নিউজিল্যান্ড

গল, ২৯ সেপ্টেম্বর : নিউজিল্যান্ডকে ইনিংস ও ১৫৪ রানে হারিয়ে হোয়াইটওয়াশ সম্পূর্ণ করল শ্রীলঙ্কা। প্রথম ইনিংসের লজ্জা ভুলে দ্বিতীয় ইনিংসে নিউজিল্যান্ড অল আউট হয় ৩৬০ রানে। এই নিয়ে টানা তিনটি টেস্ট জিতল শ্রীলঙ্কা।

চতুর্থ দিনে ব্যাট হাতে অবদান রাখলেন গ্লেন ফিলিপস (৭৮) ও মিচেল স্যান্টনার (৬৭)। তাঁরা সপ্তম উইকেটে জোড়েন ৬৪ রান। তারপর আজাজ প্যাটেলকে (২২) সঙ্গে নিয়ে ৫৩ রানের পার্টনারশিপ গড়েন স্যান্টনার।

গতকাল জর্জ লোম্যানের দ্রুততম ১০০ উইকেটের রেকর্ড ছোঁয়ার সুযোগ ছিল লঙ্কার স্পিনার প্রভাত জয়সূর্যর কাছে। তিনি সেই রেকর্ড ছুঁতে না পারলেও ১৬ টেস্ট খেলে লোম্যানের পর দ্বিতীয় জয়সূর্যর উইকেট সবচেয়ে বেশি (৯৭)। নিশান পেইরিস দ্বিতীয় ইনিংসে ৬ উইকেট তোলেন।

এদিকে, শ্রীলঙ্কার কাছে হোয়াইটওয়াশ হওয়া নিউজিল্যান্ড পরের টেস্ট সিরিজ খেলবে ভারতের বিরুদ্ধে, ভারতের মাটিতে। তা নিয়ে চিন্তা ধরা পড়ল কিউয়ি অধিনায়ক টিম সাউদির গলায়। তিনি বলেছেন, 'প্রথম ম্যাচে কয়েকটা সুযোগ পেয়েছিলাম। তবে এই ম্যাচ যথেষ্ট কঠিন ছিল। ভারতের বিরুদ্ধে লড়াই করার জন্য এখন বাড়ি ফিরে একজোট হয়ে আবার নতুনভাবে শুরু করতে হবে।' ১৮ উইকেট নিয়ে সিরিজ সেরা হওয়া জয়সূর্যর মন্তব্য, 'আমরা শুধু চেষ্টা করেছি উইকেট টু উইকেট বল করার। নিশানও ভালো বল করেছে।'

মেসির গোলে মানরক্ষা

ওয়াশিংটন, ২৯ সেপ্টেম্বর : মেজর সকার লিগের ম্যাচে পিছিয়ে পড়েও ড্র করল ইন্টার মায়ামি। সৌজন্যে আর্জেন্টাইন মহাতারকা লিওনেল মেসি। টানা দুই ম্যাচ ড্র করে এদিন শার্লটের বিরুদ্ধে জয়ের লক্ষ্যে খেলতে নেমেছিল ইন্টার মায়ামি। কিন্তু ৫৭ মিনিটে কারোল সোয়াইডেস্কির গোলে এগিয়ে যায় শার্লট। তবে ৬৭ মিনিটে দলকে সমতায় ফেরান লিওনেল মেসি। এটি লিগে তাঁর ১৫তম গোল।

এদিনের ম্যাচ ড্র করেও ৩১ ম্যাচে ৬৫ পয়েন্ট নিয়ে লিগ শীর্ষে থেকে গেলেন মেসিরা। ম্যাচের পর

> পরপর তিনটি ম্যাচ ড্র করে আমরা সত্যি হতাশ। তবে লিগের শেষ তিনটি ম্যাচ আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ওইদিকেই মনঃসংযোগ করছি।
>
> **জেরার্ডো মার্টিনো**

কোচ জেরার্ডো মার্টিনো বলেছেন, 'পরপর তিনটি ম্যাচ ড্র করে আমরা সত্যি হতাশ। তবে লিগের শেষ তিনটি ম্যাচ আমাদের কাছে ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ। ওইদিকেই মনঃসংযোগ করছি।' আপাতত লিগ শীর্ষে থাকার পাশাপাশি সাপোর্টার্স শিল্ডের লড়াইয়েও এগিয়ে রয়েছেন মেসিরা। কারণ, দ্বিতীয় স্থানে থাকা লস অ্যাঞ্জেলেস গ্যালাক্সি ৩১ ম্যাচে ৫৮ পয়েন্ট পেয়েছে। দুইটি দলেরই তিনটি করে ম্যাচ বাকি রয়েছে। যা পরিস্থিতি তাতে পরের ম্যাচে কলম্বাসকে হারালেই শিল্ড খেতাব ঘরে তুলবেন মেসিরা।

যেন নতুন জীবন পেলাম : মুশির

লখনউ, ২৯ সেপ্টেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনার পর প্রথমবার মুখ খুললেন মুশির খান। ভয়ংকর ঘটনা সম্পর্কে প্রতিক্রিয়ায় উপরওয়ালাকে ধন্যবাদ জানালেন মুম্বইয়ের ১৯ বছরের তরুণ ক্রিকেটার। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা এক ভিডিওয় মুশির বলেছেন, 'আল্লাহর কৃপায় নতুন জীবন পেলাম।'

ইরানি ট্রফি খেলতে আজমগড় থেকে লখনউ যাওয়ার পথে মারাত্মক সড়ক দুর্ঘটনার কবলে পড়ে মুশিরের গাড়ি। তরুণ ক্রিকেটারের সঙ্গে ছিলেন বাবা নৌশাদ খানও। বাকিদের চোট মারাত্মক না হলেও, মুশিরের ঘাড়ের হাড় ভেঙেছে বলে হাসপাতাল সূত্রের খবর। মাস তিনেক বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

গলায় 'সার্ভিকাল কলার' পরে পোস্ট করা ভিডিওয় সমর্থকদের আশ্বস্ত করেছেন মুশির। বলেছেন, 'সবার আগে আল্লাহকে ধন্যবাদ জানাতে চাই, আমাকে নতুন জীবন দেওয়ার জন্য। বাবাও গাড়িতে ছিলেন। উনি ভালো আছেন। আপনারা যাঁরা আমার জন্য প্রার্থনা করেছেন, তাঁদের সবাইকেও ধন্যবাদ।' মুশিরের বাবা নৌশাদের

দুর্ঘটনার পর বাবা নৌশাদ খানের সঙ্গে মুশির। রবিবার।

গলায়ও এক সুর। কঠিন সময়ে পাশে থাকার জন্য বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন, ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন। সরফরাজ খান, মুশিরের বাবার কথায়, উপওয়ালার জন্যই বড়সড়ো অঘটনের হাত থেকে রেহাই। নৌশাদ মুম্বই ক্রিকেট অ্যাসোসিয়েশন ও ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন পাশে থাকার জন্য। জানান, মুশিরের চিকিৎসা, রিহ্যাব সম্পর্কে পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে, তা ঠিক করবে বিসিসিআই-এমসিএ। ইরানি ট্রফি, 'এ' দলের হয়ে বিদেশ সফর ভুলে আগামী কয়েক মাস নতুন লড়াই মুশিরের সামনে। নৌশাদের কথায়, এটাই জীবন। ধৈর্য ধরতে হবে।

লক্ষ্মণ স্যরকেই কৃতিত্ব দিচ্ছেন মায়াঙ্কের ছোটবেলার কোচ

নয়াদিল্লি, ২৯ সেপ্টেম্বর : মায়াঙ্ক 'রোলস রয়েস' যাদব।

১৫৭.৫ কিলোমিটারের ভয়ংকর গতির জন্য এহেন তকমা। গত আইপিএলে মায়াঙ্কের হাতে যখনই বল উঠেছে, সবার চোখ স্পিডোমিটারে। চমকে দেওয়া গতিতে প্রতিপক্ষের শিরদাঁড়ায় হিমশীতল স্রোত বইয়ে দিয়েও চোটআঘাতে বারবার থমকে গিয়েছে তাঁর সবে শুরু কেরিয়ার।

চোট সারিয়ে এবার একেবারে ভারতীয় দলের অন্দরমহলে। প্রথমবার টিম ইন্ডিয়ার টি২০ দলে ডাক। মায়াঙ্কের কোচ দেবেন্দ্র শর্মা যার জন্য কৃতিত্ব দিচ্ছেন ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমির প্রধান ভিভিএস লক্ষ্মণকে। ২০২৪ আইপিএলের পর মাঠের বাইরে। প্রাথমিক চিকিৎসার পর বেঙ্গালুরুস্থিত এনসিএ-তে লম্বা রিহ্যাব প্রক্রিয়া। যেখানে মায়াঙ্কের জন্য লক্ষ্মণদের বিশেষ যত্নের কথা তুলে ধরেন দেবেন্দ্র।

ছাত্রের জাতীয় দলে সুযোগ পাওয়ার খুশি নিয়ে বলেছেন, 'পুরো কৃতিত্ব লক্ষ্মণ স্যরের। এনসিএ-তে মায়াঙ্ক যাওয়ার পর, প্রথম দিন থেকে ওর জন্য বিশেষ যত্ন নিয়েছেন। মায়াঙ্ককে পরিষ্কার বলে দেন, আগে নিজের ফিটনেসের ওপর জোর দাও। শারীরিক সক্ষমতা ফিরুক। তারপর ক্রিকেট বোর্ডও তাই মায়াঙ্ককে মাঠে ফেরাতে তাড়াহুড়ো করেনি। ধীরে চলো নীতি লখনউ সুপার জায়ান্টসের স্পিডস্টারকে নিয়ে। যে দায়িত্বটাই পড়ে ভিভিএসের কাঁধে।

'সাফল্যের জন্য ছটফট করছে ও'

দেবেন্দ্র শর্মা আরও বলেছেন, 'বিসিসিআই কোনও ঝুঁকি নিতে চায়নি। মায়াঙ্ককে নিয়ে ধীরেসুস্থে এগোনোর পক্ষপাতী ছিল। মাস দুয়েক হল বোলিং শুরু করেছে। স্বাভাবিক গতিতে বল করছে গত এক মাস ধরে। সপ্তাহ ছয়েক হল এনসিএ-তে প্রতিদিন ১৫ ওভার বল করেছে। আর এই পুরো নির্দেশিকা ছিল লক্ষ্মণ স্যরের।'

মারাত্মক গতির জন্য নভেম্বরের অস্ট্রেলিয়া সফরে মায়াঙ্ককে চাইছেন অনেকে। যদিও এনসিএ-প্রধান লক্ষ্মণ সহমত নন। লক্ষ্মণের যুক্তি, টেস্ট ক্রিকেটের ধকল নেওয়ার জন্য এখনও প্রস্তুত নয় মায়াঙ্কের শরীর। আপাতত যে সুযোগ এসেছে, তা কাজে লাগাতেই বদ্ধপরিকর মায়াঙ্ক।

কোচ দেবেন্দ্র শর্মা বলেছেন, 'ওর জন্য আমি গর্বিত। যদি চোট না পেত, তাহলে আরও আগে জাতীয় দলে ডাক পেত। গত আইপিএলের বেশিরভাগ ম্যাচ খেলতে না পেরে খুব হতাশ ছিল। কিন্তু এনসিএ-তে রিহ্যাব মানসিক ও শারীরিকভাবে ওকে দারুণ সাহায্য করেছে। আমি নিশ্চিত আন্তর্জাতিক ক্রিকেটেও সফল হবে। সাফল্যের খিদেটা মায়াঙ্কের মধ্যে ভীষণভাবে রয়েছে।'

জয়ের সম্মানে ঘর রাখার প্রস্তাব সভায়

জোনাল ফরম্যাটে ফিরছে দলীপ

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : আলোচনা চলল। কিন্তু সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করা গেল না। বরং আপাতত ধীরে চলো নীতির পথে হাঁটল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের নতুন সচিব কে হতে পারেন, বিসিসিআই থেকে আইসিসি-তে প্রতিনিধিত্ব করতে আগামীদিনে কাকে দেখা যাবে- এমন নানা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আজ কোনও সিদ্ধান্তই হয়নি। জানা গিয়েছে, বিদায়ি বোর্ড সচিব জয় শা আরও সময় নিয়ে সবকিছু চূড়ান্ত করতে চাইছেন। তিনি আইসিসি চেয়ারম্যান পদে বসতে চলেছেন আগামী ১ ডিসেম্বর। তার আগেই ছবিটা স্পষ্ট হয়ে যাবে বলে খবর।

বেঙ্গালুরুর এক পাঁচতারা হোটেলে আজ প্রায় সারাদিন ধরেই বোর্ডের ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভা চলেছে। যেখানে বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার দাবি মেনে নিয়ে দলীপ ট্রফি পুরোনো ফরম্যাটে ফেরানোর সিদ্ধান্তে সিলমোহর পড়েছে। কিছুদিন আগেই দলীপ ট্রফি হয়েছিল চার দলের। 'এ', 'বি', 'সি', 'ডি'-ক্রিকেটারদের চার দলে ভাগ করে দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু এভাবে দলীপ ট্রফি হওয়ার ফলে বিভিন্ন রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার তরফে অভিযোগ ছিল, অনেক ক্রিকেটারের সুযোগ না পাওয়া নিয়ে। তাই বোর্ডের কাছে সিএবি সহ বেশ কয়েকটি রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা অনুরোধ করেছিল দলীপ ট্রফির ফরম্যাট বদলের। মেনে নিয়েছেন সভাপতি রজার বিনি, সচিব জয়রা। ফলে ২০২৫ সালের দলীপ ট্রফি অতীতের রীতি মেনে পূর্বাঞ্চল, মধ্যাঞ্চল, দক্ষিণাঞ্চল, উত্তরাঞ্চল, পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তর-পূর্বাঞ্চল- ছয় দলের হতে চলেছে।

বোর্ডের ৯৩তম বার্ষিক সাধারণ সভায় আজ একটি চমকপ্রদ ঘটনাও ঘটেছে। জানা গিয়েছে, এক সদস্য আচমকাই প্রস্তাব দিয়েছেন, ডিসেম্বরে আইসিসি চেয়ারম্যানের পদে বসতে চলা বিদায়ি সচিব জয়কে সম্মান জানিয়ে মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের সদর দপ্তর ক্রিকেট সেন্টারে তাঁর নামে একটি ঘর রাখার। প্রস্তাবে প্রায় সব সদস্য ও রাজ্য ক্রিকেট সংস্থার প্রতিনিধিদেরই সমর্থন রয়েছে বলে খবর। কিন্তু বাস্তবে এমনটা করতে গেলে আইনি কোনও জটিলতা আসতে পারে কিনা, তা খতিয়ে দেখার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বোর্ডের শীর্ষকর্তারা। সূত্রের খবর, জয় আইসিসি চেয়ারম্যান হওয়ার আগেই হয়তো এমন প্রস্তাবে সিলমোহর পড়ে যাবে।

বার্ষিক সাধারণ সভার পাশে বেঙ্গালুরুর আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাছে বিসিসিআইয়ের নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমির উদ্বোধনও হয়ে গিয়েছে। মোট ৪০ একর জায়গার উপর তিনটি অত্যাধুনিক মাঠ, ৮৬টি পিচ নিয়ে ভারতীয় ক্রিকেটের আগামীর আকর্ষণ হয়ে ওঠার জন্য তৈরি নতুন জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। বিসিসিআইয়ের তরফে নয়া এনসিএ না বলে বলা হচ্ছে হাই পারফরমেন্স সেন্টার। বেঙ্গালুরুর চিন্নাস্বামী স্টেডিয়াম সংলগ্ন এলাকায় ২০০০ সালে তৈরি হয়েছিল জাতীয় ক্রিকেট অ্যাকাডেমি। ২৪ বছর পর তা নতুনভাবে আত্মপ্রকাশ করল। উদ্বোধনের অনুষ্ঠানের পর নয়া হাই পারফরমেন্স সেন্টারের প্রধান কিংবদন্তি ভিভিএস লক্ষ্মণ বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটের আগামী প্রজন্ম তো বটেই, বর্তমানের ক্রিকেটাররাও এখানে উপকৃত হবেন। নিজেদের ক্রিকেট স্কিলকে আরও সংশোধনের পাশে উন্নতি করার সেরা ঠিকানা হতে চলেছে নয়া হাই পারফরমেন্স সেন্টার।' এনসিএ বা হাই পারফরমেন্স সেন্টার মানেই চোট পাওয়া ক্রিকেটারদের জন্য রিহ্যাব, এমন প্রচলিত ধারণাকে বাউন্ডারির বাইরে পাঠিয়েছেন ভিভিএস। বলেছেন, 'একটা প্রচলিত ধারণা হল, এনসিএ বা হাই পারফরমেন্স সেন্টার মানেই ক্রিকেটারদের রিহ্যাবের জায়গা নয়। তার বাইরেও রয়েছে অনেক কিছু। এখানে হাজির হলেই সেটা বোঝা যাবে।'

বেঙ্গালুরুতে উদ্বোধন হল নতুন হাই পারফরমেন্স সেন্টারের। রবিবার।

'আনক্যাপড' ধোনিকে রাখছে চেন্নাই শিবির

চেন্নাই, ২৯ সেপ্টেম্বর : আইপিএল রিটেনশন নিয়মাবলিতে বড়সড়ো পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে গতকালই। আর সেই পরিবর্তনে কোন ফ্র্যাঞ্চাইজি দল সবচেয়ে বেশি স্বস্তি পেয়েছে?

সহজ জবাব চেন্নাই সুপার কিংস। মহেন্দ্র সিং ধোনিকে রিটেইন করার পথে যাবতীয় বাধা কেটে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের বৈঠকের শেষে। যেখানে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, সর্বাধিক ছয়জন ক্রিকেটারকে রিটেইন করা যাবে। যার মধ্যে পাঁচজন ক্যাপড ও একজন আনক্যাপড হতে হবে। এই নিয়মের সুবাদেই ২০২৫ সালের আইপিএলেও ভারতীয় ক্রিকেটের মহেন্দ্রবাবুকে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। জানা গিয়েছে, চার কোটি টাকার বিনিময়ে আনক্যাপড ক্রিকেটার হিসেবে শেষ পাঁচ বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলা ধোনিকে অনায়াসেই রাখতে পারবে চেন্নাই। সিএসকের শীর্ষকর্তারা সেই পথেই হাঁটছেন। আজ বিকেলের দিকে সিএসকের সিইও কাশী বিশ্বনাথনের সঙ্গে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর তরফে যোগাযোগ করা হলে তিনি বলেছেন, 'মাহির জন্য সবসময় চেন্নাইয়ের দরজা খোলা। আনক্যাপড

খরচ চার কোটি

ক্রিকেটার হিসেবে আমরা ওকে রিটেইন করেই আগামীর পরিকল্পনা করতে শুরু করেছি। বাকি সিদ্ধান্তটা মাহি নিজেই চূড়ান্ত করবে।'

দেশের সর্বকালের সফলতম অধিনায়ক ধোনির মনের অন্দরে আগামী আইপিএল নিয়ে কী চলছে, স্পষ্ট নয়। সমাজমাধ্যমে ধোনির মতো কিংবদন্তিকে আনক্যাপড হিসেবে দলে রাখার ভাবনা ও পরিকল্পনার সমালোচনাও যেমন চলছে, তেমনই ফের মাহিকে বাইশ গজে দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনা নিয়ে জল্পনাও বাড়ছে। এদিকে, ২০১৯ সালের পর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট না খেলা ধোনিকে নিয়ে সিএসকে যতটা উল্লসিত, সুনীল নারায়ণকে নিয়ে ঠিক ততটাই চাপে কলকাতা নাইট রাইডার্স। ২০১৯ সালের পর নারায়ণও আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলেননি। কিন্তু তাঁকে আনক্যাপড হিসেবে রাখতে পারবে না কেকেআর। কারণ, আনক্যাপড ক্রিকেটার ধরে রাখার নিয়মটা শুধুমাত্র ভারতীয় ক্রিকেটারদের জন্যই। এদিকে, নিলামে কোনও বিদেশি ক্রিকেটার কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলে সুযোগ পেলে তাঁকে অংশ নিতেই হবে আইপিএলে। না হলে তাঁকে দুই বছরের জন্য নির্বাসনের কবলে পড়তে হবে।

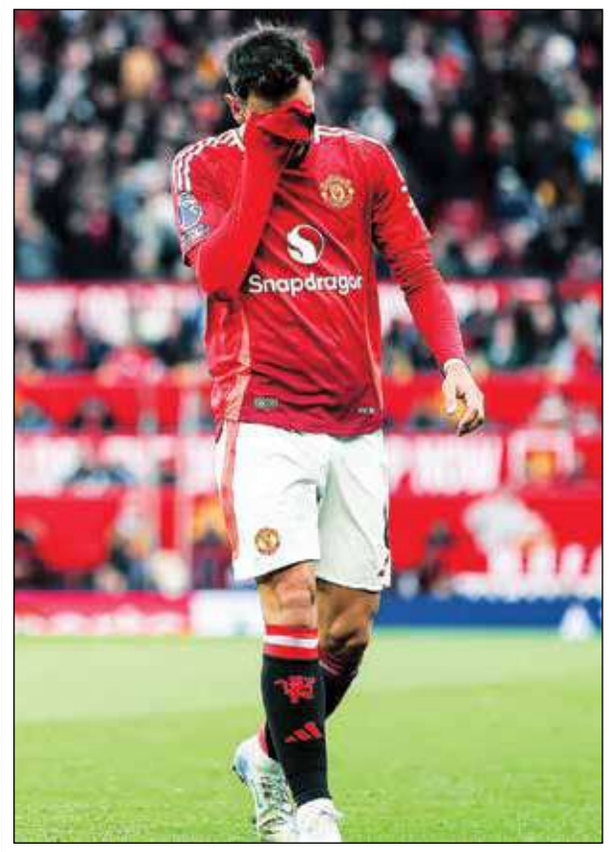

লাল কার্ড দেখে হতাশ হয়ে মাঠ ছাড়ছেন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। রবিবার।

জয়ন্তর নামে রাজ্য টিটি

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : এই বছর রাজ্য টিটি প্রতিযোগিতা প্রয়াত টিটি কোচ জয়ন্ত পুশিলালের নামে করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাজ্য টিটি সংস্থা। নভেম্বরের ৪ থেকে ১২ তারিখ পর্যন্ত প্রতিযোগিতা বড়বাজার যুবক সংঘ ক্লাবে অনুষ্ঠিত হবে। পরবর্তী সময়ে স্টেজ থ্রি আরও একটি প্রতিযোগিতা জয়ন্ত পুশিলালের নামে করার পরিকল্পনা রয়েছে টিটি সংস্থার।

জয় ভারতের

কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : অনূর্ধ্ব-২০ এএফসি কাপের যোগ্যতা অর্জন পর্বের ম্যাচে জয় পেল ভারত। তারা ২-০ গোলে হারাল লাওসকে। ভারতের হয়ে গোল করেন গাওয়াগস্বর গোয়ারি ও থাংলালসুন গাংতে।

হারের দায় নিলেন ফ্লিক

পামপ্লোনা, ২৯ সেপ্টেম্বর : লা লিগায় মরশুমের শুরু থেকেই ছুটছিল বার্সেলোনার জয়রথ। শনিবার ওসাসুনার বিরুদ্ধে থামল সেই দৌড়। আন্তে বুদিমিরের জোড়া গোলে বিদ্ধ কাতালান জায়েন্টরা।

ওসাসুনাকে হারাতে পারলে জেরার্ডো মার্টিনোর রেকর্ড স্পর্শ করার সুযোগ ছিল হ্যান্সি ফ্লিকের সামনে। বার্সা কোচ হিসাবে লা লিগায় প্রথম ৮ ম্যাচ জিতে নজির গড়েছিলেন মার্টিনো। সেই রেকর্ড ছোঁয়া হল না ফ্লিকের। টানা ৭ ম্যাচ জয়ের পর শনিবার অ্যাওয়ে ম্যাচে ওসাসুনার কাছে ৪-২ গোলে হেরে গেল বার্সা। লামিনে ইয়ামাল এবং রাফিনহাকে ছাড়াই এদিন প্রথম একাদশ সাজিয়েছিলেন ফ্লিক। সম্ভবত সেটাই বড় প্রভাব ফেলল। বলের দখল ধরে রাখলেও প্রথমার্ধে গোল করতে ব্যর্থ রবার্ট লেওয়ানডস্কি, ফেরান টোরেসরা। উলটে ২৮ মিনিটের মধ্যে ২ গোলে এগিয়ে যায় ওসাসুনা। গোল করেন বুদিমির এবং ব্রায়ান জারাগোজা। ৫৩ মিনিটে বার্সার হয়ে পাও ভিক্টর ব্যবধান কমিয়ে আশা জাগিয়েছিলেন। ৭২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে আরও একটি গোল করে কাতালানদের সেই আশায় জল ঢেলে দেন বুদিমির। ৮৫ মিনিটে চতুর্থ গোল হজম করে বার্সা। নির্ধারিত সময়ের শেষমুহূর্তে বার্সেলোনার হয়ে দ্বিতীয় গোলটি করেন পরিবর্ত হিসাবে নামা ইয়ামাল। এই হারের দায় নিজের কাঁধেই নিয়েছেন বার্সা কোচ ফ্লিক। ম্যাচ শেষে তিনি বলেছেন, 'প্রথমার্ধে আমরা অনেক ভুল করেছি। দলে বেশ কিছু পরিবর্তন করেছিলাম। সেটা এই ফলের একটা কারণ হতে পারে। কাজেই এই হারের জন্য যদি কারও দায় থাকে, সেটা আমারই।' একইসঙ্গে ফুটবলারদের বিশ্রাম দিতে এই পরিবর্তনগুলো জরুরি ছিল বলেও জানিয়েছেন ফ্লিক।

লজ্জার হার লাল ম্যাঞ্চেস্টারের

লন্ডন, ২৯ সেপ্টেম্বর : ইউরোপা লিগে আটকে যাওয়ার পর রবিবার ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে ঘরের মাঠে মুখ থুবড়ে পড়ল ম্যাঞ্চেস্টার ইউনাইটেড। এদিন তারা ৩-০ গোলে হারল টটেনহাম হটস্পারের বিরুদ্ধে। ৩ মিনিটে লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ডিফেন্সের ভুলে টটেনহামকে এগিয়ে দেন বেন জনসন। পিছিয়ে পড়ার পর ইউনাইটেড যেন ম্যাচ থেকেই হারিয়ে যায়। নৌসাইর মাজরাউই, দিয়োগো ডালোটরা হলুদ কার্ড দেখেন। ৪২ মিনিটে সরাসরি লাল কার্ড দেখে মাঠ ছাড়েন ব্রুনো ফার্নান্ডেজ। চোট পেয়ে উঠে যান কোবি মাইনো। লাল ম্যাঞ্চেস্টারের ১০ জনে হয়ে যাওয়ার সুযোগ নিয়ে ৪৭ মিনিটে ২-০ করেন দেজান কুলুসেভস্কি। ৭৭ মিনিটে ডমিনিক সোলাঙ্কের গোল ইউনাইটেডের হার নিশ্চিত করে।

ধাপে ধাপে লিগে এগোতে চান স্লট

এদিকে, টানা দুই ম্যাচে পয়েন্ট নষ্ট করেছে ম্যাঞ্চেস্টার সিটি। আর সেই সুযোগটাই কাজে লাগাল লিভারপুল। ৬ ম্যাচে ১৫ পয়েন্ট নিয়ে এই মুহূর্তে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে টেবিলের শীর্ষে আর্নে স্লটের দল।

উলভারহ্যাম্পটন ওয়ান্ডারার্সকে ২-১ গোলে হারানোর পরই দল নিয়ে নিজের লক্ষ্যের কথা জানিয়ে দিলেন লিভারপুল কোচ। স্লট বলেছেন, 'লিভারপুল শেষবার চ্যাম্পিয়ন্স লিগে খেলে দুই বছর আগে। এবার আমাদের প্রমাণ করার পালা। দেখিয়ে দিতে হবে আমরাও চ্যাম্পিয়ন্স লিগ ও প্রিমিয়ার লিগে খেতাবের জন্য প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারি।' যদিও শিরোপার লক্ষ্যে ধাপে ধাপে এগোতে চান তিনি।

ব্যর্থতার কথা স্বীকার মোলিনার

নিরাপত্তার কারণে সম্ভবত ইরানে 'না' বাগানের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগ টুয়ের ম্যাচ খেলতে ইরানে না গিয়ে কলকাতায় ফিরে আসছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের কোচ-ফুটবলাররা।

সরকারিভাবে এই বিষয়ে দলের কেউই মুখ খুলছেন না। ইরান সরকার চারদিনের রাষ্ট্রীয় শোক ঘোষণা করেছে বলে খবর। যার ফলে ভারতীয় বিদেশ দপ্তরও জানিয়েছেন, ইরান বা ইজরায়েলে কেউ গেলে তাঁকে নিজের ঝুঁকিতে যেতে হবে। এই পরিস্থিতিতে ক্লাব ম্যানেজমেন্ট দলকে বেঙ্গালুরু থেকে কলকাতায় ফিরিয়ে আনার সিদ্ধান্ত নেয়। ফুটবলারদের নিরাপত্তার কথা জানিয়ে এএফসি-কে চিঠিও দিয়েছে মোহনবাগান। সোমবার বিকেল পর্যন্ত পরিস্থিতি দেখে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে। তবে যা পরিস্থিতি তাতে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট মোটামুটিভাবে দল পাঠানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়েই নিয়েছে বলে অন্দরের খবর।

এদিকে, শনিবার শ্রীকান্তিরাভায় হারের পর মুষড়ে পড়েছে গোটা দলই। কোচকে নিয়েও সমর্থকদের মধ্যে ক্ষোভ তুঙ্গে। দল ফিরলে ম্যানেজমেন্টের উপরতলার লোকজন কোচের সঙ্গে বসবেন, এটা প্রায় নিশ্চিত। ঘটনা হল, এবারের মত এত খারাপভাবে আইএসএল কখনও শুরু হয়নি মোহনবাগানের। প্রথম তিন ম্যাচে এত কম পয়েন্ট এই প্রথম। দলের খারাপ খেলার কথা স্বীকার করে নিয়েছেন হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনাও।

বেঙ্গালুরু এফসি-র আধিপত্য নিয়ে কোনও রাখঢাক না করেই সবুজ-মেরুন কোচ বলেছেন, 'ঘরের মাঠের যাবতীয় সুবিধা ওরা কাজে লাগিয়ে নিতে পেরেছে। আমরা সমস্যার সমাধান করার জন্য সাহাল আব্দুল সামাদকে মাঠে নামাই। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য যে সেও চোট পেয়ে বেরিয়ে যায়। চাপ থেকে বেরিয়ে

> সমর্থকদের জন্য জয়ে ফিরতে হবে। যারা এখানে খেলা দেখতে এসেছিলেন, তাদের ধন্যবাদ। তবে তাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। আজ আমরা শেষ পর্যন্ত লড়েছি। আশা করি, পরের ম্যাচে এর চেয়ে অনেক ভালো খেলব এবং জিতে তিন পয়েন্ট পাব।
>
> **হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা**

আসতে আক্রমণে শক্তি ও বলের উপর নিয়ন্ত্রণও বাড়ানোর প্রয়োজন ছিল। দুইদিক দিয়েই বেঙ্গালুরু আমাদের চেয়ে এগিয়ে থেকেছে।'

এছাড়াও নিজের দলের আরও সমস্যার কথা তুলে ধরেন মোলিনা। বলেছেন, 'প্রতিপক্ষের গোলের সামনে আমরা নিখুঁত থাকতে পারিনি। এই ব্যাপারেও ওরা আমাদের পিছনে ফেলে দিয়েছে। প্রতিপক্ষের গোলের সামনে আমাদের ফিনিশ, আমাদের শুটিং খুব খারাপ হয়েছে। গোল করতে না পারলে তো আর ম্যাচ জেতা যায় না। বেঙ্গালুরু বারবার রক্ষণে লোক বাড়িয়ে আমাদের আটকে দেয়। বলের ওপর দখলও বেশি ছিল ওদের। সব মিলিয়ে আমরা খারাপ খেলেছি। তবে এই পারফরমেন্স মাথায় রাখলে চলবে না। সামনের দিকে তাকাতে হবে।'

প্রতি ম্যাচে একাধিক গোল খাওয়ার জন্য তাঁর রক্ষণের দিকে আঙুল উঠছে বারবার। কিন্তু রক্ষণের দুর্বলতার নতুন ব্যাখ্যা দিলেন তিনি, 'প্রতি ম্যাচেই যে গোল খাচ্ছি তার মধ্যে কিছু খেয়েছি আমাদের রক্ষণের ভুলে। তবে বেশিরভাগ গোলই হয়েছে আক্রমণভাগের দোষে। আমার মনে হয়, আমাদের রক্ষণকে শক্তিশালী করে তুলতে হলে আমাদের আক্রমণেও উন্নতি করতে হবে। আক্রমণ যত ধারালো হবে, রক্ষণও তত ভালো খেলবে। আমার কাছে দুইটি ব্যাপার আলাদা নয়। দুইটির মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্ক রয়েছে।'

এরকম একটা ম্যাচেও যে গ্যালারিতে তাঁদের উৎসাহ দিতে সমর্থকরা ছিলেন, তার জন্য ধন্যবাদ দেন তিনি, 'সমর্থকদের জন্য জয়ে ফিরতে হবে। যারা এখানে খেলা দেখতে এসেছিলেন, তাদের ধন্যবাদ। তবে তাদের কাছে দুঃখপ্রকাশ করছি। আজ আমরা শেষ পর্যন্ত লড়েছি। আশা করি, পরের ম্যাচে এর চেয়ে অনেক ভালো খেলব এবং জিতে তিন পয়েন্ট পাব।'

আইএসএলে মোহনবাগানের পরবর্তী দুই ম্যাচই কলকাতা ডার্বি। যার প্রথমটি তারা খেলবে ফর্মে থাকা মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের বিরুদ্ধে, ৫ অক্টোবর ও তার পরের ম্যাচটি ইস্টবেঙ্গল এফসি-র বিরুদ্ধে, ১৯ অক্টোবর। মাঝে পুজোর সময়ে ফিফা উইন্ডোর জন্য আইএসএল বন্ধ থাকবে। ততদিনে মোলিনা দলের ভুল শোধরাতে পারেন কিনা সেটাই দেখার।

ইস্টবেঙ্গলের অন্তর্বর্তী কোচ হতে পারেন বিনো

আজ হয়তো কোচ নিয়ে আলোচনা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৯ সেপ্টেম্বর : সম্ভবত বিদায় নিতেই হচ্ছে কার্লোস কোয়াদ্রাতকে।

সোমবার বিকেলের দিকে বিনিয়োগকারী কর্তাদের সঙ্গে ক্লাবকর্তাদের আলোচনায় বসার সম্ভাবনা। যা পরিস্থিতি তাতে কোয়াদ্রাতকে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়ার রাস্তা খুঁজতেই সম্ভবত বসতে চলেছে বোর্ড অফ ডিরেক্টরস। যদিও নিজেরা সিদ্ধান্ত নিলেই হবে না। রাজি করাতে হবে স্প্যানিশ কোচকেও। কারণ পুরো বকেয়া বেতন ও ক্ষতিপূরণ মিলিয়ে টাকার অঙ্ক যথেষ্ট। তাই দুই তরফের মতানৈক্য না হলে ওই বিশাল টাকা দিয়ে তাঁকে সরাতে হবে। তবে ম্যানেজমেন্ট কোচকে বোঝানোর চেষ্টা করবে যে তাঁর পক্ষে ইস্টবেঙ্গলে আর কাজ করা কতটা সমস্যার হতে চলেছে। সমর্থকরা কোয়াদ্রাতের উপর ক্ষুব্ধ। তাঁরা ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমে কোচ অপসারণের দাবি জানিয়েছেন। সবথেকে বড় কথা, ফুটবলারদের উপরও তিনি নিয়ন্ত্রণ হারিয়েছেন। কোচের বারবার নিজেকে সেরা কোচ বলে জাহির করার চেষ্টাও আর ভালোভাবে নিচ্ছে না ম্যানেজমেন্টও। এসব কিছু বুঝে কোচ নিজে সরে যেতে রাজি হয়ে গেলে অনেকটাই সমস্যার সমাধান হয়ে যায় ইস্টবেঙ্গলের।

বিনো জর্জ

যা খবর, তাতে আপাতত বিনো জর্জকে অন্তর্বর্তীকালীন কোচ করে কাজ চালানো হতে পারে। আর ডার্বির আগেই নতুন কোচের হাতে দায়িত্ব তুলে দেওয়ার চেষ্টা থাকবে। আন্তোনিও লোপেজ হাবাসকে বাজিয়ে দেখা হচ্ছে। ইন্টার কাশী সম্ভবত তাঁকে ছাড়তে নারাজ। তাছাড়া হাবাস নিজেও ইস্টবেঙ্গলে কাজ করার ব্যাপারে দ্বিধায় আছেন। সঞ্জয় সেন একদিন আগেই সন্তোষ ট্রফিতে বাংলা দলের কোচ হয়েছেন। তিনিও আর আসতে রাজি হবেন কি না পরিষ্কার নয়। তবে নতুন কোচ হিসাবে চেনা কাউকেই দায়িত্ব দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ১ কোটির বিজয়ী হলেন উত্তর দিনাজপুর-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, উত্তর দিনাজপুর - এর একজন বাসিন্দা পিজুস বর্মণ - কে 22.07.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 71K 99585 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি প্রত্যেকের জন্য একটি আশীর্বাদ যা বেশ কিছু কোটিপতি তৈরি করেছে। যে কোনো ব্যক্তি ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে পারেন কারণ এই ধরনের ভাগ্য যাচাইয়ের খরচ খুবই কম। এই সুবর্ণ সুযোগের জন্য আমি ডিয়ার লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়।